ভ্রান্ত ওয়ালা বক্তা

অজ্ঞ ব্যাক্তির কাছে ঈল্ম নেওয়া সম্পর্কে

অচেনা,অল্প ইল্ম ওয়ালাদের(ব্যাক্তি) ফতওয়া ফিতনা থেকে সতর্ক

আস'সালামু আ'লাইকুম ওয়া রাহ'মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

প্রিয় দ্বীনী ভাই ও বোনেরা, সোশ্যাল মিডিয়া- অচেনা,অল্প ইল্ম ওয়ালাদের(ব্যাক্তি) ফতওয়া ফিতনা থেকে সতর্ক হউন!

প্রেসিডেন্ট এর্দোগান : এক রূপকথার খলীফা!

সহীহ-আকিদা(RIGP) 16 days ago read online articles, অজ্ঞ ব্যাক্তির কাছে ঈল্ম নেওয়া সম্পর্কে, এরদোগান সম্পর্কেঃ-

প্রেসিডেন্ট এর্দোগান : এক রূপকথার খলীফা! -----

প্রারাম্ভিকা, -----

বর্তমানে একদল লোক বিপর্যস্ত উম্মাহর আহাজারিতে উপায়ান্তর না দেখে খড়কুটো আঁকড়ে ধরে উম্মাহর খলিফা, সুলতান হিসেবে এমনসব ব্যক্তিদের বেছে নিচ্ছেন যাদের গন্তব্য পথই উম্মাহর চাহিদার বিপরীত!

যাদের কার্যকলাপগুলো মুসলিম উম্মাহর সাথে উপহাস, ধোঁকাবাজি,বেইমানির নামান্তর!

.অত্যান্ত দুঃখের বিষয় হচ্ছে, নির্যাতিত মুসলিম উম্মাহর ত্রাণকর্তা হিসেবে কখনো মাহথির, কখনো আহমেদিনেজাদ,কখনো মুরসি অথবা এর্দোগানকে সপ্নদ্রস্টা বানিয়ে একের পর এক প্রবন্ধ, বই, আর্টিকেল যে হারে প্রচার-প্রসার করা হচ্ছে তাতে শুধু আমি কেন, যেকোন সচেতন মুসলিমের আপত্তি থাকাটা অস্বাভাবিক নয়! তাই পাঠকদের কাছে বিষয়টি খোলাসা করত: আমরা আজ তুর্কি প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়্যেপ এর্দোগানকে নিয়ে সামান্য আলোচনা করব। ওয়া বিল্লাহীত তাওফিক্ব।

.জন্ম ও পরিচিত :

১৯৫৪ সালের ২৬ ফেব্র"য়ারি ইস্তাম্বুলে জন্মগ্রহণ করেন এযুগের কথিত সুলতান,তুর্কি প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়্যেপ এর্দোগান! বাবা ছিলেন তুর্কি কোস্টগার্ডের একজন সদস্য হওয়াতে তেমন সচ্ছলতা ছিল না পরিবারে! ছাত্রজীবনে এরদোগান National Turkish Student Uninon নামে একটি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এছাড়া, তিনি ১৯৬৯ সাল থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত কাসিমপাসা ক্লাবের সেমি-প্রফেশনাল ফুটবলার ছিলেন। ১৯৯৪ সালে তিনি ইস্তাম্বুলের মেয়র নির্বাচিত হন। তার আগ পর্যন্ত তিনি ফুটবলের সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

.রাজনৈতিক জীবন :

. রাজনৈতিক জীবনের শুরুতে প্রেসিডেন্ট এরর্দোগান নাজিমুদ্দিন এরবাকানের দল 'সাদত পার্টির' সঙ্গে জড়িত থাকলেও ২০০১ সালে প্রকাশ্যে সাদত পার্টি বাদ দিয়ে নিজেই "জাস্টিস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি বা একেপি" নামে একটি দল গঠন করেন। সেই সময় তিনি বলেছিলেন, 'আমি আজ থেকে আমার পূর্বের পোশাকটি (আগের ইসলামীক দলের পোশাক) খুলে ফেললাম।'

এরদোগান একেপি গঠনের আগে ২০০১ সালের ১৮ জুলাই তুরস্কে নিযুক্ত ইসরাইলি রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে যোগাযোগ করার কথা মিডিয়ায় প্রকাশ পায়। ঐ বৈঠকে এর্দোগান, ইসরাইলি রাষ্ট্রদূতকে নিশ্চয়তা দেন যে, নতুন যে পার্টি গঠন করা হবে তা কোনোদিনই আমেরিকা ও ইসরাইল নীতির বিরুদ্ধে যাবে না। এমনকি এর্দোগানকে আমেরিকা অনেক আগে থেকেই পছন্দের তালিকায় রেখেছেন বলে উল্লেখ করেছেন তুরস্কের সরকারি টেলিভিশন চ্যানেল টিআরটি নিউজের প্রধান নাসুহি গুংগর।

.দল গঠনের এক বছরের মধ্যে নির্বাচনে একেপি জাতীয় নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। এর আগে ১৯৯৮ সালে এর্দোগান একটি বিতর্কিত কবিতা আবৃত্তি করে রাজনীতিতে নিষিদ্ধ হন এবং ১০ মাসের কারাদণ্ড ভোগ করেন। রাজনৈতিক নিষেধাজ্ঞার কারণে তিনি ২০০১ সালের নির্বাচনের অংশ নিতে পারেননি। পরে দল ক্ষমতায় গিয়ে সে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিলে তিনি ২০০৩ সালের উপনির্বাচনে বিজয়ী হয়ে প্রধানমন্ত্রী হন। তার আগে প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন আব্দুল্লাহ গুল। এর্দোগান নির্বাচিত হলে তিনি সে পদ ছেড়ে দেন এবং আলঙ্কারিক প্রেসিডেন্টের পদ গ্রহণ করেন।

.

২০০৩ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত তিন দফায় তিনি তুরস্কের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন। সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার জন্য এর্দোগান আর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না জেনে ক্ষমতায় থাকাকালীন সময়েই তিনি সংবিধান পরিবর্তন করে প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য নির্বাচন করেন। আগে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট যেখানে ছিলেন অনেকটা আলঙ্কারিক এবং প্রধানমন্ত্রী ছিলেন মূল ক্ষমতার মালিক, সেখানে এর্দোগান সংবিধান পরিবর্তন করে নিজের হাতে ক্ষমতা নিয়ে প্রেসিডেন্ট হন। এখন প্রেসিডেন্টই মূলত তুরস্কের ক্ষমতার মালিক। সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও তারই একান্ত অনুগত আহমেদ দাউদওগ্লু এখন আলঙ্কারিক প্রধানমন্ত্রী।

.তুর্কি একমাত্র দেশ যে কিনা ন্যাটো নামক পশ্চিমা সামরিক জোটের অন্যতম এবং একমাত্র সদস্য ।

এই জোট বিশ্বব্যাপী ত্রাসের রাজত্ব প্রতিষ্টা করেছে এবং মুসলিম নিধনে আগ্রাসন চালিয়ে যাচ্ছে ,শুধু তাই নয় আফগানিস্তানে ধ্বংস করে সেখানে শিয়া শাসন প্রতিষ্টার জন্য মার্কিন আগ্রাসনের অংশিদার হিসেবে এই তুরস্ক ৩য় সর্বোচ্চ সংখ্যক সৈন্য পাঠিয়েছিল যারা এখনো যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে! ক্ষমতায় আসার পর এই কথিত খলিফা দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক উন্নয়নে ইসরাইল সফর করেন এবং ফুল দিয়ে সাহেব ইসরাইলী প্রেসিডেন্টের কবরে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানান। এমনকি তুরস্কের পার্লামেন্টে ইসরাইলের প্রেসিডেন্ট শিমন পেরেজকে ভাষণ দেওয়ার সুযোগ দিয়ে মুসলমানদের গৌরবময় ইতিহাসকে কলঙ্কিত করেন!

সফরের ভিডিও :https://youtu.be/PXuNwvXLTH0

.পর-সমাচার এই যে,

আমাদের কিছু অতি উৎসাহী ভাই [যারা একটি বিশেষ দলের সাথে সম্পৃক্ত] তাদের তথাকথিত সুলতানের মুখরোচক কিছু কথা শুনেই তাকে মুসলমানদের খলিফা, মুসলিম উম্মাহর একমাত্র দরদী নেতা বলে সরলমনা যুবকদের বিভ্রান্ত করছে । চিন্তা করুন, এরকম ল্যাংটা গুনসম্পন্ন মানুষ কিভাবে খলিফা হতে পারে তা আমাদেরবোধগম্য নয় !

আপনি বা আপনারা বলতে পারেন, তিনি তুর্কিদের বিগত শাসকদের মধ্যে তুলনামূলক মন্দের-ভাল শাসক,তখন বিষয়টা সহনীয় পর্যায়ে থাকে! কিন্তু যখন তাকে উম্মাহর একমাত্র দরদী নেতা, খলিফা, সুলতান,ইসলামীক লিডার, ইসলাম কায়েমের কাণ্ডারী হিসেবে কেউ চিত্রায়িত করে ঠিক তখনই আমাদের প্রবল আপত্তি বাঁধে!

- .এখানে একটা বিষয় সুস্পটভাবে বলা দরকার আর তা হল-"ইসলাম কায়েম" বলতে তথাকথিত ইসলামিস্টরা আসলে কী বুঝান? মানে তারা কি শরীয়াহ আইন কায়েম করার কথা বুঝান ?

তো! শরীয়াহ আইন মোতাবেক মদ উৎপাদন ও বিক্রি কি জায়েজ? বা বেশ্যালয় স্থাপন কি জায়েজ? সবাই বলবেন মোটেই না, কিন্তু খেয়াল করে দেখেন তুরস্কের কথিত "ইসলামী নেতা" এরদোগান সরকারের আমলে এসব কিন্তু নিষিদ্ধ নয় বরং অতীতের চাইতেও কয়েকগুণ বেড়েছে যা অবিশ্বাস্য হলেও সত্য! তুর্কি আইনকে পরিবর্তন করে যেনা বা ব্যাভিচারকে বৈধতা করে দেয়া হয়েছে রাষ্ট্রীয়ভাবে! যেনাকে শাস্তির তালিকা থেকে বাদ দেয়া সম্পর্কে এরদোগানের স্পষ্ট বক্তব্যটি শুনতে পারেন মিলিগ্যাজেট.কম সাইটে।

- .প্রায় এক যুগের অধিক সময় ধরে ক্ষমতায় থাকার পরেও এর্দোগান সরকারের আমলে রাস্তায়, রাস্তায় মদের দোকানগুলো এখনো শুধু সচলই থাকেনি বরং বহু গুণে বেড়েছে! এইতো এই রমাদানেও বিশেষ অফার দিয়ে প্রকাশ্যে মদ বিক্রি হচ্ছে যত্রতত্র! এমনকি হালাল খাবারের উপর ভ্যাট বাড়িয়ে দিয়ে শুকুরের মাংশ ও মদের উপর রাষ্ট্রীয়ভাবে ভ্যাট কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল! এ'কে পার্টি ক্ষমতায় আসার আগে মদের বড় কারখানা ছিল মাত্র ২টি আর এখন হয়েছে ১৮টি! আগে ব্র্যান্ড ছিল মাত্র একটি বা দুইটি আর এখন হয়েছে সাতটি।

.একবার একটা অনুষ্ঠানে পর্তুগালের এক সাংবাদিক প্রেসিডেন্ট এর্দোগানকে প্রশ্ন করেছিল "আপনি কি আরবের ইসলামকে সমর্থন করেন? মানে তাদের চিন্তা চেতনাকে নিজ দেশে প্রয়াগে বিশ্বাসী কিনা?

উত্তরে মি.প্রেসিডেন্ট সেদিন বলেছিলেন " ওয়াহাবী ইসলাম" তো আমাদের ইসলাম নয়! আমরা ওয়াহাবী চিন্তা-চেতনা ফলো করিনা"! উত্তরটা শুনে সেদিনই খটকা লেগেছিল, তাহলে মি.প্রেসিডেন্ট আবার কোন ইসলাম লালন করেন?

লিংক : https://youtu.be/jnMHJN0BfBI

.

আপনারা যারা আর্ন্তজাতিক নিউজ পেপারগুলো সামান্য ঘাটাঘাটি করেন তারা নিশ্চয়ই জানেন, তুর্কিকে ইউউ তে আর্ন্তভুক্তির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন প্রেসিডেন্ট এর্দোগান! তবে ইউউ হর্তাকর্তাগন এর্দোগান সরকারকে বেশ কিছু শর্ত জুড়ে দিয়েছিল, ঠিক তাদের চাহিদা মাফিক ইউরোপীয় ইউনিয়নে অন্তর্ভূক্তির জন্য কয়েকটি আইন প্রণয়ন করেছিল এর্দোগান সরকার। সেগুলোর মধ্যে কয়েকটি ছিল :

১. কারও সম্মতিক্রমে যদি অসামাজিক কাজ করা হয় তবে তা শাস্তিযোগ্য নয়!

২. যে কাউকে ধর্ষণ করা হলে, উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ না করা হলে ওই ব্যক্তি শাস্তির সম্মুখীন হবে না বা রাষ্ট্র কর্তৃক মামলা করা হবেনা!

৩. কারও স্ত্রী অসামাজিক কাজ করলে, স্বামী তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে কোনো মামলা করতে পারবে না! এটা ব্যক্তি স্বাধীনতা স্বামীর কাছে তা আপত্তিজনক মনে হলে ডিভোর্সই সমাধান!

জ্ঞাতব্য যে, এসব আইনের কারণে তুরস্কে গত ১০-১৫ বছরে শিশু ধর্ষণ প্রচুর বেড়ে গিয়েছিল এবং যেনার রাজত্ব কয়েম হয়েছিল! অবশ্য গত বছরের ২২ ফেব্রুয়ারী তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এরদোগানকে শিশু নির্যাতন প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন,

"আমরা ইউরোপীয় ইউনিয়নে আন্তঃভুক্তির জন্য যে সকল (যেনা সংক্রান্ত) আইন প্রণয়ণ করেছিলাম তা সম্পূর্ণ ভুল ছিল"!

.কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল, তিনি এই ভুল থেকে শিক্ষা না নিয়ে গত ৮ ই মার্চ একটি নারী সমাবেশে সেই বলেছেন “ইসলামে হুকুমগুলো আপডেটের বিধান রয়েছে। ১৪শ বছর আগের ইসলামের হুকুমগুলো আজকের বিশ্বে প্রয়োগযোগ্য নয় বরং স্থান, কাল, পাত্রভেদে তা পরিবর্তন হয়”!

.লিংক : http://www.mikrofonnews.com/enislamic-rules-of-14-centuries-ago-cannot-be-performed-today-erdogan/

.

আমরা যখন তার এমন আপত্তিকর বক্তব্যের সমালোচনা করেছিলাম তখন কেউ কেউ তাদের প্রেসিডেন্টকে ডিফেন্ড করে বললেন -তিনি আসলে ইসলামের মূল বিধানগুলোর বিষয়ে কথা বলেননি!

এখন প্রশ্ন হচ্ছে তিনি যদি ইসলামের মুল বিধিবিধান নিয়ে কথা নাইবা বলবেন তাহলে গৌণ বিষয়গুলো নিয়ে তো বলার প্রয়োজনই নাই কারন ওই বিষয়গুলো তো সকলেরই জানা!

যাহোক, আমরা যদি তুরস্কের দিকে তাকাই তাহলে বাস্তবে দেখতে পাবো সেখানে হাল-নাগাদের নামে অসংখ্য হারামকে রাষ্ট্রীয় আইনের মাধ্যমে হালাল করা হয়েছে! এক যুগে অধিক সময় ক্ষমতায় থাকার পরেও সমকামীতাকে বহাল রাখা হয়েছে! এমনকি বিশ্বের সবচেয়ে বড় নাইট ক্লাবটি আজও বন্ধ করা হয়নি!

.আরেকটি চরম আপত্তিকর বক্তব্য উল্লেখ্য না করলেই নয়, আর তা হল - প্রেসিডেন্ট এর্দোগান সৌদি আরবে রাষ্ট্রীয় সফরে গিয়ে সৌদি চ্যানেল আল-আরাবিয়্যার সাথে একটি সাক্ষাৎকার দেন যা আরবীর পাশাপাশি ইংরেজি সাব-টাইটেল সহ প্রকাশিত হয়! সাক্ষাৎকারে উপস্থাপকের প্রশ্নের জবাবে ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যাপারে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এরদোগান বলেন,

"ব্যক্তি কখনো ধর্মনিরপেক্ষ হতে পারে না। রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ হবে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ধর্মনিরপেক্ষতা মানে সকল ধর্মের প্রতি সহনশীল হওয়া। ধর্মীয় ব্যাপারে রাষ্ট্র নিরপেক্ষ থাকবে এবং রাষ্ট্র সকল ধর্ম ও বিশ্বাস থেকে সমান দূরত্বে থাকবে। এটি কী ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক ? ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যাপারে এটিই আমাদের বুঝ। ”

লিংক :

ইংলিশ সাব-টাইটেল : http://bit.ly/2DpNlhL

আরবি সাব-টাইটেল: http://bit.ly/2FPOh3X

সাক্ষাৎকারের পুরো ভিডিও (আরবী) : http://bit.ly/2DpNlhL

.মোদ্দা কথা হল , ধর্মগুলোর চর্চা হবে শুধুমাত্র ব্যক্তিকেন্দ্রিক কিন্তু রাষ্ট্রের কোন একক ধর্ম থাকতে পারবেনা! তাইতো তিনি জোর দিয়ে বলেছেন "রাষ্ট্র নিরপেক্ষ থাকবে এবং সকল ধর্ম ও বিশ্বাস থেকে সমান দূরত্ব বজায় রাখবে"! আল ইয়াযু বিল্লাহ।

এটাই হল সেকুলারিজমের নব্য থিউরি যা রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে আলাদা প্লাটফর্মে নিয়ে গিয়ে ধর্মহীন রাষ্ট্র গঠনে সহায়ক ভুমিকা পালন করে! তাছাড়া অন্য আরেকটি সাক্ষাৎকারে তিনি সুস্পটভাবে বলেছেন "খেলাফতি রাষ্ট্র নয় বরং আমি সেক্যুলার রাষ্ট্র গঠনে বিশ্বাসী"!

লিংক : https://youtu.be/onQC8xzX4i8

.উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা স্পষ্টভাবে একটা কথা জানিয়ে দিতে চাই যে, কিছু চমকপ্রদ ও চিত্তাকর্ষক বক্তব্য শুনে এমন ব্যক্তিকে মুসলিম উম্মাহর আগামী দিনের খলিফা, কাণ্ডারী, সুলতান বলে কোমর বেঁধে যারা প্রচারণা চালাচ্ছেন, শরীয়ত এবং আক্বলের দৃস্টিকোণ থেকে তাদের দাবিটা অসার, অসত্য, অদ্ভুত এবং অবাস্তব মনে করি!

আপনি যদি বলেন তিনি প্রচলিত ভিবিন্ন দেশের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রনেতাদের ন্যায় একজন নেতা, তাহলে এতে আমাদের কোন আপত্তি নেই কিন্তু যখনই দাবি করবেন তিনি একজন ইসলামপন্থী নেতা এবং তার দল মুসলিমপন্থী তখনই আমাদের প্রবল আপত্তি রয়েছে!

আল্লাহর ওয়াস্তে "ইসলামী দল, ইসলামপন্থী,খলিফা এসব নেমপ্লেট ইউজ করে মহামুল্যবান শব্দগুলোকে কুলষিত করবেন না!

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা আমাদের সবাইকে যাবতীয় ফিতনা থেকে হিফাযত করুন! আ-মীন।

সংগ্রহীতঃ-সুন্নাহর পথযাত্রী।

কে এই কথিত সুলতান এরদোগান ?

- আস'সালামু আ'লাইকুম ওয়া রাহ'মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ!

(প্রথমেই দ্বীনী ভাই,বোনদের জ্ঞাতার্থে জানিয়ে দেই--পুরো লিখাটা না পড়ে মন্তব্য করা নিষেধ!)

<===================================>

গতকাল তুর্কিতে নির্বাচন হয়েছে এবং সেখানে প্রেসিডেন্ট হিসেবে "এরদোগান" আবারো নির্বাচিত হয়েছেন!খবর টা যতটা আনন্দের তার চাইতেও বেশি বেদনার!আগেই বলেছি তুর্কি প্রেসিডেন্ট নির্বাচন নিয়ে আমার মাত্রাতীত আগ্রহ নেই!কারণ, এটা ইসলাম অথবা মুসলিমদের বিজয় হিসেবে দেখার কোন সুযোগ নেই!তারপরেও বলবো -তুর্কি জনগনের হাতে বিকল্প না থাকায় খড়কুটো আঁকড়ে ধরে মাঝি বিহীন নৌকায় ছওয়ার হয়ে জীবন বাচানোর এই বৃথাচেস্টা ই বা কম কিসের! যদিও এটাই চিরন্তন সত্য যে, প্রশিক্ষিত মাঝি ছাড়া এবং গন্তব্যহীন যাত্রায় সাময়িক সময়ের জন্য তৃপ্তির ঢেকুর ফেললেও তা কিন্তু শেষমেশ মৃত্যুমুখে পতিত করবেই।

কারন গন্তব্যস্থলই অজানা, তার উপরে আশ্রয়স্থল তথা বেচে থাকার ভিত্তি মজবুত না হওয়াতে অতিমাত্রায় আন্তবিশ্বাসের কারনে শুধুমাত্র ধ্বংসের পথই ত্বরান্বিত হয়!

-

বর্তমানে একদল লোক বিপর্যস্ত উম্মাহর আহাজারিকে সামনে রেখে ঠিক একই রকমের ভিত্তির উপর দাড়িয়ে থেকে উম্মাহর খলিফা, সুলতান হিসেবে এমন ব্যক্তিকে বেছে নিচ্ছেন যে ব্যক্তির গন্তব্য পথই উম্মাহর চাহিদার বিপরীত! যা মুসলিম উম্মাহর সাথে উপহাস, ধোকাবাজির নামান্তর!

-

নির্যাতিত মুসলিম উম্মাহর ত্রাণকর্তা হিসেবে কখনো মাহথির,কখনো আহমেদিনেজাদ,কখনো মুরসি অথবা এরদোগানকে সপ্নদ্রস্টা বানিয়ে প্রবন্ধ, বই, বক্তব্য গুলো যেহারে প্রচার,প্রসার করা হচ্ছে তাতে শুধু আমি কেন যেকোন সচেতন, চিন্তাশীল মুসলিমের আপত্তি থাকাটা অস্বাভাবিক নয়!

আপনি বলতে পারেন -তিনি তুর্কিদের বিগত শাসকদের মধ্যে তুলনামূলক মন্দের-ভাল শাসক, অথবা এক্কেবারে ল্যাংটা থাকার চাইতে ছেড়া-কাপড় পড়ে থাকাটা কিছুটা হলেও উত্তম, ইত্যাদি তখন বিষয় টা সহনীয় পর্যায়ে থাকে! কিন্তু যখন তাকে উম্মাহর একমাত্র দরদি নেতা,খলিফা,সুলতান,ইসলামিক লিডার, ইসলাম কায়েমের কাণ্ডারি হিসেবে কেউ চিত্রায়িত করে ঠিক তখনই আমাদের প্রবল আপত্তি বাধে!

এখানে একটা বিষয় স্পট বলা দরকার আর তা হল-"ইসলাম কায়েম" বলতে তথাকথিত ইসলামিস্টরা আসলে কী বুঝান? মানে তারা শরীয়া আইন কায়েম করার কথা বুঝান নাকি অন্যকিছু?
তো! শরীয়া আইন মোতাবেক মদ উৎপাদন ও বিক্রি কি জায়েজ? বা বেশ্যালয় স্থাপন কি জায়েজ? সবাই বলবেন মোটেই না, কিন্তু খেয়াল করে দেখেন তুরস্কের কথিত "ইসলামী নেতা" এরদোগান সরকারের আমলে এসব কিন্তু নিষিদ্ধ নয় বরং অতীতের চাইতেও কয়েকগুণ বেড়েছে যা অবিশ্বাস্য হলেও সত্য!
তুর্কি আইনকে পরিবর্তন করে যেনা বা ব্যাভিচারকে বৈধতা করে দেয়া হয়েছে রাষ্ট্রীয়ভাবে! যেনাকে শাস্তির তালিকা থেকে বাদ দেয়া সম্পর্কে এরদোগানের স্পষ্ট বক্তব্যটি শুনতে পারেন--- http://www.milligazete.com.tr/.../cumhurbaskani-erdogan...

প্রায় এক যুগের অধিক সময় ধরে ক্ষমতায় থাকার পরেও এরদোগান সরকারের আমলে রাস্তায়, রাস্তায় মদের দোকানগুলো এখনো শুধু সচলই থাকেনি বরং বহু গুণে বেড়েছে!এইতো এই রমাদানেও বিশেষ অফার দিয়ে বিক্রি হয়েছিল যত্রতত্র! এমনকি হালাল খাবারের উপর ভ্যাট বাড়িয়ে দিয়ে শুকুরের মাংশ ও মদের উপর রাষ্ট্রীয়ভাবে ভ্যাটও কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল!
একে পার্টি ক্ষমতায় আসার আগে মদের বড় কারখানা ছিল মাত্র ২টি আর এখন হয়েছে ১৮টি! আগে ব্র্যান্ড ছিল মাত্র একটা বা দুইটি আর এখন হয়েছে সাতটি। এ সম্পর্কে তুর্কি প্রধানমন্ত্রীর স্বিকারোক্তিমুলক বক্তব্যটি শুনতে পারেন!https://www.youtube.com/watch?v=Txvk3bRbkmw

#পর_সমাচার___

একবার একটা অনুষ্ঠানে পর্তুগালের এক সাংবাদিক প্রেসিডেন্ট এরদোগানকে প্রশ্ন করেছিল- আপনি কি "আরবের ইসলাম" কে সমর্থন করেন? মানে তাদের চিন্তা চেতনাকে নিজ দেশে প্রয়াগে বিশ্বাসী কিনা?
উত্তরে মি.প্রেসিডেন্ট সেদিন বলেছিলেন " ওয়াহাবি ইসলাম" তো আমাদের ইসলাম নয়!আমরা ওয়াহাবি চিন্তা চেতনা কে ফলো করিনা"!
উত্তরটা শুনে সেদিন ই খটকা লেগেছিল যে, তাহলে মি.প্রেসিডেন্ট আবার কোন ইসলাম লালন করেন!
লিংক---https://youtu.be/jnMHJN0BfBI
তার পরপর ই মি.প্রেসিডেন্টের সেই গুপ্ত ইসলামকে তালাশ করতে লাগলাম! যা পেলাম তা এক কথায় ভয়াবহ!
আপনারা যারা আর্ন্তজাতিক নিউজ পেপারগুলো সামান্য ঘাটাঘাটি করেন তারা নিশ্চয় ই জানেন,তুর্কিকে ইউউ তে আর্ন্তভুক্তির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন প্রেসিডেন্ট এরদোগান!তবে ইউউ তুর্কি সরকারকে বেশ কিছু শর্ত জুড়ে দিয়েছিল তখন, ঠিক তাদের চাহিদা মাফিক ইউরোপীয় ইউনিয়নে অন্তর্ভূক্তির জন্য কয়েকটি আইন প্রণয়ন করেছিল এরদোগান সরকার। সেগুলোর মধ্যে কয়েকটি ছিল-

ক. কারও সম্মতিক্রমে যদি অসামাজিক কাজ করা হয় তবে তা শাস্তিযোগ্য নয়।
খ. যে কাউকে ধর্ষণ করা হলে, উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ না করা হলে ওই ব্যক্তি শাস্তির সম্মুখীন হবে না বা রাষ্ট্র কর্তৃক মামলা করা হবেনা!
গ. কারও স্ত্রী অসামাজিক কাজ করলে, স্বামী তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে কোনো মামলা করতে পারবে না!এটা ব্যক্তি স্বাধীনতা! আপনার আপত্তিজনক মনে হলে ডিভোর্সই সমাধান।
বি:দ্র-- (এসব আইনের কারণে তুরস্কে গত ১০-১৫ বছরে শিশু ধর্ষণ প্রচুর বেড়ে গিয়েছিল এবং জেনার রাজত্ব কয়েম হয়েছিল!
অবশ্য গত ২২ ফেব্রুয়ারি তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এরদোগানকে শিশু নির্যাতন প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন- "আমরা ইউরোপীয় ইউনিয়নে আন্তঃভুক্তির জন্য যে সকল (জেনা সংক্রান্ত) আইন প্রণয়ণ করেছিলাম তা সম্পূর্ণ ভুল ছিল। আমরা ভুল করেছি।")
কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল-
গত ৮ ই মার্চ একটি নারী সমাবেশে সেই প্রেসিডেন্টই বলেছেন “ইসলামে হুকুমগুলো আপডেটের বিধান রয়েছে। ১৪শ বছর আগের ইসলামের হুকুমগুলোতে আজকের বিশ্বে প্রয়োগযোগ্য নয়! ইসলামের হুকুম স্থান, কাল, পাত্রভেদে পরিবর্তন হয়.”!
আমরা যখন তার এমন আপত্তিকর বক্তব্যের সমালোচনা করেছিলাম তখন কেউ কেউ তাদের প্রেসিডেন্টকে ডিফেন্ড করে বললেন -তিনি ইসলামের মূল বিধানগুলোর বিষয়ে কথা বলেননি!
কিন্তু আমরা যদি তুরস্কের দিকে তাকাই তাহলে বাস্তবে দেখতে পাবো সেখানে হাল-নাগাদের নামে অসংখ্য হারামকে রাষ্ট্রীয় আইনের মাধ্যমে হালাল করা হয়েছে!
সমকামীতাকে এখনো বহাল রাখা হয়েছে!এমনকি বিশ্বের সবচেয়ে বড় নাইট ক্লাবটি আজও বন্ধ করা হয়নি!

উক্ত বক্তব্যের লিংক--

https://www.youtube.com/watch?v=WuTDSLvwAFk&feature=youtu.be

পত্রিকার লিংক-

https://www.dailysabah.com/.../erdogan-slams-bigoted-clerics-...

১৪শ বছর আগের ইসলাম নিয়ে তার মন্তব্য পড়ুন -

http://www.mikrofonnews.com/.../islamic-rules-of-14-centurie.../

আরেকটি চরম আপত্তিকর বক্তব্য উল্লেখ্য না করলেই নয়!প্রেসিডেন্ট এরদোগান সৌদি আরবে রাষ্ট্রীয় সফরে গিয়ে সৌদি চ্যানেল আল-আরাবিয়্যার সাথে একটি সাক্ষাৎকার দেন যা আরবির পাশাপাশি ইংরেজি সাব-টাইটেল সহ প্রকাশিত হয়! ভিডিও সাক্ষাৎকারে উপস্থাপকের প্রশ্নের জবাবে ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যাপারে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এরদোগান বলেন---

“ব্যক্তি কখনো ধর্মনিরপেক্ষ হতে পারে না। রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ হবে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ধর্মনিরপেক্ষতা মানে সকল ধর্মের প্রতি সহনশীল হওয়া। ধর্মীয় ব্যাপারে রাষ্ট্র নিরপেক্ষ থাকবে এবং রাষ্ট্র সকল ধর্ম ও বিশ্বাস থেকে সমান দূরত্বে থাকবে। এটি কী ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক ? ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যাপারে এটিই আমাদের বুঝ। ”

লিংক--http://bit.ly/2DpNlhL (ইংরেজি সাব-টাইটেল)

http://bit.ly/2FPOh3X--(আরবি-সাব টাইটেল)

সাক্ষাৎকারের পুরো ভিডিও (আরবী).... http://bit.ly/2DpNlhL

তার বক্তব্যের সারাংশ হল- ধর্মগুলোর চর্চা হবে শুধুমাত্র ব্যক্তিকেন্দ্রিক কিন্তু রাষ্ট্রের কোন একক ধর্ম থাকতে পারবেনা! তাইতো জোর দিয়ে বলেছেন,রাষ্ট্র নিরপেক্ষ থাকবে এবং সকল ধর্ম ও বিশ্বাস থেকে সমান দূরত্ব বজায় রাখবে!

এটাই হল সেকুলারিজমের নব্য থিউরি যা রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে আলাদা প্লাটফর্মে নিয়ে গিয়ে ধর্মহীন রাষ্ট্র গঠনে সহায়ক ভুমিকা পালন করে!

তাছাড়া তিনি স্পটভাবে বলেছেন খেলাফতি রাষ্ট্র নয় বরং তিনি সেকুলার রাষ্ট্র গঠনে বিশ্বাসী!

লিংক---https://youtu.be/onQC8xzX4i8

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা স্পষ্টভাবে একটা কথা জানিয়ে দিতে চাই-

কিছু চমকপ্রদ ও চিত্তাকর্ষক বক্তব্য শুনে

একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষ প্রেসিডেন্টকে যারা মুসলিম উম্মাহর আগামী দিনের খলিফা, কাণ্ডারি,সুলতান বলে কোমর বেধে প্রচারণা চালাচ্ছেন, শরিয়ত এবং আক্বলের দৃস্টিকোণ থেকে তাদের দাবিটা অসার,অসত্য, অদ্ভুত ও অবাস্তব মনে করি!

আপনি যদি বলেন -তিনি প্রচলিত ভিবিন্ন দেশের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রনেতাদের ন্যায় একজন নেতা,

তাহলে এতে আমাদের কোন আপত্তি নেই কিন্তু যখনই দাবি করবেন- তিনি একজন ইসলামপন্থী নেতা ও তার দল মুসলিমপন্থি তখন ই আমাদের প্রবল আপত্তি রয়েছে!

আল্লাহর ওয়াস্তে- "ইসলামী দল" ইসলামপন্থি" "মুসলিমপন্থি" এসব নেমপ্লেট ইউজ করে মহামুল্যবান শব্দগুলোকে কুলষিত করবেন না!

কলাম---আখতার বিন আমীর। ছালালাহ---ওমান।

কে এই এর্দোগান? কি তার পরিচয়??

Saturday, November 24, 2018 6:41 PMAnonymous

- *কে এই এর্দোগান? কি তার পরিচয়??*
- আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাত্বহ
  প্রিয় দ্বীনি ভাই ও বোনেরা।
  বেশ কিছুদিন ধরে তথাকথিত খলিফা/এ যুগের একমাত্র সুলতানের গুণগান বিভোর লোকদের অতিরঞ্জন আর কল্পিত সপ্ন দেখে তাজ্জব না হয়ে পারলাম না! আজকাল ভক্তগন এই তথাকথিত খলিফাকে নিয়ে তো রীতিমত কাব্যিক রচনা & একের পর এক বই লিখাও শুরু করছে!
  দেশিয় জামাতি প্রতিষ্ঠান "গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্সের"! সর্বশেষ "এরদোয়ান দ্য চেইঞ্জ মেকার" সহ বেশ কিছু বইয়ের আংশিকটা পড়ে টাস্কি না খেয়ে উপায় নাই!
- এবার আসি মুল আলোচনায়:-
  প্রথমত জেনে নিন #কে_এই_এরদোগান?
- ১৯৫৪ সালের ২৬ ফেব্র“য়ারি ইস্তাম্বুলে জন্মগ্রহণ করেন এযুগের তথাকথিত সুলতান এরদোগান!বাবা ছিলেন তুর্কি কোস্টগার্ডের একজন সদস্য হওয়াতে তেমন সচ্ছলতা ছিল না পরিবারে! ছাত্রজীবনে এরদোগান National Turkish Student Uninon নামে একটি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এছাড়া, তিনি ১৯৬৯ সাল থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত কাসিমপাসা ক্লাবের সেমি-প্রফেশনাল ফুটবলার ছিলেন।
  ১৯৯৪ সালে তিনি ইস্তাম্বুলের মেয়র নির্বাচিত হন। তার আগ পর্যন্ত তিনি ফুটবলের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। রাজনৈতিক জীবনের প্রথমদিকে সাদত পার্টির সঙ্গে জড়িত থাকলেও ২০০১ সালে প্রকাশ্যে নাজিমুদ্দিন এরবাকানের দল সাদত পার্টি বাদ দিয়ে নিজে জাস্টিস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি বা একেপি নামে একটি দল গঠন করেন। সে সময় তিনি বলেছিলেন, 'আমি আজ থেকে আমার পূর্বের পোশাকটি (আগের দলের পোশাক) খুলে ফেললাম।' এরদোগান এ কেপি গঠনের আগে ২০০১ সালের ১৮ জুলাই তুরস্কে নিযুক্ত ইসরাইলি রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে যোগাযোগ করার কথা মিডিয়ায় প্রকাশ পায়। এ বৈঠকে এরদোগান, ইসরাইলি রাষ্ট্রদূতকে নিশ্চয়তা দেন যে, 'নতুন যে পার্টি গঠন করা হবে তা কোনোদিনই আমেরিকা ও ইসরাইল নীতির বিরুদ্ধে যাবে না।' এমনকি এরদোগানকে আমেরিকা অনেক আগে থেকেই পছন্দের তালিকায় রেখেছেন বলে উল্লেখ করেছেন তুরস্কের সরকারি টেলিভিশন চ্যানেল টি আরটি নিউজের প্রধান নাসুহি গুংগর।
- দল গঠনের এক বছরের মধ্যে নির্বাচনে একেপি জাতীয় নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। এর আগে ১৯৯৮ সালে এরদোগান একটি বিতর্কিত কবিতা আবৃত্তি করে রাজনীতিতে নিষিদ্ধ হন এবং ১০ মাসের কারাদণ্ড ভোগ করেন। রাজনৈতিক নিষেধাজ্ঞার কারণে তিনি ২০০১ সালের নির্বাচনের অংশ নিতে পারেননি। পরে দল ক্ষমতায় গিয়ে সে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিলে তিনি ২০০৩ সালের উপনির্বাচনে বিজয়ী হয়ে প্রধানমন্ত্রী হন। তার আগে প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন আব্দুল্লাহ গুল। এরদোগান নির্বাচিত হলে তিনি সে পদ ছেড়ে দেন এবং আলঙ্কারিক প্রেসিডেন্টের পদ গ্রহণ করেন।
- ২০০৩ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত তিন দফায় তিনি তুরস্কের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন। সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার জন্য এরদোগান আর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না জেনে ক্ষমতায় থেকে তিনি সংবিধান পরিবর্তন করে প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য নির্বাচন করেন। আগে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট যেখানে ছিলেন অনেকটা আলঙ্কারিক এবং প্রধানমন্ত্রী ছিলেন মূল ক্ষমতার মালিক সেখানে এরদোগান সংবিধান পরিবর্তন করে নিজের হাতে ক্ষমতা নিয়ে প্রেসিডেন্ট হন। এখন প্রেসিডেন্টই মূলত তুরস্কের ক্ষমতার মালিক। সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও তারই একান্ত অনুগত আহমেদ দাউদওগ্লু এখন আলঙ্কারিক প্রধানমন্ত্রী।
- তার দেশ ন্যাটো নামক পশ্চিমা সামরিক জোটের অন্যতম এবং একমাত্র সদস্য ।এই জোট বিশ্বব্যাপি ত্রাসের রাজত্ব প্রতিষ্টা করেছে এবং মুসলিম নিধনে আগ্রাসন চালিয়ে যাচ্ছে ,শুধু তাই নয় আফগানিস্তানে ধ্বংস করে সেখানে শিয়া শাসন প্রতিষ্টার জন্য মার্কিন আগ্রাসনের অংশিদার হিসেবে এই তুরস্ক ৩য় সর্বোচ্চ সংখ্যক সৈন্য পাঠিয়েছিল ।এবং বর্তমানেও সেই দেশে উল্লেখযোগ্য সৈন্য সেখানে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে ।
  এই কথিত খলিফা ২০০৫ সালে ইসরাইল সফরে যান সম্পক উন্নয়নে, এমনকি তুরস্কের পার্লামেন্টে ইসরাইলের প্রেসিডেন্ট শিমন পেরেজ কে ভাষন দেওয়ার সুযোগ দিয়ে মুসলমানদের গৌরবময় ইতিহাসকে কলঙ্কিত করেন!তাছাড়া সেখানে গিয়ে ফুল দিয়ে কবরে শ্রদ্ধাঞ্জলিও দিতে দেখা যায়!
  লিংক--https://youtu.be/PXuNwvXLTH0
- এরদোগান হচ্ছেন একমাত্র মুসলিম খলিফা যিনি -একদিকে বলেন "ইসরাইল হল সন্ত্রাসী রাষ্ট্র " আবার অন্যদিকে ইহুদীবাদী ইসরাইলে যখন ভয়াবহ দাবানল ছড়িয়ে পড়েছিল(২০১৬ সালে) তখন আগুন নিবানোর জন্য বিশেষ বিমান ও সৈন্য পাঠিয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন! কৃতজ্ঞতা স্বরুপ ইজরাইলের বর্তমান প্রেসিডেন্ট নেতানিয়াহু বন্ধু রাষ্ট্র তুরুস্কের প্রেসিডেন্ট কে ধন্যবাদ ও চলমান সম্পক আরও মজবুত রাখার নিশ্চয়তা

দিয়েছেন!যা তুরকি ও ইসরাইলের প্রধান নিউজ পেপারের হেডলাইন ছিল!

লিংক---https://www.google.ae/search...

- অত্যন্ত আফসোস ও পরিতাপের বিষয় হল -আমাদের কিছু অতি উৎসাহী দ্বীনি ভাই তাদের তথাকথিত সুলতানের মুখরোচক কিছু কথা শুনেই তাকে মুসলমানদের খলিফা, মুসলিম উম্মাহর একমাত্র নেতা বলে সরলমনা যুবকদের বিভ্রান্ত করছে ।এরকম ল্যাংটা গুনসম্পন্ন মানুষ কিভাবে খলিফা হতে পারে তা আমার বোধগম্য নয় !
- আগামীকাল থাকছে--সুলতানের শিয়া প্রীতি/ওহাবি বিদ্বেষ /সেকুলার রাষ্ট্র গড়ার সপ্ন/ তুর্কিতে সুফি, নক্সবন্দিয়ার সয়লাব, ব্যাশাখানা ও নর্তকির আধিক্য & খলিফার সাতকাহন...
- সংগ্রহীত,,,,,,,,, আক্তার বিন আমির

তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এরদোগানঃ আবেগ ও প্রচারণা বনাম শরীয়ত ও বাস্তবতা !

সহীহ-আকিদা(RIGP) 5 months ago read online articles, অজ্ঞ ব্যাক্তির কাছে ঈল্ম নেওয়া সম্পর্কে, এরদোগান সম্পর্কেঃ-

তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এরদোগানঃ আবেগ ও প্রচারণা বনাম শরীয়ত ও বাস্তবতা !

✓

ভূমিকাঃ-----

পানিতে ডুবন্ত একজন মানুষ যেভাবে বাঁচার শেষ চেষ্টা হিসেবে খড়কুটো আঁকড়ে ধরে, মরুভূমিতে দিক হারানো ক্ষুৎপিপাসায় কাতর ব্যক্তি যেভাবে মরীচিকাকে নিজের জীবন রক্ষার শেষ অবলম্বন মনে করে, ফলস্বরূপ সে দ্রুত মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কারণ খড়কুটো কিংবা মরীচিকার ভরসায় নিজেকে সপে দিয়ে সে তার নিজের ধ্বংস ত্বরান্বিত করেছে।

ঠিক তেমনিভাবে বর্তমানে পরাজিত ও বিপর্যস্ত মুসলিম উম্মাহর বিরাট একটি অংশ নিজেদের সামনে আশার আলো দেখতে না পেয়ে এমন ব্যক্তিদেরকে উম্মাহর আশা-আকাংখা বাস্তবায়নের কাণ্ডারি হিসেবে কল্পনা করে নিচ্ছে,যারা কোনোভাবেই উম্মাহর কাণ্ডারি হওয়ার যোগ্য নয়। বরং তাদের কেউ কেউ সরাসরি ইসলামের বিরুদ্ধে কুফফারদের লড়াইয়ের সহযোগী। ফলশ্রুতিতে উম্মাহ আরো দ্রুত ধ্বংসের অতলে তলিয়ে যাচ্ছে। উপরে উঠার কল্পনা করতে গিয়ে আরো নিচে নেমে যাচ্ছে।

আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি, মালয়েশিয়ার মাহাথির মুহাম্মদকে মুসলিম উম্মাহর নেতা বানিয়ে ব্যাপক প্রচার প্রচারণা চালানো হয়েছে। অথচ মাহাথির মুহাম্মদ কথিত মডারেইট বা উদার-সহনশীল ইসলামের একজন প্রবক্তা। ইসলামী আইনের বিভিন্ন বিষয়কে পশ্চিমাদের অনুকূলে ব্যবহারের জন্য সে বহু মনগড়া বক্তব্য পেশ করেছে। প্রকৃত শরী'আহ বাস্তবায়ন করাকে সে উগ্রতা মনে করত।

আমরা যারা ইসলাম নিয়ে রাজনীতি কম বুঝি (জিহাদ বিমুখ লোকদের ভাষায়। অবশ্য ইসলামের নাম ব্যবহার করে ইসলাম বিমুখ এই রাজনীতি বুঝার প্রয়োজনও নেই !) তারা যখন মাহাথির মুহাম্মদকে উম্মাহর কাণ্ডারি হিসেবে অযোগ্য মনে করতাম,তখন সেসব রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছ থেকে নির্মম উপহাস পেয়েছি। পশ্চাদপদ,বাস্তবতা বুঝি না,আধুনিক বিশ্ব রাজনীতির মারপ্যাঁচ জানি না, হিকমাহ বুঝি না ইত্যাদি সবকতো আমরা

নিয়মিতই পেয়েছি।

অতঃপর মাহাথির ফ্যান্টাসি শেষ হলে নতুন কাণ্ডারি হিসেবে আবির্ভূত হয় ইরানের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আহমাদিনেজাদ। সারা বিশ্বের মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া, আল-আকসা উদ্ধার করা, ইসরায়েলকে পৃথিবির মানচিত্র থেকে মুছে দেওয়া সহ মুসলিমদের বিভিন্ন বিষয়ে সে বহু চমকপ্রদ ও চিত্তাকর্ষক বক্তব্য আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ফোরামে পেশ করেছে। এই আহমাদিনেজাদকে খুলাফায়ে রাশেদীনের সাথে তুলনা দিতেও দেখা গেছে ! আমরা যখন বলতাম, প্রথমতঃ সে একজন শিয়া। শিয়াদের বেশিরভাগ গ্রুপই স্পষ্ট কুফুরিতে লিপ্ত এবং দলগতভাবে কাফির দল। আহমাদিনেজাদের অবস্থাও এর থেকে ভিন্ন নয়। দ্বিতীয়তঃ ইরান একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং আহমাদিনেজাদ গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট। ফলে তার দ্বারা মুসলিমদের নেতৃত্ব দেওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।

তখন আমাদেরকে বলা হতো, এই আপনাদের জন্যই মুসলিমরা পিছিয়ে আছে ! আপনারা মুসলিম উম্মাহর কোনো ব্যক্তিকে উঠতেই দেন না। যে আসে তারই সমালোচনা করতে থাকেন ! মুসলিমদের পক্ষে আহমাদিনেজাদের মতো এতো স্পষ্টবাদী কোনো নেতা পৃথিবীতে আছে !!! আপনারা আসলে বিশ্ব-রাজনীতির প্রেক্ষাপট বুঝেন না !!

অতঃপর আহমাদিনেজাদ ফ্যান্টাসি শেষ হলে আসলো মুরসি ঝড়। এই ঝড়ে পারলে গণতান্ত্রিক ইসলামী দলগুলো গ্লোবাল জিহাদকে যাদুঘরে পাঠিয়ে পৃথিবী জুড়ে তাদের কল্পিত গণতান্ত্রিক ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করে ফেলে। মুরসি ছিলো অনেকের স্বপ্নের নায়ক। হাফিযে কুরআন মুরসী ! রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হয়ে সলাতের ইমামতি করেন মুরসি ! এটি কী পৃথিবীর অন্য কোনো প্রেসিডেন্টের দ্বারা সম্ভব হয়েছে !! তারা এটিকে খুলাফায়ে রাশেদীনের সাথে মিলানোর ধৃষ্টতা দেখাতো।

আমরা যখন বলতামঃ মুরসি গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত একটি ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানের অধীনে নির্বাচিত একজন প্রেসিডেন্ট। তদুপরি মিসরে তখনো চরম ইসলাম বিদ্বেষী, কুফুরী শক্তির প্রকাশ্য এজেন্ট সেনাবাহিনী বহাল তবিয়তে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করছে। ফলে মুরসির দ্বারা আসলে কখনোই ইসলামী শরীয়ত বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। (অবশ্য মুরসি অন্যদের থেকে কিছুটা ভিন্নতর। মুরসি মিসরে একটি ইসলামী সংবিধান তৈরির চেষ্টা করেছিল। এছাড়া ফিলিস্তিনের মুসলিমদের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিল এবং ইসরায়েলের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য অবস্থান নিয়েছিল। আর এসব কারণেই ১ বছরের মাথায় আমেরিকা ও ইসরায়েলের ঘনিষ্ঠ সহযোগী মুরতাদ সেনাবাহিনী মুরসিকে ক্ষমতাচ্যুত করে।)

এমতাবস্থায় আমাদেরকে সেই পুরোনো বয়ান শোনানো হতো। রাজনৈতিক মারপ্যাঁচ না বুঝা ! হিকমাহ না থাকা !! খালি জিহাদ জিহাদ করা ইত্যাদি ইত্যাদি !!!

সেই মাহাথির মুহাম্মদ, সেই আহমাদিনেজাদ, সেই মুরসিদের কল্পিত নেতৃত্ব আজ কোথায় ! স্বপ্নীল উত্থানের ফেনীল বুদবুদ হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। কারণ এসব হেয়ালি ভাবনার পেছনে না ছিলো ইসলামী শরীয়ত আর না ছিলো ইসলামের সঠিক ইতিহাসের নিরিখে কোনো প্রজ্ঞাপূর্ণ চিন্তা। ফলে কথিত সেইসব খলীফা ও সুলতানদের নাম এখন যাদুঘরে স্থান করে নিয়েছে। অপরদিকে মুসলিম উম্মাহর দুর্দশা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।

মাহাথির মুহাম্মদ, আহমাদিনেজাদ ও মুরসির ফ্যান্টাসি শেষ হতে না হতেই আরেক নতুন ফ্যান্টাসি এসে হাজির হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষ তুরস্কের আত্মস্বীকৃত ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক প্রেসিডেন্ট রিসেপ/রজব তায়েব এরদোগান। এখানেও সেই পুরোনো বয়ান, সেই পুরোনো ফ্যান্টাসি। এ যামানার অবিসংবাদিত নেতা ! যামানার সুলতান ! ভবিষ্যৎ খলিফা ! আরো কত কী !!

এ যাত্রায়ও আমরা স্পষ্টভাবেই বলছি, একটি ন্যাটোর সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে সরাসরি ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক প্রেসিডেন্টকে আমরা শরীয়ত কিংবা আকল কোনো দিক থেকেই মুসলিম উম্মাহর কাণ্ডারি ভাবতে পারছি না। কাগজে বানানো বিমানে মহাকাশ পাড়ি দেয়া কিংবা বেলুনের নৌকায় সমুদ্র পাড়ি দেয়া যেমন অসম্ভব ও কাল্পনিক, ঠিক তেমনি একজন ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তিকে মুসলিম জাতির আগামী দিনের খলীফা/সুলতান ভাবা অদ্ভুত ও অবাস্তব।

কিন্তু ‘ফ্যান্টাসি কিংডম’ এ বাস করা ব্যক্তিরা আমাদেরকে সেই পুরোন বয়ান শোনাচ্ছেন। হাফিযে কুরআন ! মুসলিমদের পক্ষে সোচ্চার কণ্ঠ !! আরাকানসহ বিশ্বের নিপীড়িত মুসলিমদের পক্ষে উচ্চ কণ্ঠের দৃপ্ত আওয়াজের অধিকারী এরকম আর কেউ আছে কী !!!

পুরোনো রাজনৈতিক মারপ্যাঁচ, হিকমাহ ইত্যাদি স্লোগান ঠিক আগের মতোই হুবহু আছে।

আমাদের মানদণ্ড যেহেতু আল্লাহ প্রদত্ত এমন নীতিমালা, যা সব ধরণের সংশয়ের উর্ধ্বে। তাই আমরা বারবার ধোঁকায় পতিত হই না,

আলহামদুলিল্লাহ্। গণতান্ত্রিক কিংবা ধর্মনিরপেক্ষ নেতাদের দিকে তাকিয়ে আশার ফানুস তৈরি করি না বরং দ্বীন ও শরীয়তের জন্য নিজেদের জান-মাল দিয়ে এক চূড়ান্ত লড়াইয়ে নিয়োজিত দুনিয়ার মুজাহিদদেরকে উম্মাহর নেতা মনে করি। ফলাফল পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ বর্গকিলোমিটার ভূমিতে আল্লাহর শরী'আহ কায়েম, আলহামদুলিল্লাহ্।

উদাহরণস্বরুপঃ শুধুমাত্র সোমালিয়ায় আল-কায়েদার শাখা আল-শাবাবের অধীনে আড়াই লাখ বর্গকিলোমিটারের বেশি এলাকায় পূর্ণ শরী'আহ কায়েম আছে, আলহামদুলিল্লাহ্। এছাড়া তালিবানদের নিয়ন্ত্রণে থাকা আফগানিস্তানের প্রায় ৭০% এলাকা, ইয়েমেনের মধ্যাঞ্চলে বেশ কিছু এলাকা এবং মালির বিস্তীর্ণ ভূমিতে মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রণে আল্লাহর শরী'আহ বাস্তবায়িত হচ্ছে, আলহামদুলিল্লাহ্।

আর মুমিনদের জন্য একই গর্ত থেকে দু'বার দংশিত হওয়া শোভা পায় না। এটি মুমিনদের বৈশিষ্ট্য নয়। আল্লাহর রাসূল সাঃ বলেছেন, "মুমিন ব্যক্তি একই গর্ত থেকে দু'বার দংশিত হয় না।" (সহীহ বুখারী)

কিন্তু মাহাথির মোহাম্মদ, আহমাদিনেজাদ, মুরসি ও এরদোগানরা গণতন্ত্রের ঘোড়ায় চড়ে এক সেকেন্ডের জন্যও পৃথিবীর এক হাত জায়গায় আল্লাহর শরী'আহ কায়েম করতে পারেনি বা করেনি। বরং এরদোগানতো ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে আলাদা তথা সেক্যুলারিজম/ধর্মনিরপেক্ষতাবাদে বিশ্বাসী। সুবহানাল্লাহ্ !!

অথচ এই শ্রেণির লোকেরা প্রতিনিয়তই এক ফ্যান্টাসি থেকে অপর ফ্যান্টাসি, এক ধোঁকা থেকে অপর ধোঁকায় পতিত হচ্ছে এবং উম্মাহর এক বিরাট শ্রেণিকে বিভ্রান্ত করে রাখছে। ফলে এসব বিভ্রান্তির বেড়াজাল ছিন্ন করতে আল্লাহ প্রদত্ত শরী'আর বিধানের আলোকে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এরদোগানের কর্মকান্ড এবং তার হুকুম জানা জরুরি। শুধুমাত্র আল্লাহর শরী'আহ সমুন্নত রাখতে এবং উম্মাহকে বিপথগামীতার মরীচিকা থেকে মুক্ত করার চেষ্টার অংশ হিসেবে এ বিষয়ে লেখা। কোনো দল,মত,গোষ্ঠীর প্রতি বিদ্বেষবশতঃ বিরোধীতা করা থেকে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে হিফাযত করুন।

*** এরদোগান ও ধর্মনিরপেক্ষতাঃ

ইসলামের মৌলিক আকীদা সম্পর্কে যারা অবগত আছেন, তারা জানেন যে, কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত কোনো বিষয়কে সজ্ঞানে অস্বীকার করলে কিংবা ইসলামের বহির্ভূত অথবা বর্তমানে আমলযোগ্য নয় মনে করলে সে ব্যক্তি ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যায়। আহলুস সুন্নাহর সকল যুগের সকল আইম্মায়ে কিরাম ও উলামাগণ এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। এ ব্যাপারে কারো কোনো দ্বিমত নেই।

দ্বীনের একাংশকে বা বিরাট অংশকে অস্বীকার করার বর্তমান দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ঈমান বিধ্বংসী কুফুরী মতবাদের নাম হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের সুস্পষ্ট এবং অকাট্য বক্তব্য হচ্ছে, ইসলাম শুধুমাত্র ব্যক্তি জীবনে থাকবে। রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনে থাকবে না। অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদে কুরআন-সুন্নাহতে রাষ্ট্র,সমাজ,অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক নীতি সংক্রান্ত সকল বিধানকে সুস্পষ্টভাবে এবং প্রকাশ্যে অস্বীকার করা হয়।

এই আকীদা রাখা শুধু এক কারণে বা একটি কুফর নয় বরং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদে ইসলামের শত-সহস্র বিধানকে সরাসরি অস্বীকার করা করা হয়, যার প্রত্যেকটি একেকটি কুফরে আকবার তথা ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট।

কিন্তু অতীব আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এরদোগান ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাস করেন । তিনি বিশ্বাস করেন ধর্ম রাষ্ট্র থেকে আলাদা থাকবে। যারা এরদোগানকে মুসলিমদের কাণ্ডারি কিংবা ভবিষ্যৎ মুসলিম জাতির খলিফা ইত্যাদি বিভিন্ন অভিধায় ভূষিত করে অলীক কল্পনার ফানুস উড়াচ্ছেন,তাদের উচিৎ এরদোগানের মুখ থেকে তার ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী আকীদা জেনে নেওয়া।

ভিডিও সাক্ষাৎকারে ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যাপারে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এরদোগান.......

"ব্যক্তি কখনো ধর্মনিরপেক্ষ হতে পারে না। রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ হবে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ধর্মনিরপেক্ষতা মানে সকল ধর্মের প্রতি সহনশীল হওয়া। ধর্মীয় ব্যাপারে রাষ্ট্র নিরপেক্ষ থাকবে এবং রাষ্ট্র সকল ধর্ম ও বিশ্বাস থেকে সমান দূরত্বে থাকবে। এটি কী ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক ?.................... ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যাপারে এটিই আমাদের বুঝ। "

এরদোগানের ধর্মনিরপেক্ষতা ও পশ্চিমা কাফিরদের ধর্মনিরপেক্ষতার মধ্যে কোনো তফাৎ আছে কিনা এবার চিন্তা করে দেখুন ?

সৌদি আরবে রাষ্ট্রীয় সফরে গিয়ে সৌদি চ্যানেল আল-আরাবিয়্যার চ্যানেলের সাথে দেওয়া সাক্ষাৎকার দেখুন......

http://bit.ly/2DpNlhL (ইংরেজি সাব-টাইটেল)

আল-আরাবিয়্যার চ্যানেলে প্রকাশিত ভিডিও সাক্ষাৎকারের উপরোক্ত অংশ...... (আরবী)

http://bit.ly/2FPOh3X

সাক্ষাৎকারের পুরো ভিডিও দেখুন....... (আরবী).... http://bit.ly/2DpNlhL

এছাড়া এরদোগানের সেক্যুলারিজমের সংজ্ঞাটি অন্য একটি বক্তব্যে দেখুন....... (বাংলা সাবটাইটেল) http://bit.ly/2HxxEYh

*** এরদোগান কর্তৃক খ্রিস্টানদের চার্চ উদ্বোধনঃ

তুরস্কের প্রেসিডেন্ট তার ধর্মনিরপেক্ষতার প্রমাণ হিসেবে গত (২০১৮) জানুয়ারি মাসে রাজধানী ইস্তাম্বুলে খ্রিস্টানদের একটি চার্চ উদ্বোধন করেছে !!! শুধু এরদোগান সরকারের নিজস্ব মিডিয়ার প্রমাণগুলো দেখুন ।

এরদোগানের নিজস্ব তথা সরকারি মিডিয়া 'আনাদলু এজেন্সি' এর পোস্ট করা ভিডিওতে চার্চ উদ্বোধন নিজ চোখে দেখে নিন....... http://bit.ly/2pdhX0Q

'আনাদলু এজেন্সি' এর নিউজ..... (ইংরেজি)...... http://bit.ly/2FStvAM

একই মিডিয়া কর্তৃক চার্চ উদ্বোধনের সচিত্র ছবি রিপোর্ট...... http://bit.ly/2pbPitL

তুরস্কের সরকারি ও জাতীয় মিডিয়া TRT বা তুর্কিশ রেডিও এন্ড টেলিভিশন এর ওয়েবসাইটে প্রচারিত নিউজ থেকে চার্চ উদ্বোধনের সরকারি ও অফিসিয়াল নিউজ দেখুন..... (ইংরেজি)

http://bit.ly/2DrpRbR

নিউজটি আরবী ভাষায় ছবিসহ দেখতে তুরস্কের সরকারি ও জাতীয় মিডিয়া TRT এর সাইটের আরবী ভার্সন দেখুন....... http://bit.ly/2FA2brI (ইস্তাম্বুলে খ্রিস্টানদের চার্চ উদ্বোধন করছেন এরদোগান)

*** ন্যাটো, ইহুদী-খ্রিস্টান ও অন্যান্য কাফিরদের সাথে এরদোগানের সম্পর্কঃ

তুরস্ক ন্যাটোর সদস্য একটি রাষ্ট্র। ন্যাটোর সদস্য হিসেবে ন্যাটোর সকল সামরিক কর্মকাণ্ডের প্রতি তুরস্কের সমর্থন ও সহযোগিতার স্বীকারোক্তি তুরস্কের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রদত্ত বক্তব্য থেকে পড়ে নেয়া যেতে পারে।

লিংক..... http://www.mfa.gov.tr/nato.en.mfa

★★★ মুসলিমদের হত্যার জন্য আমেরিকাকে তুরস্কের বিমানঘাঁটি প্রদানঃ

তুরস্কের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিমানঘাঁটি 'ইনসারলিংক' আমেরিকাকে প্রদান করেছে তুরস্ক। আর আমেরিকা এই বিমানঘাঁটি ব্যবহার করে ইরাক-সিরিয়ায় নির্বিচারে মুসলিমদের হত্যা করে যাচ্ছে।

এই 'ইনসারলিংক' বিমানঘাটি চরম ইসলাম বিদ্বেষী বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল ট্রাম্পের জন্যও নিশ্চিত করে দিয়েছে এরদোগান !! মার্কিন সেনাবাহিনীর ওয়েবসাইট থেকেই দেখুন.....

http://tinyurl.com/hrvoccc

★★★ আফগানিস্তানে আগ্রাসন ও তালিবান মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তুরস্কঃ

আফগানিস্তানে তালিবানদের প্রতিষ্ঠিত ইসলামী ইমারত আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে আমেরিকার নেতৃত্বে কুফফার জোট ন্যাটোর আগ্রাসনে (২০০১ থেকে বর্তমান) তুরস্ক ৩য় সর্বোচ্চ সংখ্যক সৈন্য প্রেরণ করেছিলো।

উইকিপিডিয়া থেকে দেখুন..... http://bit.ly/2cIJPSe

আফগানিস্তানে ক্রুসেডার কুফফার জোট ন্যাটোর আগ্রাসনে ৬৫৯ জন সৈন্য বহাল রেখে সৈন্য সংখ্যার দিক থেকে এখনো তুরস্ক ৫ম অবস্থানে আছে (পূর্বে ৬ষ্ঠ অবস্থানে ছিল।)। এর নগদ প্রমাণ পেতে নিচের লিংকে ক্লিক করে ন্যাটোর ওয়েবসাইট থেকে পিডিএফ ফাইলটি ডাউনলোড করে নিজের চোখে দেখে নিন।

ন্যাটোর ওয়েবসাইট থেকে দেখুন..... http://bit.ly/2E8kjnG

★★★ সোমালিয়ায় মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমেরিকা ও কুফফার জোটের সহায়তায় তুরস্ক ও এরদোগানঃ

এরদোগানের এই তুরস্ক সোমালিয়ায় আল-কায়েদার শাখা আল-শাবাব মুজাহিদদের বিরুদ্ধে সরাসরি সৈন্য পাঠিয়ে এবং সামরিক ঘাঁটি করে ক্রুসেডার আমেরিকা, জাতিসংঘ,আফ্রিকান ইউনিয়ন এবং মুরতাদ বাহিনীকে সামরিক-অর্থনৈতিক সব ধরণের সহায়তা করছে। সেখানে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে মুরতাদ বাহিনীকে সামরিক প্রশিক্ষণ দিচ্ছে তুরস্ক।

তুরস্ক সোমালিয়ায় কী করছে এবং কী চায়, তা তুরস্কের উপরোক্ত সরকারি মিডিয়া থেকেই জানা যাক...

গত ১ অক্টোবর,২০১৬ তারিখে "Anadolu Agency"র এক নিউজের হেডলাইন ও সাব-হেডলাইনে বলা হয়,

"Turkey to open military training base in Somalia-

Turkish officers will train over 10,000 Somali National Army soldiers to fight al-Shabaab terror group"

অর্থাৎ তুরস্ক সোমালিয়ায় সামরিক প্রশিক্ষণ ঘাঁটি খুলতে যাচ্ছে- তুরস্কের সামরিক অফিসাররা আল-শাবাব সন্ত্রাসী গ্রুপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে ১০,০০০ (দশ হাজার) সোমালি ন্যাশনাল আর্মিকে প্রশিক্ষণ দিবে।"

এরদোগান সরকারের নিজস্ব মিডিয়া "Anadolu Agency"র লিংক... http://bit.ly/2IrgTPx

✓ অর্থাৎ তুরস্ক খুব স্পষ্টভাবে জানিয়েছে, তারা সোমালিয়ায় আল-শাবাব মুজাহিদদের প্রতিষ্ঠিত শরী'আহ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আমেরিকা,জাতিসংঘ এবং কুফফার আফ্রিকান ইউনিয়নের সরাসরি মদদপুষ্ট দালাল-মুরতাদ সরকারকে সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য এই বিরাট সামরিক ঘাঁটিটি স্থাপন করেছে। সামরিক প্রশিক্ষণসহ তুরস্ক সার্বিকভাবে এই মুরতাদ সরকারকে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সহায়তা করে যাচ্ছে।

এমনকি আল-শাবাব মুজাহিদদের সম্মানিত আমীর কিছুদিন পূর্বে এক বার্তায় তুরস্ককে সোমালিয়ার মুসলিমদের শত্রু বলে আখ্যা দিয়েছেন।

গুগল সার্চে বিভিন্ন মিডিয়া থেকে জেনে নিন...... http://bit.ly/2tNyzl7

*** এরদোগানের সরকার ও সেনাবাহিনী সোমালিয়ার দালাল-মুরতাদ সেনাবাহিনীকে ৪৫০ টি অত্যাধুনিক MPT-76 অস্ত্র প্রদান করেছে।

এরদোগানের নিজস্ব ও সমর্থিত ৩ টি মিডিয়া থেকে এই নিউজের অকাট্য প্রমাণ নিয়ে নিন........ এই অস্ত্র প্রদান অনুষ্ঠানে সোমালিয়ার দালাল প্রেসিডেন্ট, তুরস্কের রাষ্ট্রদূত এবং তুরস্কের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিল। (নিচের ছবিতে দেখুন)

(আল-শাবাব মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য সোমালিয়ার দালাল-মুরতাদ সরকারকে অত্যাধুনিক অস্ত্র দিচ্ছে তুরস্ক)

প্রমাণ-১। 'আনাদলু এজেন্সি' এরদোগানের সরকারি তথা নিজস্ব মিডিয়া থেকে প্রমাণ.....A total number of 450 rifles were delivered to Somalia, which is dealing with an insurgency.

✓ লিংক..... http://bit.ly/2pb0ZAY

প্রমাণ-২। তুরস্কের এরদোগানপন্থী মিডিয়া..... http://bit.ly/2pbBsaD

প্রমাণ-৩। এরদোগানপন্থী আরেকটি মিডিয়া.... A total of 450 rifles were delivered to Somalia, which is dealing with an insurgency.

লিংক..... http://bit.ly/2FKqcsk

★★★ আমেরিকার সাথে মিলে ইরাক-সিরিয়ায় মুসলিমদের হত্যায় এরদোগানের তুরস্কঃ

২০১৪ সাল থেকে তুরস্ক আমেরিকার সাথে মিলে আইএসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নামে ইরাক-সিরিয়ায় বহু নিরীহ মুসলিমকে হত্যা করে যাচ্ছে। দেখুন...... উইকিপিডিয়া থেকে..... http://bit.ly/2palihF

*** সিরিয়ায় আমেরিকার সৈন্য+বিমানের সহায়তায় তুরস্কের আইএস বিরোধী যুদ্ধের নামে অসংখ্য নিরীহ মুসলিমদের হত্যা করে যাচ্ছে। (২০১৬-২০১৭ সাল)

আমেরিকার সাথে মিলে হামলা করার প্রমাণ.......

১। ওয়াশিংটন পোস্ট........ http://tinyurl.com/htdzyj6

২। ভাইস নিউজ...... http://tinyurl.com/jvennst

এছাড়া রাশিয়ার সাথে মিলে সিরিয়ার আল-বাবে তুরস্কের নির্বিচার বিমান হামলায় বহু নিরীহ মানুষ নিহত হয়েছে। তুরস্কপন্থী সিরিয়ান মিডিয়া Orient news থেকেই তেমন একটি প্রমাণ দেখুন...... http://bit.ly/2GrkRHm

★★★ ইসরায়েল-তুরস্ক সম্পর্কঃ

ইসরায়েলের সাথে তুরস্কের রয়েছে গভীর সম্পর্ক। তুরস্কে ইসরায়েলের ১ টি দূতাবাস ও দু'টি কনস্যুলেট রয়েছে এবং ইসরায়েলেও তুরস্কের ১ টি দূতাবাস ও ১ টি কনস্যুলেট রয়েছে। অথচ ইসরায়েলের সাথে অধিকাংশ মুসলিম দেশের কূটনৈতিক,বাণিজ্যিক কোনো ধরণের যোগাযোগ নেই।

যেমনঃ ইসরায়েলের সাথে বাংলাদেশের কূটনৈতিক,বাণিজ্যিক কোনো ধরণের সম্পর্ক নেই।

প্রমাণ.... http://bit.ly/2FM6uAl

কিন্তু এরদোগানের তুরস্কের সাথে ইসরায়েলের কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সবধরণের সম্পর্ক রয়েছে। ইসরায়েলের সাথে তুরস্কের বাণিজ্য দিন দিন বেড়ে চলছে। এমনকি অধিকাংশ সময় ইসরায়েলের সাথে আমদানি-রপ্তানীর ক্ষেত্রে শীর্ষ ১০ টি দেশের মধ্যে তুরস্ক একটি দেশ।

ইসরায়েলের সাথে বাণিজ্যের পরিমাণ নিয়ে তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটের তথ্যগুলো দেখে নিন.....

http://bit.ly/2j5HREC

*** তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এরদোগান ইসরায়েলের ব্যাপারে বলেন,
"Israel is in need of a country like Turkey in the region. We have to admit that we also need Israel,"

অর্থঃ "অত্র অঞ্চলে তুরস্কের মতো দেশের ইসরায়েলের প্রয়োজন রয়েছে। আমাদেরকেও স্বীকার করতে হবে যে, আমাদেরও ইসরায়েলকে প্রয়োজন।"
তুরস্কের একটি পত্রিকা থেকে প্রমাণ..... http://bit.ly/2HHt0H2
ইসরায়েলের পত্রিকা হারেটজ থেকে প্রমাণ.... http://bit.ly/2GEgPvk
*** ইসরায়েলের আগুন নিভাতে এরদোগান কর্তৃক বিমান প্রেরণঃ

আরাকান ও দুনিয়ার দিকে দিকে মুসলিমদের কলিজা ফাটা আর্তনাদের সাড়ায় কোনো বিমান সেতো 'বহুত দূর কী বাত', কিন্তু ২০১৬ সালে ইহুদীবাদী ইসরায়েলের বিভিন্ন এলাকায় আগুন লাগলে তা নিভানোর জন্য বিমান পাঠিয়ে দিলো তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রজব তাইয়েব এরদোগান ! আহ ! ইসরায়েলের সাথে কী অকৃত্তিম বন্ধুত্ব ! এই অসামান্য বন্ধুত্বের জন্য ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু এরদোগানকে ধন্যবাদও জানিয়েছে।

ইসরায়েলে বিমান পাঠানোর ব্যাপারে এরদোগানের সরকারি মিডিয়া 'আনাদলু এজেন্সি'র অফিসিয়াল টুইটার থেকে..... http://bit.ly/2pb6ejU
'আনাদলু এজেন্সি'র ওয়েবসাইট থেকে দেখুন.... https://v.aa.com.tr/692324
(এরদোগানের সরকারি মিডিয়া 'আনাদলু এজেন্সি'র ওয়েবসাইটে প্রকাশিত ছবি)
শুধু তাই নয় বরং সিরিয়ায় জিহাদ করতে যাওয়ার সময় তুরস্ক ইসরায়েলের নাগরিক একজন মুসলিম নারীকে গ্রেপ্তার করে ইসরায়েলের কাছে হস্তান্তর করেছে।
*** ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদের সহায়তার বিধানঃ

যেহেতু তুরস্ক এবং প্রেসিডেন্ট এরদোগান আফগানিস্তান,সোমালিয়া এবং ইরাক-সিরিয়ায় আমেরিকা ও ন্যাটোর পক্ষে সরাসরি সহযোগিতা করছে এবং ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নিচ্ছে, তাই শরী'আহর আলোকে এর বিধান জানা অতীব জরুরি।

১। সূরা মায়িদার ৫১ নং আয়াতের তাফসীরে ইমাম কুরতুবী রাহঃ বলেন,
قوله تعالى : ومن يتولهم منكم : أي يعضدهم على المسلمين . فإنه منهم [ص: 158] بين تعالى أن حكمه كحكمهم ; وهو يمنع
إثبات الميراث للمسلم من المرتد ، وكان الذي تولاهم ابن أبي ثم هذا الحكم باق إلى يوم القيامة في قطع الموالاة

আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ 'যে ব্যক্তি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে' অর্থাৎ মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদেরকে (কাফিরদেরকে) সাহায্য-সহযোগিতা করবে, নিশ্চয়ই সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে। আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন যে, তার হুকুম উক্ত কাফিরদের হুকুমের মতই হবে। আর তা একজন মুসলিমের জন্য মুরতাদ থেকে মিরাস প্রতিষ্ঠিত হওয়া থেকে বিরত রাখবে। আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই কাফিরদের সাথে মুওয়ালাত বা সুসম্পর্ক করেছিলো। অতঃপর কাফিরদের সাথে মুওয়ালাত বা সুসম্পর্ক ছিন্ন করার ক্ষেত্রে এই বিধান কিয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকবে। (তাফসীরে কুরতুবী)
২। শাইখ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহহাব রাহঃ ঈমান ভঙ্গকারী ১০ টি বিষয়ের আলোচনায় বলেনঃ
الثامن : مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين ، والدليل قوله تعالى : (وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
)

ঈমান ভঙ্গকারী ৮ম বিষয়ঃ মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুশরিকদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করা। দলীল হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা বাণীঃ (যে ব্যক্তি তাদের

সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা যালিমদেরকে হিদায়াত দান করেন না।) (নাওয়াক্বিদুল ইসলাম ,শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওহহাব রাহ.)

৩। ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদের সহায়তার ব্যাপারে শাইখুল ইসলাম হুসাইন আহমাদ মাদানী রহঃ এর ফাতাওয়াঃ

"মুসলমান হত্যার তৃতীয় রূপ হচ্ছে এই – কোন মুসলমান কাফেরদের পক্ষ নিয়ে তাদের সাহায্য ও বিজয়ের জন্য মুসলমানদের বিরূদ্ধে লড়াই করে, অথবা যুদ্ধে তাদের সহায়তা করে কিংবা যখন মুসলমান ও কাফেরদের যুদ্ধ চলতে থাকে তখন কাফেরদের সমর্থন জানায়, এমতাবস্থায় উপরোক্ত অপরাধটি কুফুরী ও সীমালঙ্ঘনের চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনিত হয় এবং ঈমান ধ্বংস ও ইসলাম শূন্যতার এমন জঘন্য ও নিকৃষ্ট অবস্থায় পৌঁছায়, যার চেয়ে মারাত্বক কুফর ও কুফরি কর্মকান্ড কল্পনা করা যায় না।

দুনিয়ায় যে কোন মুসলমানের পক্ষে সম্পাদন করা সম্ভব অথবা কোন মুসলমানের কল্পনায় আসতে পারে এমন যাবতীয় পাপ, সকল সীমালঙ্ঘন, সকল অপবিত্রতা এবং সর্বপ্রকার অবাধ্যতা এই অপরাধের সামনে তুচ্ছ। যে মুসলমান এতে লিপ্ত হবে, সে নিশ্চিত কাফের এবং নিকৃষ্টতম কাফের। সে শুধু মুসলমান হত্যায় জড়িত হয়েছে এইটুকুই নয় বরং ইসলামের বিরুদ্ধে হক্ক এর শত্রুদের আনুগত্য ও সহায়তা করেছে এবং এটি সকলের ঐক্যমতে সর্বসম্মতিক্রমে কুফরে ছরীহ বা সুস্পষ্ট কুফর। শরীয়ত যেখানে অমুসলমানদের সাথে কোন প্রকার মহব্বতের সম্পর্কের বৈধতা দেয় না, সেক্ষেত্রে যুদ্ধে সুস্পষ্ট সহযোগিতার পরেও কি করে ঈমান ও ইসলাম বাকি থাকতে পারে?"

অধ্যায়ঃ কতলে মুসলিম, মাআ'রেফে মাদানী, মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী রহঃ; সংকলন ও বিন্যাস – মুফতী আব্দুস শাকূর তিরমিজী

৪। শাইখ আব্দুল আযীয বিন বা'য রাহিঃ উনার ফাতাওয়ায় বলেন,

" ইসলামের আলিমগণ এ বিষয়ে ঐকমত্যে (ইজমা') পৌছেছেন, যে ব্যক্তি মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদেরকে যেকোনো প্রকারে সাহায্য-সহযোগিতা করবে, সে ব্যক্তি তাদের মতো-ই কাফির। যেমন আল্লাহ সুবঃ তা'আলা বলেছেন, (হে ঈমানদারগণ ! তোমরা ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। যে ব্যক্তি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা যালিমদেরকে হিদায়াত দান করেন না।)" মায়িদাহ-৫১ মাজমু' ফাতাওয়া, ১/২৭৪)

৫। বিংশ শতাব্দীর জগৎশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও ফকীহ আল্লামা আহমাদ শাকের রাহঃ উনার "কালিমাতুল হাক্ব" কিতাবে ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদের সহযোগিতাকারীর ব্যাপারে সুস্পষ্ট ভাষায় যে ফাতাওয়া দেন, তার একাংশ হচ্ছে...............

"ব্রিটিশদের সহযোগিতার ব্যাপারে কথা হলো- ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অথবা বড় যে কোনো ধরণের সহযোগিতা হলো চূড়ান্ত ইরতিদাদ (দ্বীনত্যাগ) ও নিশ্চিত কুফুরি। এতে কোনো অজুহাত বা ভুল ব্যাখ্যা কোনোটাই গ্রহণযোগ্য নয়। মূঢ় জাতীয়তাবাদ, ভঙ্গুর রাজনীতি এবং ভণ্ডামিপূর্ণ তোষামোদ কিছুই এ দ্বীনি বিধান থেকে কাউকে রক্ষা করবে না। বিশেষ ব্যক্তি, সরকার বা নেতাদের মাঝে যদি তা সংঘটিত হয় তবে ইরতিদাদ (দ্বীনত্যাগ) ও কুফুরির ক্ষেত্রে এদের সবাই একই।

.... সুতরাং ওরা (ফ্রান্স) ও ব্রিটিশরা হুকুমের ব্যাপারে একই, প্রত্যেকস্থানে তাদের রক্ত ও সম্পদ হালাল। বিশ্বের যেকোনো স্থানের মুসলিমদের জন্য ওদেরকে কোনো প্রকারের সহযোগিতা করা নাজায়েয। যদি কেউ সহযোগিতা করে তবে তার হুকুম তাদের মতোই যারা ব্রিটিশদের সহযোগিতা করে- তা হলো ইরতিদাদ (দ্বীনত্যাগ) যা সম্পূর্ণরুপে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। আর এটা যে কোনো প্রকার বা প্রকৃতির সহযোগিতা হোক না কেনো।

.... সুতরাং বিশ্বের যেকোনো স্থানে অবস্থিত প্রত্যেক মুসলিমের অবশ্যই জেনে রাখা উচিৎ যে, কেউ যদি মুসলিমদের শত্রু, তাদের দাসে পরিণতকারী ব্রিটিশ, ফ্রান্স ও আরো যারা আছে এবং তাদের দোসরদের সহযোগিতা করে-একইভাবে যেকোনো রকমের সহযোগিতা অথবা তাদের সাথে এমন শান্তি স্থাপন শান্তি করা এবং তাদের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা না করা, বিবৃতি বা কর্মের মাধ্যমে বিশ্বাসী ভাইদের বিরুদ্ধাচরণ করা- যদি উল্লেখকৃত যেকোনো একটি কাজ কেউ করে আর পরে সলাত আদায় করে, তবে তার সলাতের কোনো মূল্য নেই।" (কালিমাতুল হাক্ব, পৃষ্ঠা নং ১২৬-১৩৭)

এ ব্যাপারে বিস্তারিত ফাতাওয়া আল্লামা আহমাদ শাকের রাহঃ এর "কালিমাতুল হাক্ব" কিতাবের ১২৬-১৩৭ পৃষ্ঠার "যুদ্ধরত কুফফার জাতির সঙ্গে মুসলিমদের আচরণ-বিধান" শিরোনামে অনুবাদ অংশে ভালোভাবে পড়ুন....

লিংক.... www.pdf-archive.com/2015/01/18/declaration/declaration.pdf
মুসলিম হত্যায় সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেন ও ফ্রান্সের চেয়ে আমেরিকা এক বিন্দুও পিছিয়ে নেই বরং আরো এগিয়ে আছে। সুতরাং ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে ব্রিটেন ও ফ্রান্সকে সহযোগিতাকারী যদি সন্দেহাতীতভাবে মুরতাদ হয়, তাহলে ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুগের ফির'আউন আমেরিকা,ন্যাটো ও অন্যান্য কুফফারদেরকে সহযোগিতা করাও সুস্পষ্ট রিদ্দাহ এবং যে এমনটি করবে সে সুস্পষ্ট মুরতাদ। এ ব্যাপারে সকল ইমাম ও আলিমদের ইজমা' রয়েছে, যা উপরে বর্ণিত কিছু প্রমাণাদি থেকে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয়েছে।
ফলে যারা শরী'আহর এই সুস্পষ্ট বিধান এবং উম্মতের সকল হক্বপন্থী ইমাম ও আলিমদের ইজমার ব্যাপারে অবগত, তাদের কাছে তুরস্ক এবং এরদোগানের হুকুম সুস্পষ্ট। আর যাদের কাছে ঈমানভঙ্গের কোনো কারণ নেই, শরী'আহর এই সুস্পষ্ট বিধানের তোয়াক্কা নেই এবং উম্মতের ইমাম ও আলিমদের ইজমার মূল্য নেই, তারা এরদোগানকে তাদের নেতা মনে করতে পারে; কিন্তু ইসলামের নেতা নয়। তারা এরদোগানকে তাদের মনগড়া দ্বীন প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে বিভোর থাকতে পারে; তাতে ইসলামের কোনো ফায়দা হবে না।
*** তুরস্ক ও এরদোগানের ব্যাপারে গ্লোবাল জিহাদের উলামাগণের ফাতাওয়াঃ

১। তাওহীদ ও গ্লোবাল জিহাদের সর্বোচ্চ পর্যায়ের আলিম শাইখ আবু মুহাম্মাদ আসিম আল-মাকদিসী হাফিঃ এরদোগান সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্নের জবাব দিয়ে একটি ছোট্ট পুস্তিকা রচনা করেছেন। পুস্তিকাটির নাম الأجوبة الزكية على الأسئلة التركية আল-মুওয়াহহিদীন মিডিয়া সেটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেছে এই শিরোনামে- Precise Answers To The Turkish Questions বাংলা অর্থ দাঁড়ায়- তুরস্ক সংক্রান্ত প্রশ্নের পরিষ্কার জবাব।

.উপরোক্ত কিতাবে শাইখ আবু মুহাম্মাদ আসিম আল-মাকদিসী হাফিঃ তাকফীর নিয়ে বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘন এবং সঠিক তাকফীরের বিষয়ে বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয় অত্যন্ত সুন্দরভাবে তুলে ধরেন। সেখানে তিনি ধর্মনিরপেক্ষতাবাদে বিশ্বাসের কারণে এরদোগানের ব্যাপারে রিদ্দাহ তথা মুরতাদ হওয়ার ফাতাওয়া হুকুম দেন।

.শাইখ আবু মুহাম্মাদ আসিম আল-মাকদিসী হাফিঃ বলেন,
"আর (তুরস্ক) প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপ্রধান একজন ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তি, যদিও সে আতাতুর্কের ধর্মনিরপেক্ষতার সাথে দ্বিমত পোষণ করে। নিশ্চয়ই সে (এরদোগান) শুধুমাত্র ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে আতাতুর্কের ধর্মনিরপেক্ষতার সাথে দ্বিমত পোষণ করে। আর সে ধর্মনিরপেক্ষতা থেকে নিজেকে মুক্ত করে না বরং সে ধর্মনিরপেক্ষতার একটি প্রশংসনীয় ব্যাখ্যা করে এবং সেটিকে সে ভালো মনে করে। তার এই ব্যাখ্যা বাতিল এবং এটি তাকে ঈমানভঙ্গকারী ধর্মনিরপেক্ষতার গণ্ডি থেকে বের করে না, যেহেতু সে ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যাখ্যা করছে রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে আলাদা করার মাধ্যমে এবং দ্বীনকে যার ইচ্ছা তার উপর ছেড়ে দিয়েছে। তার বিষয়টি এবং তার মতো যারা আছে, তাদের মতে যার ইচ্ছা সে যিন্দিক হতে পারে, এটি আতাতুর্কের ধর্মনিরপেক্ষতার সাথে দ্বিমত পোষণ করে। কেননা আতাতুর্কের ধর্মনিরপেক্ষতা হচ্ছে মূলতঃ ইসলাম, শরীয়ত এবং ইসলামের সাথে সম্পর্কিত এমন প্রতিটি বিষয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ । এই ব্যক্তি (এরদোগান) যে ব্যাখ্যা পেশ করছে এবং সেটিকে ভালো হিসেবে প্রচার করছে, এর সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। অতএব দ্বীন ইসলাম কখনোই ইলহাদ এবং শিরক করার অনুমতি দেয় না ,এর স্বীকৃতি দেয় না এবং রাষ্ট্রব্যবস্থা ও দ্বীনকে আলাদা করে না; বরং এইসব কিছুই ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক (ইসলাম ভঙ্গকারী) এবং সুস্পষ্ট কুফরের অন্তর্ভুক্ত (কুফরের প্রবেশদ্বার)।" (মূল আরবী ফাতাওয়া, পৃষ্ঠা-১০)
উপরোক্ত কিতাবটির ডাউনলোড লিংক..... আরবী..... http://www.mediafire.com/file/vxmptc0rehi4245

ইংরেজি......http://bit.ly/2GDVWAs
২। তাওহীদ ও গ্লোবাল জিহাদের অপর শীর্ষস্থানীয় আলিম শাইখ আবু কাতাদা আল-ফিলিস্তিনি হাফিঃ উনার বিভিন্ন বক্তব্য ও ফাতাওয়ায় তুরস্ক এবং এরদোগানের বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন। এরদোগান ধর্ম ও রাষ্ট্র পৃথকীকরণ তথা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদে বিশ্বাসী হওয়ার কারণে শাইখ আবু কাতাদা এরদোগানকে সুস্পষ্ট ভাষায় মুরতাদ বলে আখ্যা দিয়েছেন।
এধরণের একটি বক্তব্য এই লিংকে আছে..... http://bit.ly/2Iwqqoq
এছাড়া তুরস্কের নেতৃত্বে সিরিয়ায় উত্তরাঞ্চলে দার'উল-ফুরাত' বা 'ইউফ্রেটিস শিল্ড' নামে যে অভিযান চালানো হয়,সে ব্যাপারে শাইখ আবু কাতাদা

হাফিঃ যে ফাতাওয়া দেন,তাতেও তুরষ্ক ও এরদোগানের ব্যাপারে রিদ্দার ফাতাওয়া দেন।
ফাতাওয়াটির লিংক.... https://justpaste.it/1g706

তুরষ্কের প্রেসিডেন্ট এরদোগানের রিদ্দাহকে যারা ওযরের আওতায় ফেলতে চায় তাদের উদ্দেশ্যে................
কেউ কেউ তুরষ্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইপ এরদোগানের বিষয়ে মাজবুরীর হালত প্রমাণ করতে চায় অর্থাৎ এরদোগান প্রেসিডেন্ট হওয়ার আগে থেকেই তুরষ্ক ন্যাটোর সদস্য ছিলো, আমেরিকাকে বাধ্য হয়ে বিমান ঘাঁটি করতে দিয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি বলে থাকেন।

রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য কোনো ওযর শরীয়তে গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ রাষ্ট্রপ্রধান ক্ষমতাশালী ব্যক্তি। মাজবুর ব্যক্তি কীভাবে রাষ্ট্রপ্রধান হয়। আর এরদোগানকে নিশ্চয়ই কেউ গলায় ছুরি ধরে বলেনি যে, হয় প্রেসিডেন্ট হবে নতুবা হত্যা করে ফেলবো !! আর মানবরচিত কুফুরী আইনে দেশ পরিচালনার জন্য গলায় ছুরি ধরলেও তা মেনে নেওয়া যাবে না, এটিই আমাদের দ্বীন শিক্ষা দেয়। এটি ইসলামের আকীদা।
রাসূল সাঃ স্পষ্টভাবেই বলেছেন, “তুমি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করোনা, যদি তোমাকে কেটে টুকরো টুকরো করা হয় কিংবা আগুনে জালিয়ে দেওয়া হয়।” (মিশকাত, কিতাবুস-সলাতের ‘বাবু ফাদ্বায়িলিস সলাত’ এর একটি হাদীসের অংশ)

তাদের ওযরের অজুহাত যদি সামান্য সময়ের জন্য মেনেও নেই যে, ন্যাটোর সদস্য হওয়া, আফগানিস্তানে আমেরিকার নেতৃত্বে তালিবানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, ইরাক-সিরিয়ায় বিমান হামলার জন্য আমেরিকাকে ঘাঁটি করতে দেওয়া যদি বাধ্য হয়ে করেছে বলে দাবি করা হয় কিংবা এরদোগান ক্ষমতায় আসার পূর্ব থেকে এসব চলে আসছে এজন্য ওযর পেশ করা হয়, কিন্তু সোমালিয়ায় আল-কায়েদার শাখা আল-শাবাব মুজাহিদদের প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এরদোগানের সরকার কর্তৃক সোমালিয়ায় (তুরষ্কের বাইরে) সর্ববৃহৎ সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের বিষয়ে তারা কী ওযর পেশ করবে ?
জাতিসঙ্ঘের তত্ত্বাবধানে আমেরিকাসহ পশ্চিমা ক্রুসেডার এবং আফ্রিকান ইউনিয়নের সম্মিলিত কুফফার বাহিনী ও তাদের সেবাদাস সোমালিয়ার মুরতাদ বাহিনীকে এরদোগান সরকার কর্তৃক প্রকাশ্যে অস্ত্র,অর্থ,সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়ে সোমালিয়ার ৮০% এর বেশি এলাকায় আল্লাহর শরী’আহ প্রতিষ্ঠাকারী আল-শাবাব মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে কী ওযর পেশ করবে ???

এটিতো এরদোগানই শুরু করেছে। তাও ক্ষমতায় আসার ৮ বছর পর।
এখানেতো কেউ কথিত বাধ্য করেনি ! সোমালিয়ায় ঘাঁটি করার পরিকল্পনা করা হয়েছে এরদোগান ক্ষমতায় আসার ৮ বছর পর। প্রসঙ্গতঃ এরদোগান তুরষ্কের ক্ষমতায় এসেছে ২০০৩ সালে। আর এরদোগান ২০১১ সালে সোমালিয়ার মুরতাদ সরকারের হাতকে শক্তিশালী করার জন্য সোমালিয়ায় প্রথম সফর করে। এরপরই সেখানে সামরিক ঘাঁটি করার চিন্তাভাবনা চলতে থাকে।
অতঃপর ৩০ সেপ্টেম্বর,2017 তে সোমালিয়ায় তুরষ্কের সেই সামরিক ঘাঁটিটি উদ্বোধন করা হয়।
তুরষ্কের সরকারি মিডিয়া তথা এরদোগানের নিজস্ব মিডিয়া “Anadolu Agency” থেকেই নিউজটি দেখুন.........http://bit.ly/2FS0vJu
আমরা জানি, ঈমানভঙ্গের একটি অন্যতম কারণ হচ্ছে, ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে কুফফারদেরকে সহযোগিতা করা,যা সরাসরি তুরষ্ক বিভিন্নভাবে করে যাচ্ছে।
এরদোগান ও তুরষ্ক সরকারের এই সুস্পষ্ট রিদ্দাহ তথা ঈমানভঙ্গের কারণের ক্ষেত্রে তারা কী ওযর পেশ করতে চান,এটি জানতে পারলে ভালো হতো।
আর এরদোগান যেখানে ধর্ম ও রাষ্ট্র আলাদা করা তথা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদে বিশ্বাসী, তাই এটি যে এরদোগানের সুস্পষ্ট রিদ্দাহ বা দ্বীনত্যাগ এ ব্যাপারে ইসলামের সাধারণ জ্ঞান রাখেন এমন ব্যক্তিদেরও সন্দেহ থাকার কথা নয়।

কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, সাধারণ মানুষতো দূরের কথা অধিকাংশ আলিমগণও তাকফীরের মাসআলার ব্যাপারে ভালোভাবে অবগত নয়। ফলে ব্যাপকভাবে উম্মাহকে বিভ্রান্ত করা সহজ হচ্ছে।
এই দ্বীন কোনো মনগড়া উসুল কিংবা আবেগ-আপত্তি নির্ভর নয় বরং সুদৃঢ় মূলনীতির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। তবে তাদের কাছে যদি ঈমানভঙ্গের কোনো উসুল নাই থাকে,তাহলে ভিন্ন কথা।
শরী’আহর সুপ্রতিষ্ঠিত উসুলের বিপরীতে মনগড়া কোনো আবেগ-আবদারের কোনো মূল্যই ইসলামে নেই।

*** এরদোগান সংক্রান্ত কতিপয় আপত্তির জবাবঃ

এরদোগান নিয়ে আমার এই লেখা পড়ে প্রশ্ন করতে পারেন (অবশ্য কেউ কেউ ইতোমধ্যে বলেছেনও), আপনারা এরদোগানের পেছনে পড়েছেন কেনো ? দুনিয়ার অন্যান্য মুসলিম শাসকদের পেছনে কেনো লাগেন না ? সেতো অন্যান্য শাসকদের চেয়ে তুলনামূলক ভালো ?? এরদোগানতো মুসলিমদের সহায়তা করছে !! ইত্যাদি ইত্যাদি ।

তাদের এসব আপত্তির জবাবে বলবোঃ

প্রথমতঃ এরদোগানের পেছনে লাগার অভিযোগটি অনেকটা 'উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে' টাইপের হয়ে গেলো। এসব অভিযোগ ও আপত্তিকারীগণ বছরের পর বছর ধরে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী, মানবরচিত আইন দিয়ে দেশ পরিচালনাকারী এবং আফগানিস্তান ও সোমালিয়ায় মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী এরদোগানকে 'মুসলিম জাতির নেতা' 'আগামী দিনের সুলতান' 'ভবিষ্যৎ খলিফা' ইত্যাদি প্রচারণা চালিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করে আসছে। অথচ আমরা যখনই এই চরম অজ্ঞতা ও ভ্রষ্টতাপূর্ণ প্রচারণার শরীয়তসম্মত জবাব দিতে শুরু করলাম এবং বাস্তবতা পেশ করলাম, তখন আমাদের বিরুদ্ধে বলা হচ্ছে, আমরা নাকি এরদোগানের পেছনে লেগেছি !

দ্বিতীয়তঃ এরদোগান আমাদের কাছে অন্যান্য মুসলিম দেশের শাসকদের মতোই। বরং তাদের থেকে কম খারাপ বলা চলে,যেমনটি গ্লোবাল জিহাদের সম্মানিত ও শীর্ষস্থানীয় আলিম শাইখ মাক্বদিসী হাফিঃ উনার উপরোক্ত ফাতাওয়ায় বলেছেন। দুনিয়ার সবগুলো মুসলিম দেশ শাসনকারী ত্বগুত শাসকদের ব্যাপারে যেভাবে আমাদের বক্তব্য শরী'আহর আলোকে হয়ে থাকে, এরদোগানের ব্যাপারেও আমাদের বক্তব্য শরী'আহর আলোকেই বলা হয়।

তৃতীয়তঃ এরদোগানের ব্যাপারে বিশেষভাবে বলার কারণ হচ্ছে, এরদোগানকে সামনে এনে তারা পুরো মুসলিম উম্মাহকে বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট করছে। তাই এই বিভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতার ব্যাপারে স্পষ্ট করা প্রত্যেক আলিম ও মুমিনের দায়িত্ব। সেই দায়িত্ব থেকেই দুনিয়ার হক্বপন্থী আলিমগণ এরদোগানের ব্যাপারে কথা বলেছেন। আর সেই সূত্রে আমরা বলছি। তারা যদি এরদোগানকে সামনে এনে উম্মাহকে বিভ্রান্ত না করতো,তাহলে আমাদেরও এভাবে আলাদাভাবে বলার প্রয়োজন হতো না। যেমনঃ জর্ডানের ত্বগুত বাদশাহ নিয়ে আমরা বিশেষভাবে বলছি না। কেউ যদি তাকে বাইতুল মুকাদ্দাস উদ্ধারের নেতা বানিয়ে প্রচারণা চালায় এবং উম্মাহকে বিভ্রান্ত করে,তাহলে তার কুফুরী ও ত্বগুতী আলাদাভাবে বলা অনিবার্য হয়ে পড়বে।

চতুর্থতঃ অনেকেই বলতে চাইবে, এরদোগানতো সিরিয়ার মুসলিমদের উপকার করছেন, আরাকানসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলছেন ইত্যাদি। আমরা জবাবে বলবো, বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষ সরকার এবং তার ত্বগুত প্রধানমন্ত্রীও আরাকানের মুসলিমদের আশ্রয় দিয়েছে। তাহলে কী বাংলাদেশের ত্বগুত প্রধানমন্ত্রীও ইসলামের খাদেমে রুপান্তরিত হবে ???

পঞ্চমতঃ অনেকেই বলতে চাইবে, এরদোগানের কিছু ভালো দিকতো আছে, যা অন্যদের নেই। আমরা এর জবাবে বলবো, একজন ব্যক্তির মধ্যে ঈমানভঙ্গের কয়টি সুস্পষ্ট কারণ পাওয়া গেলে ঈমান চলে যায় ??? ১০০ টি, ১০ টি নাকি ১ টি ??? নিঃসন্দেহে ঈমানভঙ্গের একটি কারণই একজন ব্যক্তির মুরতাদ হওয়ার জন্য যথেষ্ট। রাসূল সাঃ এর ইন্তেকালের পর যাকাত প্রদান করতে অস্বীকারকারীরা (মনগড়া ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে) মাত্র ১ টি কুফুরী করেছিল, আর ইসলামের বাকী আহকাম মেনে চলছিল; কিন্তু তারপরও তারা যে মুরতাদ ছিলো, এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরামের ইজমা রয়েছে। তাহলে একাধিক সুস্পষ্ট রিদ্দাহ থাকার পরেও কীভাবে একজন ব্যক্তির কিছু ভালো কাজের মাধ্যমে তার দ্বীন টিকে থাকে ???

পরিশেষে বলবো, কেউ ইসলামের সীমার মধ্যে থাকলে তাকে জোর করে মনগড়া উসুল বানিয়ে দ্বীন থেকে বের করার মতো ভয়ানক খতরনাক বিষয় থেকে আল্লাহ তা'আলার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমরা মানুষকে দ্বীন থেকে বের করার জন্য আদিষ্ট হইনি বরং মানুষকে দ্বীনের মধ্যে আনার জন্যই আদিষ্ট হয়েছি। কিন্তু ত্বগুত শাসকদের কুফুরী ও রিদ্দাহ স্পষ্ট করা এবং তাদের থেকে বারাআহ করা তাওহীদের 'রুকন' তথা মূল ভিত্তির সাথে সংশ্লিষ্ট । এর অনুপস্থিতি একজন ব্যক্তির ঈমানকে ধ্বংস করে দিতে পারে।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে তাওহীদের উপর অটল থাকার তাউফীক্ব দান করুন।

তুর্কি প্রেসিডেন্ট নির্বাচন : এরদোগান কি সত্যিই ইসলামপন্থী?

প্রিয় দ্বীনী ভাই ও বোনেরা --

প্রথমেই সবার জ্ঞাতার্থে জানিয়ে দিচ্ছি যে, পুরো লিখাটা না পড়ে এবং আমাদের আপত্তির জায়গাটা উপলব্ধি না করে বিরুপ মন্তব্য করা সম্পূর্ন নিষেধ!)

- নিশ্চয়ই সবাই জানেন গতকাল তুর্কিতে নির্বাচন হয়েছে এবং সেখানে প্রেসিডেন্ট হিসেবে "এরদোগান" আবারো নির্বাচিত হয়েছেন!খবর টা যতটা আনন্দের তার চাইতেও বেশি হতাশার!আগেই বলেছি তুর্কি প্রেসিডেন্ট নির্বাচন নিয়ে আমার মাত্রাতীত আগ্রহ নেই!কারণ, এটা ইসলাম অথবা মুসলিমদের বিজয় হিসেবে দেখার কোন সুযোগ নেই!তারপরেও বলবো -তুর্কি জনগনের হাতে বিকল্প না থাকায় খড়কুটো আঁকড়ে ধরে মাঝি বিহীন নৌকায় ছওয়ার হয়ে জীবন বাচানোর এই বৃথাচেস্টা ই বা কম কিসের! যদিও এটাই চিরন্তন সত্য যে, প্রশিক্ষিত মাঝি ছাড়া এবং গন্তব্যহীন যাত্রায় সাময়িক সময়ের জন্য তৃপ্তির ঢেকুর ফেললেও তা কিন্তু শেষমেশ মৃত্যুমুখেই পতিত করে।
  কারন একে তো গন্তব্যস্থল অজানা, তার উপরে আশ্রয়স্থল তথা বেঁচে থাকার ভিত্তিটাও মজবুত না হওয়াতে অতিমাত্রায় আন্তবিশ্বাসের ফলে শুধুমাত্র ধ্বংসের পথই ত্বরান্বিত হয়!
- বর্তমানে একদল লোক বিপর্যস্ত উম্মাহর আহাজারিকে সামনে রেখে ঠিক একই রকমের ভিত্তির উপর দাড়িয়ে থেকে উম্মাহর খলিফা, সুলতান হিসেবে এমন ব্যক্তিকে বেছে নিচ্ছেন যে ব্যক্তির গন্তব্য পথই উম্মাহর চাহিদার বিপরীত! যা মুসলিম উম্মাহর সাথে উপহাস, ধোকাবাজি,বেইমানির নামান্তর!
- নির্যাতিত মুসলিম উম্মাহর ত্রাণকর্তা হিসেবে কখনো মাহথির,কখনো আহমেদিনেজাদ,কখনো মুরসি অথবা এরদোগানকে সপ্নদ্রস্টা বানিয়ে প্রবন্ধ, বই, বক্তব্য গুলো যেহারে প্রচার,প্রসার করা হচ্ছে তাতে শুধু আমি কেন, যেকোন সচেতন, চিন্তাশীল মুসলিমের আপত্তি থাকাটা অস্বাভাবিক নয়!

আপনি বলতে পারেন -তিনি তুর্কিদের বিগত শাসকদের মধ্যে তুলনামূলক মন্দের-ভাল শাসক, অথবা এক্কেবারে ল্যাংটা থাকার চাইতে ছেড়া-কাপড় পড়ে থাকাটা কিছুটা হলেও উত্তম, তখন বিষয় টা সহনীয় পর্যায়ে থাকে! কিন্তু যখন তাকে উম্মাহর একমাত্র দরদী নেতা,খলিফা,সুলতান,ইসলামিক লিডার, ইসলাম কায়েমের কাণ্ডারি হিসেবে কেউ চিত্রায়িত করে ঠিক তখনই আমাদের প্রবল আপত্তি বাধে!

এখানে একটা বিষয় স্পট বলা দরকার আর তা হল-"ইসলাম কায়েম" বলতে তথাকথিত ইসলামিস্টরা আসলে কী বুঝান? মানে তারা শরীয়া আইন কায়েম করার কথা বুঝান নাকি অন্যকিছু?

তো! শরীয়া আইন মোতাবেক মদ উৎপাদন ও বিক্রি কি জায়েজ? বা বেশ্যালয় স্থাপন কি জায়েজ? সবাই বলবেন মোটেই না, কিন্তু খেয়াল করে দেখেন তুরস্কের কথিত "ইসলামী নেতা" এরদোগান সরকারের আমলে এসব কিন্তু নিষিদ্ধ নয় বরং অতীতের চাইতেও কয়েকগুণ বেড়েছে যা অবিশ্বাস্য হলেও সত্য!

তুর্কি আইনকে পরিবর্তন করে যেনা বা ব্যাভিচারকে বৈধতা করে দেয়া হয়েছে রাষ্ট্রীয়ভাবে! যেনাকে শাস্তির তালিকা থেকে বাদ দেয়া সম্পর্কে এরদোগানের স্পষ্ট বক্তব্যটি শুনতে পারেন---http://www.milligazete.com.tr/.../cumhurbaskani-erdogan...

প্রায় এক যুগের অধিক সময় ধরে ক্ষমতায় থাকার পরেও এরদোগান সরকারের আমলে রাস্তায়, রাস্তায় মদের দোকানগুলো এখনো শুধু সচলই থাকেনি বরং বহু গুণে বেড়েছে!এইতো এই রমাদানেও বিশেষ অফার দিয়ে প্রকাশ্যে মদ বিক্রি হয়েছিল যত্রতত্র! এমনকি হালাল খাবারের উপর

ভ্যাট বাড়িয়ে দিয়ে শুকুরের মাংশ ও মদের উপর রাষ্ট্রীয়ভাবে ভ্যাট কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল!
এ'কে পার্টি ক্ষমতায় আসার আগে মদের বড় কারখানা ছিল মাত্র ২টি আর এখন হয়েছে ১৮টি! আগে ব্র্যান্ড ছিল মাত্র একটি বা দুইটি আর এখন হয়েছে সাতটি। এ সম্পর্কে তুর্কি প্রধানমন্ত্রীর স্বিকারোক্তিমুলক বক্তব্যটি শুনতে
পারেন!https://www.youtube.com/watch?v=Txvk3bRbkmw

#পর_সমাচার___
একবার একটা অনুষ্ঠানে পর্তুগালের এক সাংবাদিক প্রেসিডেন্ট এরদোগানকে প্রশ্ন করেছিল- আপনি কি "আরবের ইসলাম" কে সমর্থন করেন?
মানে তাদের চিন্তা চেতনাকে নিজ দেশে প্রয়াগে বিশ্বাসী কিনা?
উত্তরে মি.প্রেসিডেন্ট সেদিন বলেছিলেন " ওয়াহাবি ইসলাম" তো আমাদের ইসলাম নয়!আমরা ওয়াহাবি চিন্তা চেতনা কে ফলো করিনা"!
উত্তরটা শুনে সেদিন ই খটকা লেগেছিল যে, তাহলে মি.প্রেসিডেন্ট আবার কোন ইসলাম লালন করেন?
লিংক---https://youtu.be/jnMHJN0BfBI

তার পরপর ই মি.প্রেসিডেন্টের সেই গুপ্ত ইসলামকে তালাশ করতে লাগলাম! যা পেলাম তা এক কথায় ভয়াবহ!
আপনারা যারা আর্ন্তজাতিক নিউজ পেপারগুলো সামান্য ঘাটাঘাটি করেন তারা নিশ্চয় ই জানেন,তুর্কিকে ইউউ তে আর্ন্তভুক্তির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন প্রেসিডেন্ট এরদোগান!তবে ইউউ হর্তাকর্তাগন এরদোগান সরকারকে বেশ কিছু শর্ত জুড়ে দিয়েছিল, ঠিক তাদের চাহিদা মাফিক ইউরোপীয় ইউনিয়নে অন্তর্ভূক্তির জন্য কয়েকটি আইন প্রণয়ন করেছিল এরদোগান সরকার। সেগুলোর মধ্যে কয়েকটি ছিল-

ক. কারও সম্মতিক্রমে যদি অসামাজিক কাজ করা হয় তবে তা শাস্তিযোগ্য নয়।
খ. যে কাউকে ধর্ষণ করা হলে, উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ না করা হলে ওই ব্যক্তি শাস্তির সম্মুখীন হবে না বা রাষ্ট্র কর্তৃক মামলা করা হবেনা!
গ. কারও স্ত্রী অসামাজিক কাজ করলে, স্বামী তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে কোনো মামলা করতে পারবে না!এটা ব্যক্তি স্বাধীনতা! আপনার আপত্তিজনক মনে হলে ডিভোর্সই সমাধান।
বি:দ্র-- (এসব আইনের কারণে তুরস্কে গত ১০-১৫ বছরে শিশু ধর্ষণ প্রচুর বেড়ে গিয়েছিল এবং জেনার রাজত্ব কয়েম হয়েছিল!
অবশ্য গত ২২ ফেব্রুয়ারি তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এরদোগানকে শিশু নির্যাতন প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন- "আমরা ইউরোপীয় ইউনিয়নে আন্তঃভুক্তির জন্য যে সকল (জেনা সংক্রান্ত) আইন প্রণয়ণ করেছিলাম তা সম্পূর্ণ ভুল ছিল। আমরা ভুল করেছি।")

কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল-তিনি এই ভুল থেকে শিক্ষা না নিয়ে গত ৮ ই মার্চ একটি নারী সমাবেশে সেই প্রেসিডেন্টই বলেছেন “ইসলামে হুকুমগুলো আপডেটের বিধান রয়েছে। ১৪শ বছর আগের ইসলামের হুকুমগুলোতে আজকের বিশ্বে প্রয়োগযোগ্য নয়!বরং স্থান, কাল, পাত্রভেদে তা পরিবর্তন হয়”!
আমরা যখন তার এমন আপত্তিকর বক্তব্যের সমালোচনা করেছিলাম তখন কেউ কেউ তাদের প্রেসিডেন্টকে ডিফেন্ড করে বললেন -তিনি আসলে ইসলামের মূল বিধানগুলোর বিষয়ে কথা বলেননি!
এখন প্রশ্ন হচ্ছে তিনি যদি ইসলামের মুল বিধিবিধান নিয়ে কথা নাইবা বলবেন তাহলে গৌণ বিষয় গুলো নিয়ে তো বলার প্রয়োজন ই নাই কারন ওই বিষয় গুলো তো সবার জানা! যাহোক, আমরা যদি তুরস্কের দিকে তাকাই তাহলে বাস্তবে দেখতে পাবো সেখানে হাল-নাগাদের নামে অসংখ্য হারামকে রাষ্ট্রীয় আইনের মাধ্যমে হালাল করা হয়েছে!
সমকামীতাকে এখনো বহাল রাখা হয়েছে!এমনকি বিশ্বের সবচেয়ে বড় নাইট ক্লাবটি আজও বন্ধ করা হয়নি!অথচ তিনি এক যুগের অধিক সময় ধরে ক্ষমতায় রয়েছেন!
এরদোগানের উক্ত বক্তব্যের লিংক--
https://www.youtube.com/watch?v=WuTDSLvwAFk&feature=youtu.be
জাতীয় পত্রিকার লিংক-
https://www.dailysabah.com/turkey/2018/03/09/erdogan-slams-bigoted-clerics-degrading-women
১৪শ বছর আগের ইসলাম নিয়ে তার আপত্তিকর মন্তব্যের লিংক -

http://www.mikrofonnews.com/en/islamic-rules-of-14-centuries-ago-cannot-be-performed-today-erdogan/

আরেকটি চরম আপত্তিকর বক্তব্য উল্লেখ্য না করলেই নয়!তা হল-প্রেসিডেন্ট এরদোগান সৌদি আরবে রাষ্ট্রীয় সফরে গিয়ে সৌদি চ্যানেল আল-আরাবিয়্যার সাথে একটি সাক্ষাৎকার দেন যা আরবির পাশাপাশি ইংরেজি সাব-টাইটেল সহ প্রকাশিত হয়! ভিডিও সাক্ষাৎকারে উপস্থাপকের প্রশ্নের জবাবে ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যাপারে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এরদোগান বলেন---

“ব্যক্তি কখনো ধর্মনিরপেক্ষ হতে পারে না। রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ হবে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ধর্মনিরপেক্ষতা মানে সকল ধর্মের প্রতি সহনশীল হওয়া। ধর্মীয় ব্যাপারে রাষ্ট্র নিরপেক্ষ থাকবে এবং রাষ্ট্র সকল ধর্ম ও বিশ্বাস থেকে সমান দূরত্বে থাকবে। এটি কী ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক ? ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যাপারে এটিই আমাদের বুঝ। ”

লিংক--(ইংলিশ সাব-টাইটেল)http://bit.ly/2DpNlhL

আরবি সাব-টাইটেল--http://bit.ly/2FPOh3X

সাক্ষাৎকারের পুরো ভিডিও (আরবী).... http://bit.ly/2DpNlhL

তার বক্তব্যের সারাংশ হল- ধর্মগুলোর চর্চা হবে শুধুমাত্র ব্যক্তিকেন্দ্রিক কিন্তু রাষ্ট্রের কোন একক ধর্ম থাকতে পারবেনা! তাইতো জোর দিয়ে বলেছেন,রাষ্ট্র নিরপেক্ষ থাকবে এবং সকল ধর্ম ও বিশ্বাস থেকে সমান দূরত্ব বজায় রাখবে!

এটাই হল সেকুলারিজমের নব্য থিউরি যা রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে আলাদা প্লাটফর্মে নিয়ে গিয়ে ধর্মহীন রাষ্ট্র গঠনে সহায়ক ভুমিকা পালন করে!

তাছাড়া তিনি স্পটভাবে বলেছেন খেলাফতি রাষ্ট্র নয় বরং তিনি সেকুলার রাষ্ট্র গঠনে বিশ্বাসী!

লিংক---https://youtu.be/onQC8xzX4i8

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা স্পষ্টভাবে একটা কথা জানিয়ে দিতে চাই-

কিছু চমকপ্রদ ও চিত্তাকর্ষক বক্তব্য শুনে

একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষ প্রেসিডেন্টকে যারা মুসলিম উম্মাহর আগামী দিনের খলিফা, কাণ্ডারি,সুলতান বলে কোমর বেধে প্রচারণা চালাচ্ছেন, শরিয়ত এবং আক্কলের দৃস্টিকোণ থেকে তাদের দাবিটা অসার,অসত্য, অদ্ভুত ও অবাস্তব মনে করি!

আপনি যদি বলেন তিনি প্রচলিত ভিবিন্ন দেশের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রনেতাদের ন্যায় একজন নেতা,

তাহলে এতে আমাদের কোন আপত্তি নেই কিন্তু যখনই দাবি করবেন- তিনি একজন ইসলামপন্থী নেতা ও তার দল মুসলিমপন্থি তখন ই আমাদের প্রবল আপত্তি রয়েছে!

- আল্লাহর ওয়াস্তে- "ইসলামী দল" ইসলামপন্থি" "মুসলিমপন্থি" এসব নেমপ্লেট ইউজ করে মহামুল্যবান শব্দগুলোকে কুলষিত করবেন না!

কলাম---আখতার বিন আমীর।

ছালালাহ---ওমান।

নোমান আলি খানের সাহাবিদের উপর অপবাদের জবাব --- পর্ব--০১

সহীহ-আকিদা(RIGP) 5 months ago read online articles, অজ্ঞ ব্যাক্তির কাছে ঈল্ম নেওয়া সম্পর্কে, নুমান আলি খান সম্পর্কে:-

- পর্ব--০১

কুরআনের আয়াত বিকৃতকারী ভ্রান্ত নোমান আলী খানের ইংরেজি লেকচারের একাংশ দেখলাম। এই অংশে তিনি একজন দর্শকের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। উত্তর দিতে গিয়ে তিনি এমন কিছু কথা উল্লেখ করলেন, যা কোনোভাবেই ইসলামি শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

প্রশ্নটা ছিল, কেউ যদি কোনো মেয়েকে পছন্দ করে, তাহলে এরপর কী করবে? এই ব্যাপারে কীভাবে এগোনো উচিত?

উত্তরটা শুনুন। কুরআনের আয়াত বিকৃতকারী ভ্রান্ত নৌমান আলী খান বললেন, কোনো একটা মেয়েকে দেখে পছন্দ হয়ে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে আসতাগফিরুল্লাহ পড়তে হবে ব্যাপারটা এমন না। তিনি দাবি করলেন, সাহাবীরা যখন কাউকে পছন্দ করতেন, তখন সরাসরি গিয়ে সেই মেয়েকে বলতেন, “hey, I like you. Wanna get married?”
তখন সেই সাহাবিয়াত উত্তর দিতেন এভাবে, “may be, talk to my dad.”
এরপর সেই সাহাবী তার বাবার কাছে গিয়ে বলত, “hey, I like your daughter, I mean I talked to her, she is not entirely opposed to the idea. Is it cool?”

অর্থাৎ কোনো নারীকে পছন্দ হয়ে গেলেই সাহাবীরা এরকম নির্লজ্জের মত তাকে গিয়ে বলতেন, হেই, আই লাইক ইউ। তোমাকে আমার ভালো লাগে, বিয়ে করে ফেলতে চাও? আর সেই সাহাবিয়াতও সঙ্গে সঙ্গে তাকে উত্তর দিতেন, “হয়ত চাই! আমার আব্বুর সাথে কথা বলো।”

এরপর মেয়ের বাবার কাছে গিয়ে বলতেন, “আপনার মেয়েকে আমার কাছে ভালো লাগে, আমি ওর সাথে কথাও বলেছি, ও তেমন একটা আপত্তি করে নি। আপনি ঠিক আছেন তো?”
ভাষাটা লক্ষ করার মত। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যাদেরকে সেরা প্রজন্ম হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন, একজন তথাকথিত “ইসলামের উস্তাদ, দ্বীনের দায়ী, কুরআনের শিক্ষক” তাদের ব্যাপারে অনায়াসে এতটা অসম্মানের সাথে কথা বলছে, তাদের নামে মিথ্যাচার করছে, ভাবাই যায় না!
আচ্ছা, বেনিফিট অফ ডাউট দিই, ধরে নিচ্ছি, এই নৌমান আলী খানের দর্শক সবাই তরুণ প্রজন্ম বলেই সে এরকম সস্তা ধরণের ভাষা সাহাবীদের নামে ব্যবহার করলেন, কিন্তু ইসলামের নিতান্ত বেসিক শিক্ষাগুলোর সাথেও কথাগুলো সাংঘর্ষিক। কীভাবে?
>> আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শিক্ষা দিয়েছেন, একজন নারী ও পুরুষ যখন একাকী কথা বলে, তখন তৃতীয় ব্যক্তি হয় শয়তান। অথচ এখানে বলা হল, পুরুষ সাহাবী নাকি মহিলা সাহাবীর সাথে গিয়ে আগেই কথা বলে ফেলতেন। এমন একটা দলিল দেখান, যেখানে আমাদের আদর্শ সাহাবী-সাহাবিয়াতরা এভাবে নিজেরা পরস্পরকে “আই লাইক ইউ” বলেছেন, এই স্টাইলে বিয়ে করতে চেয়েছেন!

এরপর ভ্রান্ত নৌমান আলী খান কুরআন থেকে দলিল তুলে আনলেন। কুরআনের একমাত্র প্রস্তাব ও বিয়ের ঘটনা উল্লেখ আছে মূসা (আ) এর ব্যাপারে। মূসা (আ) দুইজন মহিলাকে তাদের পশুদের জন্য পানি তুলে দিয়ে সাহায্য করেন।
তাদের মধ্যে একজন বললো, “he is kinda nice.” এরপর বাবার কাছে গিয়ে বললো, “hire him.”
আসল ঘটনা কী ছিল?
১। হায়াঃ ভ্রান্ত নৌমান আলী খান যে মহিলার নামে “he is kinda nice” জাতীয় বেহায়া কথাবার্তা বসিয়ে দিল, সেই মহিলার ব্যাপারে আল্লাহ তা’আলা কুরআনে বলেছেন, “সে মূসা (আ) এর কাছে লাজুক ভাবে হেঁটে এলো [সূরা ক্বসাসঃ আয়াত ২৫] নির্লজ্জের মত “হি ইজ কাইন্ডা নাইস” বলে নি, সে মূসা (আ) এর কাছে এসেছিল লাজুকতার সাথে। তার মধ্যে ‘হায়া’ ছিল, লজ্জাবোধ ছিল।

২। প্রস্তাব দিয়েছিল মেয়ের বাবা, মেয়ে নয়ঃ নৌমান আলী খান বললেন, সেই মহিলা মূসা (আ) এর ব্যাপারে বললো, "আই লাইক দ্যা গাই," লোকটাকে আমার পছন্দ হয়েছে, এরপর সে প্রস্তাব দিল। বাস্তবে এমন কিছুই সে বলে নি, বরং তার বাবাই মূসা (আ) কে প্রস্তাব দেন। এবং শর্ত ছিল পুরো আট বছর ধরে মেয়ের বাবার জন্য কাজ করার পর তবেই তিনি মূসার সাথে (আ) তার দুই মেয়ের যেকোনো একজনকে বিয়ে দিবেন।

৩। যথাসম্ভব দূরত্ব বজায় রাখাঃ সে মহিলাটি মূসা (আ) এর সাথে পছন্দ-অপছন্দ নিয়ে গল্প জুড়ে দেয় নি। প্রয়োজনের বাইরে একটা কথাও বলে নি। "hey, I like you" টাইপ কোনো কথা বলে নি। এই আট বছর ধরে একে-অপরের ব্যাপারে জানার জন্য তারা নিজেরা নিজেরা রেস্টুরেন্টে চলে যায় নি। ইবন কাসীরের তাফসিরে উল্লেখ আছে, মূসা (আ) পথে মহিলাটির পিছে না হেঁটে তার সামনে দিয়ে হাঁটছিলেন, আর মহিলাটিকে বলেছিলেন, পথ দেখানোর জন্য যেন সে সেই দিকে পাথড় ছুঁড়ে মারে। খেয়াল করুন, পথ দেখানোর জন্য পর্যন্ত তারা একজন-আরেকজনের সাথে কথা বলেন নি!

অথচ নৌমান আলী খান এই ঘটনার পর শিক্ষা দিলেন "রেসপেক্টফুল কোর্টশিপের"। চলুন শুনি তার উপদেশগুলো-

উপদেশ নং ১) আপনি প্রেম বা ডেটিং করতে পারবেন না, কিন্তু কাউকে বিয়ে করতে চাইলে তার সাথে আপনি নিঃসন্দেহে "রেসপেক্টফুল ইন্টার্যাকশন" করতে পারবেন। নৌমান আলী খানের ভাষায়, "Can you have respectful interaction with someone you are interested in for marriage? Absolutely, nothing wrong with that!"

- ❖ উপদেশ নং ২) আপনারা কি বিয়ের আগে একে-অপরের পছন্দ-অপছন্দ জানার জন্য সময় কাটাতে পারেন? হ্যাঁ, কোনো সমস্যা নেই! "Can you take your time to understand each-others likes and dislikes? Yes, its fine! With Parental guidance and dignified fashion. "Respectful Courtship" is fine.
- ❖ কোর্টশিপ কথাটার একটাই অর্থ, প্রেম। বিবাহপূর্ব সম্পর্ক। নৌমান আলী খানের মত উস্তাদরা আমাদের তরুণ প্রজন্মকে শেখাচ্ছে "রেসপেক্টফুল কোর্টশিপ" এর কথা। কাউকে বিয়ে করতে চাইলে, তার সাথে বিয়ের আগেই রেস্টুরেন্টে যাও, খোঁজ-খবর নাও, কথাবার্তা বলো, তাতে কোনো সমস্যা নেই! একা একা দুজন মিলে রেস্টুরেন্টে যাওয়া, কথা বলা, চ্যাটিং করা- এই সবকিছু হালাল হয়ে যাবে, যদি আপনারা দুজন দুজনকে "রেসপেক্ট" করেন, যদি আপনাদের মনে এটা থাকে যে আপনারা একজন আরেকজনকে বিয়ে করতে চান। ওয়াল্লাহি, এমন রেসপেক্টের কথা আমাদের দ্বীনে নাই। এরকম "রেসপেক্টফুল কোর্টশিপে" থেকে আমাদের সম্মানিত সাহাবীরা বিয়ে করেন নাই। আপনারা কেউ পারলে সাহাবীদের থেকে এরকম রেসপেক্টফুল কোর্টশিপের একটা দলিল দেখান।
- ❖ অনেকদিন আগে ইসলাম কিউ এ তে একটা প্রশ্ন পড়েছিলাম, শিউরে ওঠার মত একটা প্রশ্ন। এক নারীর স্বামীর সাথে তার বন্ধুর বিজনেস পার্টনারশিপ ছিল। কাজের প্রয়োজনে স্বামীর বন্ধু তাদের বাসায় আসত, বন্ধুর স্ত্রীর সাথে কাজের প্রয়োজনে কথা হত। এভাবে করে আস্তে আস্তে তারা একে অপরের পছন্দ-অপছন্দ সম্পর্কে জানতে পারে, তাদের কাছে মনে হয়, তারা দুজন একই ধরণের বিষয় পছন্দ করে, তাদের মধ্যে অনেক মিল। সেই মহিলা তার স্বামীকে আর ভালোবাসে না, সে এখন স্বামীর বন্ধুকে ভালোবাসে। অথচ তার বাচ্চাকাচ্চা আছে, স্বামী আছে, সে একজন বিবাহিত মহিলা। জীবনের এমন কঠিন পরিস্থিতিতে সে কী করবে সেটা জানতে চেয়েই সে প্রশ্নটা করেছিল।
- ❖ আজকের এইসব উস্তাদ এসে বলছে, "নারী-পুরুষ কথা বলবে, বিজনেস পার্টনারশিপ করবে, বিয়ের আগেই রেসপেক্টফুল উপায়ে প্রেম ক)রবে" এ সবই জায়েজ। এই সব উস্তাদদের জন্যই অজস্র তরুণ-তরুণী বিপথে যাবে। তার কথাকে দলিল হিসেবে কাজে লাগিয়ে নিজেদের নফসের অনুসরণ করবে। বিয়ের কথা বলে অবাধ মেলামেশা করবে, ইসলামের না)মে অবাধ সম্পর্ককে জায়েজ দাবি করবে।
- ❖ এক মেয়েকে চিনতাম কলেজ থেকে। ভার্সিটিতে উঠে এক ছেলের প্রেমে পড়ল। মেয়েটা সম্ভবত ছেলেটাকে বিয়েও করতে চাইত। তারা রেস্টুরেন্টে যেত, ভালো ভালো কথা বলত। তারা কিন্তু দৈহিক কোনো সম্পর্কে জড়ায় নি। একজন আরেকজনকে সম্মান করেই কথা বলত। কিন্তু মেয়ে সেই ছেলের সাথে দেখা করতে যাওয়ার আগে ঠিকই সবচেয়ে সুন্দর জামাটা পরত, হ্যাঁ, মাথায় স্কার্ফও থাকত। আবার সেই সাথে হালকা মেইক-আপও দিতে ভুলত না। শেষটা কতদূরে গিয়ে থেমেছে জানিনা, তবে তাদের বিয়ে হয় নি। বিয়ের আগে এই ধরণের কার্যক্রম নৌমান আলী খানের মতে রেসপেক্টফুল কোর্টশিপ। এই হল আমাদের যুগের উস্তাদদের উপদেশ অনুযায়ী বিয়ের জন্য পদক্ষেপ।

এই ধরণের উস্তাদ, উস্তাদ নামের কলঙ্ক। এরা শুধুমাত্র নিজেরা ভুল করছে না, বরং ভুলকে ইসলাম হিসেবে চালিয়ে দিচ্ছে। দ্বীনের একেবারে মৌলিক প্রিন্সিপালগুলোকে নষ্ট করে দিচ্ছে। আবার কথায় কথায় দলিল টেনে আনছে, কিন্তু দলিলটা পুরোপুরি বলবে না, নিজের সুবিধামত করে বর্ণনা করে সেই দলিল দিয়ে নিজের মনগড়া বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করবে।

এর আগেও নৌমান আলী খান সাহাবীদের নিয়ে খুবই বাজেভাবে গল্প করেছে। ('পোকেমন সাহাবী' টার্মটা তারই আবিষ্কার) তাকে যখন বলা হয়েছে ক্ষমা চাওয়ার কথা, ভুল স্বীকার করার কথা, তখন এক পর্যায়ে সে বাধ্য হয়ে পাবলিকলি স্যরি বলেছে, কিন্তু তার অবস্থান থেকে সরে আসে নি। নারী-পুরুষ মেলামেশার ব্যাপারে নিজের বক্তব্যকে ফিরিয়ে নেয় নি। আবারও সে সাহাবীদের নামে জঘন্য সব কথা বললো, সেই সাথে সাহাবীদের নাম তুলে বিয়ের আগে সম্মানজনক প্রেমকে জায়েজ বানিয়ে দিল। আর সাহাবীদের ব্যাপারে, আল্লাহর নবী ও আউলিয়াদের ব্যাপারে তার কথা বলার ধরণ নিয়ে আর কিছু না-ই বা বললাম।

- ভ্রান্ত নৌমান আলী খান এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ইসলাম-পূর্ব মদিনাকে তুলনা করেছে "লাস ভেগাস"এর সাথে। সে এখন কী পরিমাণ বাড়িয়ে-চাড়িয়ে কথা বলে এই একটা কথা শুনেই স্পষ্ট হয়ে যাওয়া উচিত। ইসলামপূর্ব আরবে জাহেলিয়াত ছিল, কিন্তু সেটাকে কোনোভাবেই আমেরিকার নষ্ট লাস ভেগাসের সাথে তুলনা দেওয়া চলে না। এ যুগের তরুণদেরকে আকৃষ্ট করতে গিয়ে ইতিহাসকে প্রচণ্ড ভুলভাবে উপস্থাপন করছে সে। তখনকার সমাজ আসলে কেমন ছিল? হিন্দ (রা) এর একটা কথা থেকেই সেটা জানতে পারবেন। হিন্দ (রা) যখন আল্লাহর রাসূল (সা) এর কাছে বাইয়াত দিতে এলেন, তখন একটা শর্ত ছিল এরকম, তারা কখনও যিনা-ব্যভিচার করবে না সেটার উপর বাইয়াত দেওয়া। হিন্দ এ কথা শুনে চমকে ওঠেন! বিস্ময়ের সাথে জিজ্ঞেস করলেন, "ইয়া রাসূলুল্লাহ! একজন স্বাধীন নারী কি যিনা করতে পারে?" তাঁর এই প্রশ্ন থেকেই বোঝা যায়, তারা মুশরিক ছিল, অজ্ঞ ছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে আখলাক ছিল, হায়া ছিল, শালীনতা ছিল। লাস ভেগাসের মত প্রকাশ্যে তারা অশ্লীলতার চর্চা করত না।

একটা সময় ছিল যখন নৌমান আলী খান চমৎকার সব লেকচার দিত। সিরিয়াস ভঙ্গিতে দাওয়াহ দিত। এক ভাই যিনি আগে তার লেকচার শুনতেন বলেন, সে আগে ফেসবুকে মেয়েদের অ্যাড করতে পর্যন্ত নিষেধ করেছে। চিন্তা করুন, ফেসবুকে মেয়ে অ্যাড করা হারাম কাজ না, তবু তাক্বওয়ার শিক্ষা দেওয়ার জন্য, আল্লাহর ভয় শেখানোর জন্য সে কাজটা করতে নিষেধ করেছিল। আর এখন সে "রেসপেক্টফুল কোর্টশিপের" কথা বলতেও দ্বিধা করে না। তার দাড়ি ছোটো হয়ে গেছে। বছরে বছরে তাকে এখন নতুন চুলের স্টাইল নিয়ে, নতুন নতুন ফ্যাশনে হাজির হতে দেখা যায়। এক সময় যে মানুষকে স্ট্রিক্টভাবে দ্বীনের কথা শেখাত, এখন সে দ্বীনের কথা বলার সময় নায়ক-নায়িকাদের মত হাত-পা নেড়েচেড়ে অভিনয় ছাড়া কথা বলতে পারে না, জোকস ছাড়া দ্বীনের দাওয়া দিতে পারে না। এমনকি সাহাবীদের কথা বলার সময় পর্যন্ত তার 'ফান' করা চাই! দ্বীনের ব্যাপারে এত জ্ঞান থাকা সত্তেও সে দ্বীনকে নিজের ইচ্ছামত পরিবর্তন করছে। ইসলামের অত্যন্ত বেসিক ব্যাপারগুলো নিয়ে নিজের মত ব্যাখ্যা দিচ্ছে। নিশ্চয়ই তাকে আল্লাহর কাছে এ সবের জন্য জবাব দিতে হবে।

আল্লাহ তাকে অনেক নিয়ামত দিয়েছেন, কুরআনের জ্ঞান দান করেছেন। সুতরাং দ্বীনের ব্যাপারে সত্য কথা বলা, সঠিক শিক্ষা দেওয়া তার জন্য দায়িত্ব। তেমনি আমাদের উপরও কিছু দায়িত্ব আছে। যদি কোনো আলেম দ্বীনের নামে মিথ্যাচার করে, জ্ঞান থাকা সত্তেও ভুল শিক্ষা দেয়, নিজের সুবিধামত দ্বীনকে পরিবর্তন করে ফেলে, তাহলে তার ব্যাপারে সতর্ক করতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা কুরআনে এমন কিছু মানুষের কথা উল্লেখ করেছেন, যারা আল্লাহর ব্যাপারে জ্ঞান পাওয়ার পরেও নিজের নফসের অনুসরণ করে, ফলে তারা পথভ্রষ্ট হয়ে যায়।

"আর আপনি তাদেরকে শুনিয়ে দিন, সে লোকের অবস্থা, যাকে আমি নিজের নিদর্শনসমূহ দান করেছিলাম, অথচ সে তা পরিহার করে বেরিয়ে গেছে। আর তার পেছনে লেগেছে শয়তান, ফলে সে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে। অবশ্য আমি ইচ্ছা করলে তার মর্যাদা বাড়িয়ে দিতাম সে সকল নিদর্শনসমূহের দৌলতে। কিন্তু সে যে অধঃপতিত এবং নিজের নফসের অনুগামী হয়ে রইল। সুতরাং তার অবস্থা হল কুকুরের মত; যদি তাকে তাড়া কর তবুও হাঁপাবে আর যদি ছেড়ে দাও তবুও হাঁপাবে। এ হল সেসব লোকের উদাহরণ; যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে আমার নিদর্শনসমূহকে। অতএব, আপনি বিবৃত করুন এসব কাহিনী, যাতে তারা চিন্তা করে।" [সূরা আরাফঃ আয়াত ১৭৫-১৭৬]

এই ধরণের আলেম থেকে আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুক । হে আরশের রব, আল্লাহুম্মা আমীন...

বক্তব্যের লিংক----https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=wtlh2bn2u1E

নোমান আলি খান কর্তৃক সাহাবিদের উপর অপবাদ ও তার জবাব! (পর্ব-০২)

সহীহ-আকিদা(RIGP) 5 months ago read online articles, অজ্ঞ ব্যাক্তির কাছে ঈল্ম নেওয়া সম্পর্কে, নুমান আলি খান সম্পর্কে:-
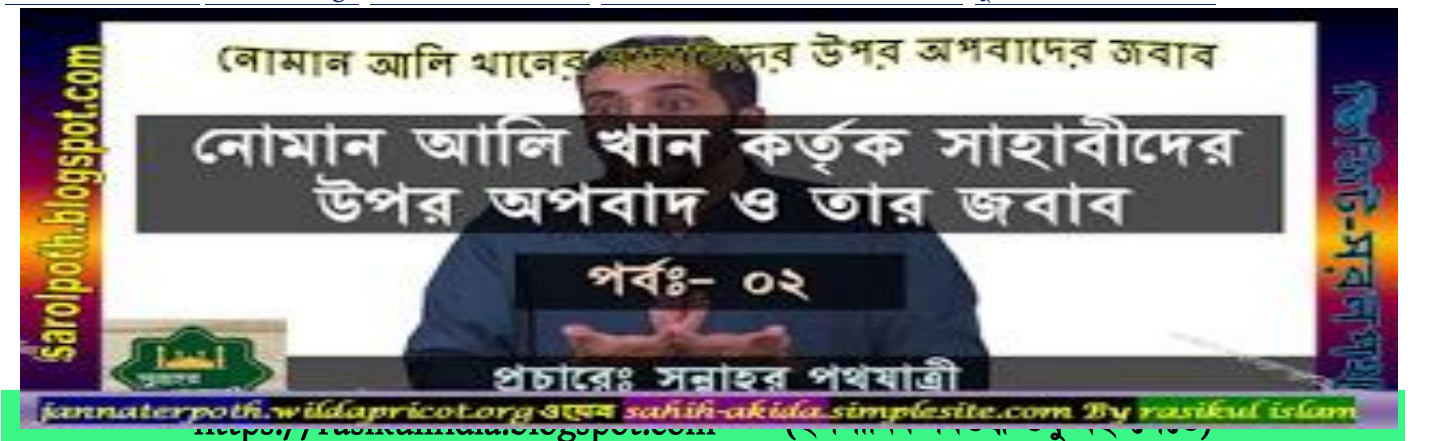
- নোমান আলি খান কর্তৃক সাহাবিদের উপর অপবাদ ও তার জবাব! (পর্ব-০২)
- নোমান আলী খান নিয়ে আমাদের পেজে যে দুইটি পোস্ট প্রকাশিত হয়েছিল, সেই ব্যাপারে বেশ বিতর্ক হয়েছে, অনেকেই ভিন্ন মত পোষণ করেছেন,কেউবা কমেন্ট বক্সে গালি ছুড়েছেন!

যাহোক, মানুষ ভিন্ন মত পোষণ করতেই পারে। তবে ভিন্নমত পোষণ করলে দলিল সহকারে করা উচিত। সাহাবী-সাহাবিয়াতরা দীর্ঘদিন ধরে একসাথে কো-ওয়ার্ক করেছেন, বিজনেস পার্টনারশিপ করেছেন, একে-অপরকে প্রস্তাব দেওয়ার সময় খুব ক্যাজুয়ালি, "hey, I like you" জাতীয় কথাবার্তা বলেছেন, কিংবা বিয়ের আগে বেশ ভালো সময় নিয়ে "রেসপেক্টফুল কোর্টশিপ" করে মন দেওয়া-নেওয়া করেছেন! এরকম কোনো প্রমাণ কেউ দেয় নি।

একজনকে দেখলাম লম্বা একটা নোট লিখেছেন তাদের কথিত উস্তায কে ডিফেন্ড করতে যিনি লিখেছেন তিনি একাধিক দলিল দিয়ে দুটো বিষয় খুব স্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছেন!

১. সাহাবিরা সাহাবিয়াতদের বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন।

২. বিয়ের আগে তারা প্রসপেকটিভ স্পাউস এর চেহারা দেখেছেন।

সমস্যা হচ্ছে, বিতর্ক এই বিষয়ে না। একজন সাহাবী, সাহাবিয়াতকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন, বিয়ের আগে চেহারা ভালো করে দেখে নিয়েছেন, বিতর্ক এটা নিয়ে না। অবশ্যই একজন মুসলিম পুরুষ একজন মুসলিম নারীকে বিয়ের প্রস্তাব দিতে পারেন, তার চেহারা দেখে নিতে পারেন, এমনকি তার সাথে কথাও বলতে পারেন। আমি জানিনা তিনি এই দলিলগুলো দিয়ে আসলে কী প্রমাণ করতে চেয়েছেন। বিতর্ক হলো সাহাবিরা সাহাবিয়াতদের সাথে ক্যাজুয়ালি মেলামেশা করেছেন, দীর্ঘ পরিচয় ছিলো, তারপর তারা খুব ক্যাজুয়ালি বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন (যেটা জাহিলরা করে থাকে) -- এই কথাগুলো নিয়ে, চেহারা দেখা বা বিয়ের প্রস্তাব দেওয়ার বিষয়ে না।

বিয়ের আগে প্রস্পেকটিভ স্পাউসদের মধ্যে কেমন ইন্টারএ্যাকশন হবে সেটা ইসলামে বেশ স্ট্রিক্ট। যেমন- মাহরামের উপস্থিতিতে কথাবার্তা বলা। ভাই ও বোনেরা, নিজেদের সাথে সৎ হোন। "নিজেদের মধ্যে চেনাজানা" হওয়া বলতে আমরা যেটা বুঝি, সেটার সুযোগ ইসলামে কি লাগামছাড়া ভাবে আছে? নিজেদের মধ্যে "চেনাজানা" হতে মানুষ আজকাল বছরের পর বছর লাগিয়ে দেয়। মাহরামের সামনে বসে দুই-চার বৈঠকে আর যাই হোক, "চেনাজানা" হয় না। হ্যাঁ, অবশ্যই ইসলাম আপনাকে অনুমতি দেয় আপনি প্রস্পেপেক্টিভ স্পাউসের সাথে কথা বলবেন, কিন্তু প্রচলিত সেন্সে "চেনাজানা" হওয়া যেটা বুঝায়, সেটার কাছেধারেও আমরা এমন কোনো কাহিনী সাহাবীদের মধ্যে পাই না। সে যুগটা ছিলো এমন যে "মেয়েদের নীরবতাকেই সম্মতি হিসেবে দেখা হতো।" এই যুগ বদলেছে, তার মানে এই নয় যে ইসলামের নীতিগুলোও বদলে যাবে।

আর অনেকেই বলছেন প্যারেন্টাল গাইডেন্সের কথা। আমরা যখন একটা কথা বলি, তখন আসলে কথাগুলো প্রচলিত সেন্সকে মাথায় রেখেই বলি। আমাদের এই সময়ে যখন ফ্রি-মিক্সিং এর বিষয়টাকে মানুষ খুব স্বাভাবিকভাবে নিয়েছে, তখন বিয়ের কথা উঠলে প্যারেন্টাল গাইডেন্সটা কেমন হয়? "তোমরা বসে গল্প করো, আমি চা বানিয়ে দিচ্ছি।" এই যদি প্যারেন্টাল গাইডেন্সের স্ট্যান্ডার্ড, আর তারপর যদি বলা হয় "কোর্টশিপ" রেসপেক্টফুল হলে কোনো সমস্যা নাই, তাহলে ফিতনার দরজা কি খুলে যায় না?

আমাদের প্যারেন্টসরা কয়জন ইসলামী নিয়মনীতিগুলো কঠোরভাবে মেনে চলেন যে প্যারেন্টাল গাইডেন্স এর হাতে বিষয়টা তুলে দিয়ে এত সিরিয়াস একটা বিষয়কে হালকা বানিয়ে ফেলা যায়? নোমান আলী খান নিজেই এই লেকচারে অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে নাসিহা দিয়েছে, কেন? কারণ অভিভাবকদের বুঝে সমস্যা আছে, অথচ পরবর্তীতে তিনি নিজেই বিষয়টাকে "প্যারেন্টাল গাইডেন্সের" হাতে ছেড়ে দিলেন, এই পরিস্থিতিতে ইসলামের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা উল্লেখ করার প্রয়োজন মনে করলেন না, পুরো বিষয়টাকে জোকস করে হালকা করে ফেললেন। অথচ প্রশ্নকর্তা খুব স্পষ্টভাবে বিয়ের প্রস্তাবের সময় ইসলামের নীতিমালাগুলোই জানতে চেয়েছিল।

দলিল দেখাতে না পারলেও, অনেকে এমন দাবি করেছেন যে "হেই, আই লাইক ইউ" টাইপ কথা বলা নাকি ওয়েস্টার্ন কালচার, ওয়েস্টার্ন অডিয়েন্সের কথা মাথায় রেখেই উনি এভাবে বলেছেন, এটাতে তারা কোনো সমস্যা পান নি।

দীর্ঘদিন যাবৎ লন্ডনে থাকা এক দ্বীনী বোন বলেছেন- এই লন্ডনের কালচারেও যদি কেউ কাউকে বিয়ের প্রস্তাব দেওয়ার জন্য "হেই, আই লাইক ইউ" বলে, সেটা আর যা-ই হোক, কোনোভাবেই মার্জিত আচরণ না। কথাটা শুনতে হয়ত "cool" লাগতে পারে, কিন্তু এটা কোনোভাবেই Dignified আর Respectful attitude হিসেবে এখানেও গণ্য হয় না। আর একজন সাহাবী আরেকজন সাহাবিয়াতকে এরকম অসভ্যের মতো প্রপোজ করেছেন এটা চিন্তাই করা যায় না। কারো কাছে যদি এই টাইপ কথাবার্তা খুব "নরমাল" মনে হয়, তাহলে বুঝতে হবে যে, পশ্চিমা

নির্লজ্জতার কালচারে সে এতটাই প্রভাবিত হয়ে পড়েছে যে, মার্জিত আচরণ আর শিষ্টাচার কী জিনিস সেটাই সে জানেনা। যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নিই, এটাই বিদেশী কালচার, তবু শরীয়াহর নিয়ম উরফ বা প্রথার ওপর প্রাধান্য পাবে। অনেকের কথা শুনে মনে হচ্ছে, আমরা যারা বিষয়টার প্রতিবাদ করছি, তারা যেন ইংলিশ ভাষাও ঠিকমতো বুঝি না বা ওয়েস্টার্ন কালচার সম্পর্কে ধারণা নেই।

এই লেকচারে নোমান আলী খান একটা ভয়াবহ আপত্তিকর কথা বলেছেন, যেটা অনেকেরই চোখ এড়িয়ে গেছে। সে বলেছে, "তোমার মেয়েরা যদি ঘরে বসে থাকে, তাহলে কে তাকে পছন্দ করবে?"
এভাবে চিন্তা করে বাংলাদেশের ট্রেডিশনাল কিছু মহিলা। মেয়েকে বিয়ের বাজারে তোলার জন্য তারা মার্কেটে, বিয়েবাড়িতে যাবার আগে ভালো করে একটু সাজিয়ে-গুজিয়ে নেয়, যেন সুপাত্রের "চোখে পড়ে যায়"। সুবহানআল্লাহ, ইসলাম এই কথা কবে বললো, কোথায় বললো, কার মুখ দিয়ে বললো যে মেয়েদের ঘরের বাইরে নিয়ে যেতে হবে যেন পাত্ররা তাদের বিয়ের জন্য পছন্দ করে? মেয়েদের ঘরের বাইরে কাজ করার যে ফেনোমেনা, এটা খুব পুরোনো নয়। তার আগে কি বিয়ে হতো না? আমাদের ট্রেডিশনাল ফ্যামিলিগুলো মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে অনেক অযাচিত বাড়াবাড়ি করে সেটা সত্যি, কিন্তু তার মানে কি এটা, যে বাইরে ছুটে পুরুষদের সামনে ঘুরঘুর করতে হবে?

এই কথার ইমপ্লিকেশন আপনারা কি ভেবে দেখেছেন? মেয়েদেরকে কো-এডুকেশন স্কুলে যেতে হবে, পুরুষ সহকর্মীদের সাথে কো-ওয়ার্ক করতে হবে? এসব না করলে তার বিয়ে হবে না? আগে জানতাম, প্রয়োজন ছাড়া মেয়েদের ঘরের বাইরে কাজ না করাই উত্তম, এখন দেখছি বিয়ের বাজারে নিজেকে ওঠানোর জন্য কো-ওয়ার্কিং শুরু করতে হবে! সুবহান আল্লাহ, যখন প্রয়োজন ছিল কো-ওয়ার্কের ফিতনা থেকে বোনদের সতর্ক করা, যখন দরকার ছিল বিয়ের আগে পাত্র-পাত্রীর "চেনাজানার" নামে যতো প্রেম-প্রীতি হয়, ফিতনা হয়, সেসবের ব্যাপারে বেশি বেশি সতর্ক করা, সেসব না করে নোমান আলী খান এটা কীসের লাইসেন্স দিলেন? ঘরের বাইরে কাজ করো, সহকর্মীদের সাথে পরিচিত হও, কথা বলো, সময় নিয়ে কোর্টশিপ করো -- এটাই কি ইসলাম শিক্ষা দেয় নারীদের?

নোমান আলী খানের ভালো ভালো কাজকে আমরা অস্বীকার করছি না। কেনই বা করব, যখন আমি নিজে তার লেকচার দিয়ে উপকৃত হয়েছি। আমার জীবনের ইসলামের সূচনা যাদের হাত দিয়ে আল্লাহ করেছেন তাদের মধ্যে এই নৌমান আলী খান একজন। কিন্তু আমার ভালোবাসা, আমার আলটিমেট লয়ালটি দ্বীনের প্রতি, ব্যক্তি নৌমান আলী খানের প্রতি নয়। কোনো মুসলিমই কোনো ব্যক্তিকে দ্বীনের ঊর্ধ্বে স্থান দিতে পারে না।

আমরা নবী ও সাহাবিদের ব্যাপারে খুব সাবধানে কথা বলি। মূসা আলাইহিস সালামের স্ত্রী মূসাকে পছন্দ করেছিলেন -- এরকম কোনো উক্তি আজ পর্যন্ত কোনো মুফাসসির করেছেন বলে আমার জানা নেই। যদি পছন্দ করেও থাকেন, আমি নিশ্চিত, শুধুমাত্র সম্মান আর মর্যাদার কথা মাথায় রেখে কোনো মুফাসসির এই ধরণের একটা অনুমান করা থেকে বিরত থেকেছেন। আর সেখানে নোমান আলী খান কুরআনের আয়াত থেকে এই ব্যাখ্যা পেলেন কোথায়? তবুও যদি ভদ্রতা আর সৌজন্যবোধ বজায় রেখে কথাটা বলতেন, তাহলে একটা কথা ছিলো। একজন নবীর স্ত্রীর ব্যাপারে এত ক্যাজুয়ালি কথা বলা কি আল্লাহর রাসূল আমাদের শিখিয়েছেন? He's kinda a nice guy -- এটা কোন ধরণের সম্মান? কী প্রয়োজনই বা ছিলো তাঁর ব্যাপারে এই টোনে কথা বলার? হাততালি আর হাসির রোল ছাড়া কী মিলেছে? ওয়েস্টের মুসলিমরা কি এতোই বুদ্ধিহীন যে নবী আর সাহাবাদের ব্যাপারে কথা বলার সময়ও ফানিভাবে কথা বলতে হবে? অভিনয় করে করে দেখাতে হবে?
সময়ের সাথে সাথে আমরা নোমান আলী খানকে একটু একটু করে বদলে যেতে দেখেছি। তার একটা লেকচারের দুটো লাইন শুনে বা একাংশ শুনেই আমরা তার সমালোচনা করি নি। ফ্রি মিক্সিং একটামাত্র ইস্যু না। এরকম আরো অনেক কিছুই আছে। যখন কোনো দ্বীনের দায়ীর কাছ থেকে এই ধরণের ভুল বার বার হতে থাকে, আর ভুলের মাত্রা বাড়তেই থাকে, সেটা তার অজ্ঞানতার কারণে হোক, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় হোক, সেই বিষয়ে সবাইকে সতর্ক করাটা গীবতের পর্যায় পড়ে না, বরং দায়িত্ব-কর্তব্য হয়ে যায়। যারা ইসলামের এলিমেন্টারি লেভেলটা শেষ করেছেন, তারা খুব ভালো করেই জানেন কখন গীবত করা হালাল হয়। দুঃখজনক ভাবে, অনেককেই দেখা যায়, অপছন্দের ব্যক্তির বিরুদ্ধে দেদারসে কথা বলে যাচ্ছে, আর পছন্দের ব্যক্তির বিরুদ্ধে কথা শুনলেই শোরগোল তুলতে থাকে "গীবত, গীবত করে!"
অন্যের অনুপস্থিতিতে তার দোষ বা ভুল বর্ণনা করা কখন প্রয়োজনীয় বা অনুমোদিত হয়ে যায়, সেটা জানতে চাইলে সোজা চলে যান ইমাম নববীর (রাহিমাহুল্লাহ) বিখ্যাত বই রিয়াদুস স্বলেহীনে। সেখানে ক্যাটাগরি উল্লেখ করে বিষয়টা আলোচনা করেছেন।

হাদীস শাস্ত্রের একটা বড় অংশই হচ্ছে বর্ণনাকারীদের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা নিয়ে। সেখানে একজন দাঈ প্রকাশ্যে ভুল করলে, তার সমালোচনা করা

যাবে না, এটা হতে পারে না। এই সমালোচনা ব্যক্তি-আক্রমণ নয়, বরং এটা দ্বীনের জন্য জরুরি। নোমান আলী খানের ব্যাপারে একাধিক আলেম ও শাইখ সমালোচনা করেছেন, সতর্ক করে দিয়েছেন। এমনকি নোমান আলী খানকে অনেকে ব্যক্তিগত ভাবে নাসীহা দিয়েছেন।

শেষ কথা,

বিয়ের আগে ফ্রি-মিক্সিং, চ্যাটিং ইত্যাদি এই ইস্যুগুলো নিয়ে আলিমগণের বিস্তারিত আলোচনা আছে, এবং তারা স্পষ্ট করেছেন যে বিয়ের আগে নারী ও পুরুষের মেলামেশায় নির্ধারিত সীমা আছে। যেই কাহিনীর কথা (মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম এর বিয়ে) এই লোক বা তার মতো অন্যান্যরা বলছে আলিমরা সেটা সম্পর্কে অনবহিত ছিলেন, এমন না।”

আমরা কেন নোমান আলী খানের সমালোচনা করছি, সে বিষয়ে যদি কেউ আন্তরিকভাবে জানতে চান, তাদের জন্য দুটো ভিডিও লিংক দেবো (কমেন্ট দ্রষ্টব্য)। আশা করি এটার জন্য সময় খরচ করার মানসিকতা তাদের আছে। ভিডিওটা শাইখ আবু মুসসাব ওয়াজদি আল আক্কারির। তিনি নিজেই একসময় নোমান আলী খানের লেকচার শোনার জন্য মানুষকে উৎসাহ দিতেন। পরবর্তীতে তিনি তার ভুলগুলো দেখে তাকে ব্যক্তিগত ভাবে পরামর্শ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। ফোনে কথা বলেছেন। কিন্তু এরপরেও কোনো সমাধান না হওয়ায় উম্মাহকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে কিছু কথা সরাসরি বলা জরুরি মনে করেছেন।

সবশেষে এটাই বলব, জীবিত মানুষ মাত্রই ভুল করতে পারে, কেউই ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। আর নোমান আলী খানের মত এত পরিচিত একজন দায়ী, যার লক্ষ লক্ষ অডিয়েন্স, সে যদি ইসলামের বেসিক বিষয়গুলো নিয়ে বার বার ভুল করতে থাকে, তাহলে সাবধান হতে হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহর দ্বীনের চাইতে দামী আর কিছুই নেই।

নোমান আলি খানের সাহাবিদের উপর অপবাদের জবাব --- পর্ব--০১

পশ্চিমা দেশের অসংখ্য ভ্রান্ত বক্তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন নোমান আলী খান।

সহীহ-আকিদা(RIGP) 5 months ago read online articles, অজ্ঞ ব্যাক্তির কাছে ঈল্ম নেওয়া সম্পর্কে, নুমান আলি খান সম্পর্কে:-

- পশ্চিমা দেশের অসংখ্য ভ্রান্ত বক্তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন নোমান আলী খান।

পশ্চিমা দেশের অসংখ্য ভ্রান্ত বক্তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন নোমান আলী খান। তাকে কুরআনের তাফসির বিশেষজ্ঞ বলা হয়।তার জনপ্রিয়তা ব্যাপক,তিনি বিভিন্ন জায়গায় তাফসিরের আলোচনা করে থাকেন,তাছাড়া বিষয় ভিত্তিক আলোচনাও করে থাকেন যা থাকে গল্প-গুজব,হাসিঠাট্টা খেল তামাশা,জাল হাদিস,উদ্ভট উদ্ভট তাফসিরে পরিপূর্ণ।যাহোক এই বক্তার ইলম বা কুরআন-হাদিসের বেসিক নলেজও নেই,তার আকিদা ও মানহাজ ভ্রান্ত।তাসত্ত্বেও কিছু ভাই হয়ত তার সম্পর্কে না জানার কারনে তার লেকচার শুনে ও শেয়ার করে,এই ধরণের ভাইরা ফেইসবুক টুইটারে যা পায় তাই শেয়ার করে দেয়,যারা একটু ইউনিক আবেগি বা লুলামি কথা বলে হাসায়-কাঁদায় তাদের ভিডিও শেয়ার করার জন্য ব্যকুল হয়ে পরে।তাদেরকে যদি বিষয়টি অবগত করানো হয় তাহলে তারা বলে এই লোক কি ভ্রান্ত কথা বলে আগে জানান তারপর দেখব। তাই এরই পরিপ্রেক্ষিতে নোমান আলী খানের কিছু বিভ্রান্তমূলক বক্তব্য পেশ করা হল ।

(১) নোমান আলী খানের কাছে আকিদার কোন গুরুত্ব নেইঃ

নোমান আলী খান আকিদা নিয়ে ব্যাঙ্গ করে ,মানুষকে আকিদার গুরুত্ব থেকে সরিয়ে আনার জন্য সে একটা কাহিনী বলে-

এক মহিলা তাকে বলে আপনার উচিত মানুষকে বলা যে তারা যাতে সঠিক আকিদা শিখে,তারপর ওই মহিলা নোমান আলী খানকে একটি বই দেখিয়ে বলে এটা একটি আকিদার বই আপনার এটা শিখান উচিত যাতে তারা সঠিক তাওহিদে উলুহিয়াহ,রুবুবিয়াহ ও আসমা-ওয়াসসিফাত সম্পর্কে জানে কারন লোকেরা অনেক শিরক করে ,কারন তাদের আকিদা সঠিক নয়।

এই কথা বলায় নোমান আলী খান ব্যঙ্গ করে বলা শুরু করে যে, "এটা কি কুরআন না সূরা ?

মহিলা বলেঃ আপনি কি আকিদা সম্পর্কে জানতে চান না ?

নোমান আলী খান বলেঃ না, আমার জানার প্রয়োজন নেই।আমি আকিদা সম্পর্কে খুজলাম কোথাও পেলাম না ,এটা যদি এতই গুরুত্বপূর্ণ হয় তাহলে এটি কথায় আছে?

লিংকঃ https://www.youtube.com/watch?v=mYoXqtIjkH4&feature=youtu.be

জবাবঃ-

ইসলামে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গুলোর অন্যতম হল "আক্বিদাহ"! যারা আকিদার ব্যাপারে কোন গুরুত্ব প্রদান করে না এবং বলে, ঈমান খাকাই যথেষ্ট - তাদের ব্যাপারে শাইখ সালিহ আল ফওযান হাফি. বলেন,

“এটা বিরোধপূর্ণ বক্তব্য কারণ সঠিক আক্বিদাহ ব্যতীত ঈমান কোন ঈমানই নয়। এবং যদি আক্বিদাহ বিশুদ্ধ না হয়, তাহলে সেখানে কোন ঈমানই নেই, এবং কোন দ্বীনও নেই।”

[ফাতাওয়া আস-সিয়াসাহ আশ-শা’রীয়াহ, প্রশ্ন-১]

-বিংশ শতাব্দীর সশ্রেষ্ঠ আলেমেদ্বীন আল্লামাহ বিন বায রহিমাহুল্লাহ বলেন,

ال شوي عر ب عناية ب از لاب ن الدرب على نور ف تاوى

الملة وأساس الدين أصل وهي أمور،ال أهم الع قيدة

আক্বিদাই হল উত্তম জিনিস, এবং এটাই দ্বীনের মূল এবং ইহাই হল ধর্মের মূল ভিত্তি।

-স্বনামধন্য আলেমদ্বীন ড.আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রাহ: তার লিখিত "ইসলামী আক্বিদাহ" নামক বইতে বলেন-

‘আকিদা’ শব্দটি প্রায়ই ঈমান ও তাওহীদের সঙ্গে গুলিয়ে যায়। মূলত অস্বচ্ছ ধারণার ফলে এমনটা হয়।

প্রথমত, ঈমান সমগ্র দ্বীনকেই অন্তর্ভুক্ত করে। আর আকিদাহ দীনের সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে।

দ্বিতীয়ত, আকিদার তুলনায় ঈমান আরও ব্যাপক পরিভাষা। আকিদাহ হলো কিছু ভিত্তিমূলক বিষয়ের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসের নাম।

অন্যদিকে ঈমান শুধু বিশ্বাসের নাম নয়;বরং মৌখিক স্বীকৃতি ও কর্মে বাস্তবায়নের মাধ্যমে তার বাস্তব প্রতিফলনকে অপরিহার্য করে দেয়। সুতরাং ঈমানের দুটি অংশ।

একটি হলো অন্তরে স্বচ্ছ আকিদাহ পোষণ। আরেকটি বিষয় হলো বাহ্যিক তৎপরতায় তার প্রকাশ। এ দুটি পরস্পরের সঙ্গে এমনভাবে সংযুক্ত যে কোনো একটির অনুপস্থিতি ঈমানকে বিনষ্ট করে দেয়।

তৃতীয়ত, আকিদা হলো ঈমানের মূলভিত্তি। আকিদাব্যতীত ঈমানের উপস্থিতি তেমন অসম্ভব, যেমনিভাবে ভিত্তি ব্যতীত কাঠামো কল্পনা করা অসম্ভব।

-শাইখুল ইসলাম ঈমাম ইবনে তাইমিয়াহ রাহ. বলেন-

ক্বোরআন, ছুন্নাহ্ ও ছালাফে সালিহীনের (رضوان الله عليهم أجمعين) ঐকমত্যের বিরোধী প্রতিটি ‘আক্বীদাহ্-বিশ্বাস ও ‘ইবাদাহ্ হলো বিদ‘আত। যেমন- খারিজী, রাফিযী, ক্বাদরিয়াহ্, জাহ্মিয়াহ্ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের কথা-বার্তা ও আক্বীদাহ্-বিশ্বাস হলো বিদ‘আহ্। মজলিশে তবলা ও গান-বাজনার মাধ্যমে ‘ইবাদত করা, দাড়ী শেইভ বা মুন্ডানোর মাধ্যমে, গাজা বা নেশা জাতীয় দ্রব্য পানের মাধ্যমে আল্লাহর ‘ইবাদত বা নৈকট্য কামনা করা ইত্যাদি কর্মকান্ড, যেগুলো ক্বোরআন-ছুন্নাহ্র বিরোধীতাকারী বিভিন্ন দল ও সম্প্রদায়ের লোকেরা করে থাকে- এ সবই হলো বিদ‘আত। (ফাতাওয়া ইবনু তাইমিয়াহ্- ১৮/৩৪৬)

(২) ঈমানের রুকন ছয়টি তার মধ্যে একটি হল "আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস"!

নোমান আলী খানের কাছে "আল্লাহ্ কোথায়" এ সম্পর্কে জানার কোন গুরুত্ব নেই।

নোমান আলী খান তার কোন এক বক্তব্যে বলেন, লোকে আমাকে জিজ্ঞেস করে আল্লাহ্ কোথায়? তিনি সাত আসমানের উপর না সবজায়গায় বিরাজমান ?(তারপর সে বলে) এই প্রশ্ন কি আল্লাহ্ করেছেন ? সাহাবিরা এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছেন ? আমাদের এই বিষয় দমন করতে হবে। (ইন্নানিল্লাহ)

অজ্ঞ ব্যাক্তির কাছে ঈল্ম নেওয়া সম্পর্কে

লিংকঃ https://www.youtube.com/watch?v=E7kyeQUyWMo

জবাবঃ-

আমরা প্রথমেই আল্লাহ কোথায় এবং আল্লাহর অবস্থান সম্পর্কে সালাফগন কেমন আকিদাহ রাখতেন সেটা তুলে ধরব!

ক. ইমাম মুহাম্মদ বিন ইসহাক ইবন খুযাইমাহ (২২৩ - ৩১১ হিজরি) রহিমাহুল্লাহ বলেন:

ت اب ف إن ي س ت تاب الدم، حلال ب رب ه، كاف ر ف هو سمواته، س بع ف وق عر شه، على وجل عز الله ب أن ي قر ل م من.

لا ف ي ئا ماله وكان ج ي ف ته، رائ حة ب ن تن المعاهون و لا المسلمون ي تأذى لا ح تى المزاب ل ب عض على وأل قي ع ن قه، ضرب ت وإلا ال كاف ر و لا ال كاف ر المسلم ي رث لا " و سلم عل يه الله صلى ال ني ق ال كما ال كاف ر، ي رث لا المسلم إذ المسلمين، من أحد ي رث ه المسلم "

.

"যে ব্যক্তি এই স্বীকারোক্তি দেয় না যে: আল্লাহ আযযা ওয়াজাল্লা তাঁর সাত আসমানের ঊর্ধ্বে তাঁর আরশের উপর; তবে সে তার রবের প্রতি কাফির। তার রক্ত হালাল। তাকে তাওবা করতে বলা হবে। যদি সে তাওবা করে (তবে ভালো) অন্যথায় তার শিরোচ্ছেদ করা হবে এবং কোন একটি নর্দমায় তাঁকে নিক্ষেপ করা হবে যেন লাশের দূর্গন্ধে মুসলিম এবং চুক্তিবদ্ধরা (যিম্মি) কষ্ট না পায়। আর, তার সম্পদ 'ফাই' হিসেবে গণ্য হবে এবং কোন মুসলিম এটি উত্তরাধিকারসুত্রে লাভ করবে না। কেননা মুসলিম কাফিরের উত্তরাধিকার লাভ করে না। যেমন নবি সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "মুসলিম কাফিরের উত্তারিধারী হয় না এবং কাফির মুসলিমের উত্তরাধিকারী হয় না।"

.সনদসুত্র:

ইমাম ইবন খুযাইমা থেকে এটি বর্ণনা করেছেন আল-হাকিম আন-নাইসাবুরি তার "আত-তারিখ" গ্রন্থে, শায়খুল ইসলাম আবু 'উসমান আস-সাবুনি তার "আক্বিদাতুস সালাফ আসহাবিল হাদিস" গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ৯), হাফিয আয-যাহাবি তার আল-'উলু গ্রন্থে (বর্ণনা ৫২৮)।

খ. আল্লাহতালা আরশের উপর নন বরং সব জায়গায় বিরাজমান এমন আকিদাধারী ব্যক্তির হুকুম সম্পর্কে

ইমাম আবু হানিফাহ রাহঃ বলেন, 'যে ব্যক্তি বলে যে, জানি না আমার প্রতিপালক আকাশে আছেন নাকি পৃথিবীতে?

সে অবশ্যই কাফের হয়ে যায়!যেহেতু আল্লাহ বলেন, "দয়াময় আল্লাহ আরশে আরোহণ করলেন।"

আর তাঁর আরশ সপ্তাকাশের উপরে। আবার সে যদি বলে, 'তিনি আরশের উপরেই আছেন', কিন্তু আমি 'জানি না যে, আল্লাহর আরশ আকাশে নাকি জমিনে?তাহলেও সে কাফের!কারণ সে একথা অস্বীকার করে যে, তিনি আকাশের উপর আছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি তাঁর আরশে থাকার কথা অস্বীকার করে, সে অবশ্যই কাফের হয়ে যায়। যেহেতু আল্লাহ সকল সৃষ্টির ঊর্ধে আছেন এবং উপর দিকে মুখ করে তাঁকে ডাকা হয়(দু'আ করা হয়), নিচের দিকে মুখ করে নয়'।

শারহুল আক্বীদাতিত্ব ত্বাহাবিয়াহ ৩২২ পৃ,আল ফিকহুল আবসাত্ব ৪৬ পৃ, ইতিক্বাদু আইম্মাতিল আরবাআহ ১/৬।

গ. "আল্লাহ কোথায়" এ প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করা কি অবান্তর?

উত্তর: না এ প্রশ্ন টি ইমানের সাথে সম্পৃক্ত! কেননা

রাসুল সাল্লাললাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা এক দাসীকে জিজ্ঞেস করেছিলেনঃ বলতো আল্লাহ্ কোথায়? তখন ঐ দাসী বলেছিলেন, আসমানের উপরে!

তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার জিজ্ঞেস করলেন বলতো আমি কে?

ঐ মেয়েটা তখন বলল,আপনি আল্লাহর রাসুল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)!

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন দাসীর মালিককে বললেন- তুমি তাকে মুক্ত করে দাও। কারণ সে মু'মিনা । (সহিহ মুসলিম)

এছাড়াও "আল্লাহ্ কোথায়" এ সম্পর্কে কুরআনে অনেক আয়াত আছে।

যেমন-সূরা রাদঃ ০২,

ইউনুসঃ ০৩,

তহাঃ ০৫

ফুরকানঃ ৫৯,

সাজদাহঃ ৫৪ ইত্যাদি ।

সুতরাং "আল্লাহতালা আসমানের উপরে আছেন" এই আক্বিদাহ রাখা হল ঈমান আর এর বিপরীত আক্বিদাহ পোষণ করা হল কুফর! এ প্রসঙ্গে আরেকটা কথা না বললেই নয় তা হল,মহান আল্লাহতালা আসমানের উপর 'কি হালতে আছেন অথবা তিনি কিভাবে উঠেছেন' এমন প্রশ্ন করাটা বিদায়াত!

আহলুস সুন্নাহর ইমাম মালেক (রাহ:) কে একবার প্রশ্ন করা হলো,.

{الرَّحْمَنُ عَلَى العَرْشِ اسْتَوَى.

পরম দয়াময় আরশের উপর উঠেছেন, এর তাফসির সম্পর্কে আপনি কী বলেন?

এই উপরে উঠেছেন তা কীরূপ?

এই প্রশ্ন শুনে তিনি খুবই দুঃখিত হলেন এবং মাথা নত করে মাটির দিক তাকিয়ে রইলেন। তিনি এত আশ্চর্য হলেন যে তাঁর কপাল ঘর্মাক্ত হয়ে উঠল। অতঃপর তিনি বললেন-

ا لک یف منه غ یر معقول و ا لاس تواء منه غ یر مجهول و ا لإي مان ب ه واجب و ا لسؤال عنه ب دعة.

তার স্বরূপ অবোধগম্য,এবং তার উপরে উঠা অজ্ঞাত নয়(বরং জ্ঞাত),এবং তাতে ঈমান আনা ওয়াজিব,এবং তার ব্যাপারে প্রশ্ন করা(সেটা কেমন/কিভাবে/ধরণ ইত্যাদি জিজ্ঞেস করা) বিদ'আহ"।

[শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী(রাহ:), বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন,পৃ:২১; ইফাবা]

(৩) নোমান আলী খানের কাছে বিদআত থেকে মানুষকে সতর্ক করার গুরুত্ব নেইঃ

নোমান আলী খান বলে, "যখন আমার কাছে কোন লোক আসে এবং জিজ্ঞেস করে মিলাদুন্নাবি সম্পর্কে আপনার মতামত কি ?আমি বলি,মিলাদুন্নাবি সম্পর্কে আমার কোন মতামত নেই,কারন এটা কোন সমস্যা না সমস্যা হল আমাদের বাচ্চারা মাদকাসক্ত হয়ে পড়ছে ,বাচ্চারা ইসলাম ছাড়ছে ,এটি সমস্যা।

জবাবঃ

আমরা আগেই বলেছিলাম এই লোকের ইসলামের বেসিক নলেজই নেই,ইসলামের রুকণ সম্পর্কে জ্ঞান নেই, না আছে ঈমানের ভিত্তি সম্পর্কে জ্ঞান, তবুও সে মুফাসসিরে কুরআন (!)

মিলাদুন্নাবী নাকি কোন সমস্যা না? আমাদের নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ,"প্রত্যেক বিদআতই পথভ্রষ্টতা এবং প্রত্যেক পথভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম"।

তাছাড়া "মিলাদুন্নবী যে বিদায়াত" এর পক্ষে আহলুস সুন্নাহর উলামায়ে ক্বিরামের ভুরি ভুরি ফতওয়া রয়েছে, কিন্তু পোস্ট বড় হয়ে যাচ্ছে তাই এখানে উল্লেখ্য করলাম না! আপনারা আলেমদের ফতওয়া,লিখনি,বক্তব্য থেকে বিস্তারিত জেনে নিবেন!

(৪) কুরআনের আয়াত বা শব্দ বিকৃতকরণে নোমান আলী খানঃ

নোমান আলী খান একটি কাহিনী বর্ণনা করেন,আর তা হল -

এক সাহাবীর কাছে এক নওমুসলিম আসলো!

সাহাবী নওমুসলিমকে কুরআন শিক্ষা দিচ্ছিলেন তখন নওমুসলিমের "মুশরিকিন" শব্দ উচ্চারনে সমস্যা হচ্ছিল! তিনি বার বার মুছরিকিন উচ্চারন করছিলেন (ভুল উচ্চারন করছিলেন) ,পরে নাকি সাহাবী বললেন তুমি এর পরিবর্তে এটা "ফুজার" মুখস্ত কর।

নোট:- কত বড় জঘন্য কথা,সাহাবিদের সম্পর্কে মিথ্যা অপবাদ,কুরআনের যেকোন শব্দ বা আয়াত পরিবর্তন বা সংযোজন করা কুফরি তা হয়ত বক্তা সাহেব জানেন ই না!

লিংক- https://www.youtube.com/watch?v=BlBT9WKA7to&feature=youtu.be

জবাবঃ

মহান আল্লাহ্তালার মাত্র একটি আয়াত ই যথেষ্ট! তিনি বলেন,

" যারা আমার আয়াতসমূহকে বিকৃত করে তারা আমার অগোচর নয়। শ্রেষ্ঠ কে? যে ব্যক্তি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে সে, নাকি যে কিয়ামাত দিবসে নিরাপদে থাকবে সে? তোমাদের যা ইচ্ছা তা কর; তোমরা যা কর তিনি তার দ্রষ্টা।" সূরা ৪১-ফুসসিলাতঃ৪০

(৫) নোমান আলী খান বিদাতিদের সাথে উঠাবসা করে,তার হিরো তারিক জামিল! এই বিদাতি তারেক জামিল কে সে "উস্তায" উপাধি দিয়েছিল! প্রমাণ স্বরুপ নোমান আলী খানের ফেইসবুক পেজ ভিজিট করতে পারেন!

জবাব-

নোমান আলী খান যেহেতু সালাফদের বিপরীত মানহাজ অনুসরণ করে সেহেতু বিদাতিদের সাথে উঠাবসা চলবেই।তার হিরো হল পাকিস্তানের প্রখ্যাত বিদআতি তারিক জামিল। এই তারিক জামিলের ভণ্ডামি আপনাদের জানা আছে,কারো জানা না থাকলে জানাবেন বা ইউটিউবে তার কুফুরি বক্তব্যগুলো অহরহ পাবেন। যেমনঃ তারিক জামিল বলেছিল ,রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর জানাজা নাকি আল্লাহ্ পরিয়েছেন (নাউযুবিল্লাহ),মাযারে দোয়া করা ইত্যাদি ।

বিদাতিদের প্রশংসা, তাদের সাথে উঠা বসা,তাদের বক্তব্য শোনা যাবে কিনা এ প্রসঙ্গে

মাত্র তিনটি উক্তি পেশ করছি, এতেই স্পষ্ট বুঝে যাবেন আমাদের সালাফগন কতটা কঠোর ছিলেন এবিষয়ে -

ক. ইমাম ইবনু সীরীন (রহিমাহুল্লা-হ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়:— "আহলুল হাওয়াদের (বিদাতিদের) বক্তব্য শোনার ব্যাপারে আপনার অভিমত কি?" তিনি জবাব দিলেন:— "আমরা ওদের বক্তব্যও শুনিনা এবং ওদেরকে সম্মানও করি না।"

[সিয়ার আ'লাম নুবালা: ৪/৬১১]

খ. প্রখ্যাত তাবেয়ী ইমাম হাসান আল-বাসরী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন:— "বিদাতি ও আহলুল হাওয়াদের সাথে বসবে না, তাদের সাথে তর্ক করবে না, তাদের কথাও শুনবে না।"

[দারেমীর সুনানে বর্ণিত হয়েছে (১/১২১)]

○

গ. ইমাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন, “যে ব্যক্তি বিদআ’তীদের প্রতি সু-ধারনা রাখে এবং এই দাবি করে যে, তাদের অবস্থা অজ্ঞাত, তাহলে তাকে তাদের (বিদআ’তীদের) অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত করতে হবে। সুতরাং, সে যদি বিদআ'তীদের ব্যপারে বিরোধী মনোভাবাপন্ন না হয়, এবং তাদের প্রতি প্রতিবাদমূলক মনোভাব প্রকাশ না করে, তাহলে তাকেও বিদআ’তীদেরই মতাবলম্বী ও দলভুক্ত বলে জানতে হবে।” মাজমুয়া ফাতাওয়াঃ ২/১৩৩।

{৬} নোমান আলী খান বলেন, আমাদের কাফিরদেরকে ভালবাসতে হবেঃ

লিংক- https://www.youtube.com/watch?v=mexXfJg5UJE

○

জবাব-

ঈমান ও আকিদার মৌলিক নীতিমালার অন্তর্ভুক্ত হল "আল অলা ওয়াল বারা"

প্রত্যেক মুসলমান ইসলামী আকিদাহ পন্থিদের সাথে মিত্রতা পোষণ ও আকিদার বিরোধীদের সাথে বৈরতা পোষণ করা ইসলামী আকিদা-মতাদর্শের মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত।

○

আল্লাহ্ বলেছেন,

"হে মুমিনগণ ! তোমরা ইয়াহুদি ও খ্রিস্টানদেরকে মিত্ররূপে গ্রহণ করনা,তারা পরস্পর বন্ধু,আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাদের সাথে মিত্রতা করবে নিশ্চয় সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। {সূরা মায়িদাহঃ৫১}

কাফিররা নিকটাত্মীয় হলেও তাদের সাথে মিত্রতা রাখা যাবে না

"হে মুমিনগণ ! তোমরা নিজেদের পিতা ও ভাইদেরকে মিত্ররুপে গ্রহণ করনা যদি তারা ঈমানের পরিবর্তে কুফরকে পছন্দ করে।আর তোমাদের মধ্য হতে যারা তাদের সাথে মিত্রতা রাখবে,বস্তুতঃ অইসব লোকই হচ্ছে জালিম। {সুরাঃ তাওবাঃ২৩}

(৭) জাল হাদিস প্রচারে নোমান আলী খানঃ

লিংক- https://www.youtube.com/watch?v=YrzBpURMbC4&feature=youtu.be

এর পরেও কি প্রশ্ন আসে যে,তার থেকে ইলম নেয়া যাবে কিনা ?

এর পরেও কি তার লেকচার শুনবেন ?

এর পরেও কি তাকে প্রমট করবেন ?

○

নোমান আলী খান একেবারেই অজ্ঞ ব্যক্তি ,তার ইসলাম সম্পর্কে বেসিক নলেজই নেই।তার উক্ত ভুল ছাড়াও আরো অনেক ভুল-ভ্রান্তি রয়েছে। তার এই বিভ্রান্ত হওয়ার মুল কারন কুরআন-হাদিসকে সালফে-সালেহিনদের বুঝ অনুযায়ী না বুঝে,নিজের মত করে বুঝা (!) যার ফলে সে পথভ্রষ্ট হয়েছে।

আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে সঠিক বুঝার এবং মেনে চলার তাওফিক দান করুন। আমিন!

#সুন্নাহর_পথযাত্রী___৫৯

নোমান আলী খানের হাদীস ছাড়া কুরআনের তাফসীর কতটুকু গ্রহণযোগ্য?

সহীহ-আকিদা(RIGP) 5 months ago read online articles, অজ্ঞ ব্যাক্তির কাছে ঈল্ম নেওয়া সম্পর্কে, নুমান আলি খান সম্পর্কে:-

নোমান আলী খানের হাদীস ছাড়া কুরআনের তাফসীর কতটুকু গ্রহণযোগ্য?
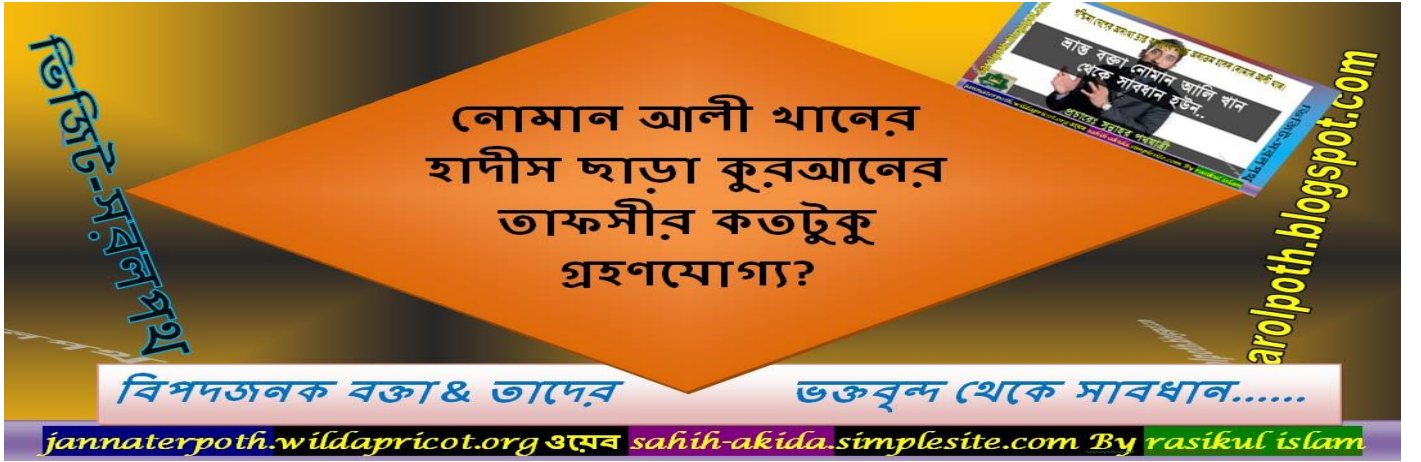
- ইংরেজী ভাষায় 'তাফসীর' ও 'আরবী ভাষা শিক্ষার' কোর্স করিয়ে নোমান আলী খান নামক একজন আমেরিকান বক্তা বর্তমান তরুণ সমাজের কাছে বেশ জনপ্রিয়। অনেকের কাছে তিনি একজন 'সেলেব্রিটি' বা 'সুপারস্টার', অনেকেই তার মতো 'উস্তাদ' হওয়ার স্বপ্ন বুকে নিয়ে ঘুরে বেড়ান। যাই হোক, নোমান আলী খান সম্প্রতি তার একটি 'তাফসীর' এর ভিডিও টেপে ক্বুরানের কিছু আয়াত দিয়ে দাবী করেছেনঃ মূর্তি ভাঙ্গার অনুমতি ইসলামে নেই, শুধুমাত্র মসজিদের ভেতর কোন মূর্তি থাকলে সেইগুলো ভাঙ্গা যাবে, এছাড়া অন্য কোন মূর্তি ভাঙ্গা অযৌক্তিক, হাস্যকর এবং বোকামী। নোমান আলী খানের 'বিভ্রান্তিকর' বক্তব্যের লিংক –
- https://www.youtube.com/watch?v=VWbzPFK6q_E

নোমান আলী খান নিজেই নিজের বলেছেন, হাদীস শাস্ত্র সম্পর্কে তিনি ভালো জানেন না। তার নিজ স্বীকারোক্তির লিংক –
https://www.facebook.com/noumanbayyinah/posts/671094313023314

সুতরাং, তার নিজ স্বীকারোক্তি অনুযায়ী হাদীস সম্পর্কে ভালোভাবে না জেনেই তিনি ক্বুরানের আয়াতের অর্থ ও তাফসীর করা শুরু করেছেন। অথচ 'সুন্নাহ' বা 'হাদীস' সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান ছাড়া ক্বুরানের অর্থ বুঝা বা তাফসীর করা অসম্ভব, অসম্ভব, একেবারেই অসম্ভব। কারণ ক্বুরানের আয়াতের অর্থ করতে হয় ৪টি উৎস থেকেঃ

১. ক্বুরানের এক আয়াতের অর্থ অন্য আয়াত দ্বারা করতে হয়।

২. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহ বা হাদীস দ্বারা।

৩. সাহাবীদের কোন কথার দ্বারা। এর কারণ হচ্ছে কোন আয়াতের কি অর্থ, সেটা সাহাবীরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছ থেকে শিখেছেন।

৪. এই তিনটা উৎস থেকে ক্বুরানের আয়াতের কোন অর্থ পাওয়া না গেলে, আরবী ভাষা থেকে আয়াতের যেই অর্থ হয়, সেটা গ্রহণ করতে হয়।

ক্বুরানের আয়াতের অর্থ বা 'তাফসীর' করার জন্য 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত' এর এই ৪টি উৎস রয়েছে। এর মাঝে প্রথমটি, অর্থাৎ ক্বুরানের এক আয়াত দিয়ে অন্য আয়াতের তাফসীর করা যায় খুব কম আয়াতের, সে হিসেবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহ বা হাদীস খুব গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যপক। আর আল্লাহ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম কে পাঠানোর উদ্দেশ্যই ছিলো, তিনি তাঁর কথা ও কাজের দ্বারা মানুষকে বুঝিয়ে দেবেন, ক্বুরানের কোন আয়াতের কি অর্থ, কিভাবে তার উপর আমল করতে হবে। মহান আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

"নিশ্চয় আমি আপনার নিকট জিকির (কুরআন) নাযিল করেছি, যাতে করে আপনি বিশদভাবে মানুষের নিকট বর্ণনা করে দেন, যা তাদের নিকট

নাযিল করা হয়েছে।”

সুরা আন-নাহলঃ ৪৪।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম কি বলেছেন, কি করেছেন, তার বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে ‘সহীহ’ হাদীসগুলোতে। সুতরাং ক্বুরানের অর্থ বা তাফসীর বোঝার জন্যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীস সম্পর্কে জানার কোন বিকল্প নেই।

যাই হোক, ছবি ও মূর্তির ব্যপারে ইসলামের হুকুম হচ্ছে, মুসলমানদের হাতে যখন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব থাকবেনা, তখন মুশরিকদেরকে ‘তাওহীদ’ এর দিকে দাওয়াত দিতে হবে, তাদেরক সুন্দরভাবে ক্বুরানের আয়াত দিয়ে মূর্তিপূজা ও যাবতীয় শিরকের অসারতা বোঝাতে হবে। যদি তারা সেটা গ্রহণ না করে, তাদের মূর্তি ভাংগা হবেনা বা তাদের দেব-দেবীকে গালি দেওয়া হবেনা। কারণ এর দ্বারা মুসলমানদের উপর অত্যাচার ও নির্যাতন হওয়ার আশংকা আছে এবং এর দ্বারা দাওয়াতী কাজে বাঁধা ও বিঘ্ন হবে। একারণে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম এর মক্কার জীবনে মুশরেকরা কাবার ভেতরে ৩৬০টা মূর্তি রেখে পূজা-অর্চনা করলেও রাসুল বা তাঁর সাহাবীদের কেউই সেইগুলো ভেংগে ফেলার চেষ্টা করেন নি। কিন্তু যখন মুসলমানদের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব থাকবে, ক্বুরান ও হাদীস দিয়ে দেশ পরিচালনা করার সুযোগ আসবে, তখন প্রকাশ্যে কোন ছবি ও মূর্তি থাকতে পারবেনা। কারণ এমন অবস্থায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম যেকোন ছবি ও মূর্তি এবং পাকা কবর ভেঙ্গে ফেলতে আদেশ করেছেনঃ

➢

১. আবুল হাইয়াজ আল আসাদী থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেনঃ আলী বিন আবু তালিব রাদিআল্লাহু আনহু আমাকে বলেন যে, “আমি কি তোমাকে সেই দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করব না, যেই দায়িত্ব দিয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে প্রেরণ করেছিলেন? তা হচ্ছে এই যে, তুমি যেখানেই কোন ছবি-মূর্তি (প্রতিমা, ভাস্কার্য ইত্যাদি) দেখবে সেটা ভেঙ্গে ফেলবে এবং যেখানেই কোন পাকা উঁচু কবর দেখবে সেটা ভেঙ্গে মাটির সাথে সমান করে দেবে।”

সহীহ মুসলিমঃ ২২১৫, আবু দাউদ, সনদ ছহীহ, মিশকাতঃ ১৬৯৬, তাহক্বীক্ব শায়খ আলবানী।

২. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তৎকালীন আরব মুশরিকদের সবচাইতে বড় দেবতার মূর্তি ‘উযযা’ কে ধ্বংস করার জন্যে খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ) কে, ‘মানাত’ কে ধ্বংস করার জন্যে সাঈদ ইবনে জায়েদ (রাঃ) কে, এবং ‘সূয়া’ কে ধ্বংস করার জন্যে আমর ইবনে আস (রাঃ) কে অভিযানে পাঠিয়েছিলেন।

আল-বিদায়াহ ওয়াল-নিহায়াঃ ৪/৭১২, ৭৭৬, ৫/৮৩, আল-সীরাহ আল-নবাবিয়াহঃ ২/১১৮৬ ডা. আলি আল-সালাবী।

৩. এনিয়ে আরো বিস্তারিত জানার জন্যে আপনারা এই লিংকে দেখুন –

Obligation to destroy idols

http://islamqa.info/en/20894

উল্লেখ্য, রাষ্ট্র যদি ইসলামি শরিয়াহ মোতাবেক পরিচালিত হয় তাহলেই শুধুমাত্র এই হুকুম প্রযোজ্য হবে। প্রকাশ্যে মূর্তিপূজার নিষিদ্ধ করা হবে, কিন্তু কোন অমুসলিমকে ইসলাম কবুল করতে বাধ্য করা হবেনা। তবে তারা তাদের মূর্তির কোনরূপ প্রদর্শনী করতে পারবেনা যাতে করে কোনপ্রকার ফিতনাহ সৃষ্টি না হয়।

আশা করি আমি আমার বক্তব্য পরিষ্কার করতে পেরেছি, মূর্তির ব্যপারে ইসলামের দৃষ্টিভংগি কেমন হওয়া উচিৎ। আশা করি আপনাদের কাছে এটাও স্পষ্ট হয়েছে যে, হাদিস না জেনে ক্বুরানের তাফসীর করলে সেটা কতটুকু গ্রহণযোগ্য হতে পারে।

আরেকটি উদাহরণঃ এমনিভাবে নোমান আলী খান হাদীস সম্পর্কে না জেনে একটা ভিডিওতে একজন সম্মানিত সাহাবী সম্পর্কে মানহানিকর বক্তব্য দিয়েছিলো। নারীদের মসজিদে আসার হাদীস নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে, তিনি বলেনঃ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাকি নারীদেরকে ফযরের জামাতে মসজিদে আসতে আদেশ করেছেন, যদিও এতে তাদের পর্দার কিছুটা খেলাফ হয়। আর একজন সাহাবী নাকি ‘ওভার জেলাস’ হয়ে তার স্ত্রীকে নামাযরত অবস্থায় ডিসটার্ব করতো! হাদীসের নামে নোমান আলী খানের বাকোয়াজ দেখুন এই লিংকে –

https://www.youtube.com/watch?v=WfHaldTQPkY

নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক। নিজের স্ত্রীকে নামাযরত অবস্থায় ডিসটার্ব করার মতো আহাম্মকি কাজ করা – এমন জঘন্য মিথ্যা অপবাদ আমরা একজন সম্মানিত সাহাবীতো দূরের কথা, একজন সাধারণ মুসলমানদের বিরুদ্ধে বলতে গেলেও ১০ বার চিন্তা করে দেখবো। এখানে ‘হাদিস’ নামে নোমান আলী খান যেই ঘটনা বর্ণনা করেছে, সেটা সম্পূর্ণ বানোয়াট এবং মিথ্যা কাহিনী। শুধু তাই নয়, তাবলিগ জামাতের লোকদের মতো দলিল বিহীন এই

মিথ্যা কিসসা দিয়ে একজন সাহাবীকে অত্যন্ত বোকার মতো করে উপস্থাপন করা হয়েছে! আর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীদেরকে মসজিদে যেতে আদেশ আদেশ করেন নি, তবে অনুমতি দিয়েছেন। নারীদের জন্যে মসজিদে যাওয়া জায়েজ, কিন্তু ঘরে নামায পড়াই তাদের জন্য উত্তম। কারো যদি ভালো লাগে আর সুযোগ থাকে মসজিদে যাওয়ার, তাহলে তিনি মসজিদে যেতে পারেন, কেউ বাঁধা দিতে পারবেনা। কিন্তু এটা বলা যাবেনা যে, নারীদের মসজিদে যেতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদেশ করেছেন, বা তাদের মসজিদে নামায পড়া উচিৎ।

আপনি যদি ড্রাইভিং না শিখেই গাড়ি চালাতে শুরু করেন, সেটা যত দামী ও উন্নতমানের গাড়ী হোক না কেনো আপনি নিশ্চিত থাকুন, দুই দিন আগে বা পরে এক্সিডেন্ট করে আপনি নিজের ও যাত্রীদের জীবন ধ্বংস করবেন। ঠিক তেমনি, মানুষকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেওয়া, কুরান ও হাদীস শিক্ষা দেওয়া অনেক বড় ও মহান একটি কাজ। কিন্তু আপনি যদি ইসলাম সম্পর্কে ভালোভাবে না জেনে, কুরান ও হাদিস সম্পর্কে যথেষ্ঠ জ্ঞান অর্জন না করেই মানুষকে শিখাতে শুরু করে দেন, তাহলে আপনি আন্দাজে বা অজ্ঞতাবশত কথা বলে যেমন নিজে বিভ্রান্ত হবেন, ঠিক তেমনি আপনি আপনার শ্রোতাদেরকেও বিভ্রান্ত করবেন। যেমনটা আমরা নোমান আলী খান এবং তার অনেক ভক্তদের মাঝে দেখতে পাই। মূর্তি নিয়ে নোমান আলী-খানের এই অসার বক্তব্যের ভুল তুলে ধরা হলে, এবং এর বিপরীতে 'সহীহ মুসলিম' থেকে হাদীস তুলে ধরা হলে তার একজন মহিলা ভক্ত বলেন, "সহীহ মুসলিম এর হাদীস ভুলও হতে পারে। এমন অনেক হাদীস আছে যা মানলে ঈমান নষ্ট হয়ে যেতে পারে।"

- নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক। এই মহিলা অন্ধভাবে তার প্রিয় বক্তার পক্ষে কথা বলতে গিয়ে হাদীসটি 'সহীহ' নাকি 'জয়ীফ' না জেনেই, সন্দেহবশত অসংখ্য সহীহ হাদীস দিয়ে প্রমানিত এমন একটি বিষয়কে অস্বীকার করেছেন!

তার আরেকজন ভক্ত বলেছেন, "কোনটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ, কুরান নাকি হাদীস?"

নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক। একইভাবে এই লোকটা অন্ধভাবে তার প্রিয় বক্তার পক্ষে কথা বলতে গিয়ে কুরান ও হাদীসকে আলাদা করে 'হাদীস' এর মর্যাদাকে অস্বীকার করে বসে আছেন। কুরান ও হাদীসকে আলাদা করেছেন, অথচ স্বয়ং আল্লাহ তাআ'লা আমাদেরকে আদেশে করেছেন "রাসুল তোমাদের যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা করতে নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক।" [সুরা হাশরঃ ৭]

- আমরা সকলেই জানি রাসুল আমাদেরকে যা দিয়েছেন সেটাই হচ্ছে সুন্নাহ, আর সুন্নাহগুলো লিপিবদ্ধ আছে সহীহ হাদীসে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন। "তোমরা জেনে রাখ! আমাকে কুরআন দেওয়া হয়েছে এবং তার সাথে অনুরূপ আরেকটি জিনিস (সুন্নাহ বা হাদীস) দেওয়া হয়েছে।" [আবু দাউদ, মিকদাদ ইবনে মাদিকারাব থেকে বর্ণিত, হাদীসটি সহীহ]

উপরে নোমান আলী খানের ভক্তদের দুইটা কমেন্টের স্ক্রীনশট আমার কাছে আছে, কেউ চাইলে দেওয়া যাবে।

সর্বশেষ, টিভি, ইউটিউব বক্তা, আলেম, নামধারী মুফতি ও মুফাসসির সাহেবরা কুরান ও হাদীসের মনগড়া ব্যখ্যা দিয়ে নিজেরা পথভ্রষ্ট হন, তাদের ভক্তদেরকেও পথভ্রষ্ট করেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আমার জীবনে তিনটি জিনিসের বড় ভয়। তার প্রথমটা হলো 'আয়াম্যায়ে দোয়াল্লিন' বা ভ্রান্ত হুজুর।" [মুসনাদে আহমাদ, হাদীসটি সহীহ]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেনঃ

"(ফিতনার যুগে) কিছু লোক এমন হবে, যারা জাহান্নামের দরজার দিকে মানুষকে দাওয়াত দিবে (অর্থাৎ তাদের দাওয়াত এমন ভ্রষ্টতাপূর্ণ হবে, যা জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাবে); যারা তাদের ডাকে সাড়া দিবে তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে"।

সহীহ বুখারীঃ হাদীস নং-৩৩৩৬, ৬৬৭৯।

পথভ্রষ্ট বক্তা ও আলেমদের ফেতনার ভয়াবহতা সম্পর্কে শায়খ সালেহ আল-ফাওজান বলেনঃ "বর্তমান যুগে অন্য অনেক ফেতনার সাথে এই উম্মত সবচাইতে বড় যে ফেতনার সম্মুখীন সেটা হচ্ছে - অনেক দ্বায়ী আছে যারা ইলম ছাড়া অজ্ঞতাবশত মানুষকে গোমরাহী ও বাতিলের দিকে দিকে দাওয়াত দিচ্ছে।"

- আপনারা যারা 'তাফসীর গ্রহণের নীতিমালা' সম্পর্কে জানতে চান তারা শায়খ আজমল হুসাইন মাদানীর এই লেকচারটা দেখতে পারেন।

প্রথম অংশ -

https://www.youtube.com/watch?v=1UCtVrAZvaA

দ্বিতীয় অংশ -

https://www.youtube.com/watch?v=xUHRV1FY5V8

তৃতীয় অংশ -

https://www.youtube.com/watch?v=-YiXyPI8bQA

[সমাপ্ত]

@বিষয়ঃ ‘নোমান আলি খান’ কে নিয়ে প্রশ্নের উত্তর।

বিষয়ঃ ‘নোমান আলি খান’ কে নিয়ে প্রশ্নের উত্তর।

- ---------------------------------

প্রশ্নঃ আসসালামু আলাইকুম। নোমান আলি খান সম্পর্কে আমাকে কিছু জানাবেন কি? তরুণরা তাকে খুব পছন্দ করে।

উত্তরঃ ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি বারাকাতুহু। নোমাল আলী খান নিজের আকীদা ও মানহাজ সম্পর্কে স্পষ্ট করে কিছু বলেনা. . .এমন ব্যক্তিদের কাছ থেকে ইলম নেওয়া যাবেনা, এ ব্যপারে পূর্ববর্তী আলেমদের অনেক ফতোয়া আছে। সর্বশেষ, শায়খ ওয়াসী উল্লাহ আব্বাস হা'ফিজাহুল্লাহ স্পষ্ট করে এই কথাগুলো কয়েকবার রিপিট করেছেন, মুফতি মেঙ্ক নামক একজন ব্যক্তির ব্যপারে যখন তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিলো। আপনারা শায়খের ভিডিওটা দেখলে জানতে পারবেন। যে নিজেকে “সালাফী আকীদাহ ও মানহাজ” এর সাথে এবং সমসাময়িক সালাফী ওলামাদের দিকে আহবান করেনা, সে নিচের যেকোন একটির মাঝেই আছেঃ

- ১. হয় সালাফী আকীদাহ ও মানহাজ কি, তা সে জানে না।

২. নয়তো সালাফী আকীদাহ ও মানহাজ কি, সে সম্পর্কে সে ভুল জানে।

৩. অথবা প্রকৃতপক্ষে সে সালাফী আকীদাহ ও মানহাজ এর বিরোধী, কিন্তু বিভিন্ন কারণে প্রকাশ্যে তার বিরুদ্ধে বলার সাহস করেনা।

- উল্লেখ্যঃ নোমান আলী খানের কিছু ভক্ত শ্রোতারা দাবী করে থাকে, সেতো তাফসীর নিয়ে কথা বলে, এখানে আকীদার বিষয়কে টেনে আনা ঠিকনা...বা সেতো ভুল কিছু বলেনা, শুধু তাফসীর মানুষের সামনে তুলে ধরছে...যেহেতু সে মানুষকে আকিদাহ শিক্ষা দিচ্ছেনা, সুতরাং এ বিষয়টা এতো গুরত্বপূর্ণ নাহ!

- পছন্দের বক্তাদের ডিফেন্ড করার জন্যে এ ধরণের মনগড়া যুক্তি আসলে খুব দুর্বল। কারণ মানুষকে ক্বুরানের তাফসীর শেখানো কোন যেনতেন বিষয় না যে, যে কেউ ২-৪ পাতা পড়েই এই কাজের জন্য যোগ্য হয়ে যায়না। বরং এটা অনেক জটিল ও দুরূহ একটা বিষয়। যেইখানে ওলামারা একজন বিদাতীর কাছ থেকে সাধারণ আরবী ভাষা শিখতে মানা করেন, সেখানে কি করে এমন একজন লোকের কাছ থেকে ‘আল্লাহর কালাম’ এর অর্থ শেখা যাবে, যার আকিদাই এখন পর্যন্ত জানা যায়না। আর তার অনেক ভুল কথা-বার্তা ও ভ্রান্ত দৃষ্টিভংগি আছে, যা তরুণদের মাঝে মহামারীর মতো ছড়িয়ে পড়ছে। এক টেপে সে দাবী করেছে, ক্বুরানুল কারীম অনুযায়ী নাকি বর্তমান যুগের ইয়াহুদী ও খ্রীস্টানদেরকে কাফের বলা যাবেনা। অথচ, এই ব্যপারে ইজমা আছে যে, ইয়াহুদী ও খ্রীস্টানরা কাফের। স্বয়ং আল্লাহ তাআ'লা তাদেরকে কাফের বলে ঘোষণা করেছেন।

এই ভুলটা এতো মারাত্নক যে, “ঈমান ভংগকারী একটা বিষয় হচ্ছে কাফেরদেরকে কাফের মনে না করা।”

যা আকীদাহ সম্পর্কে না জানা একজন লোকের কাছ থেকেই আশা করা যেতে পারে। তাই আপনারা দ্বীন সম্পর্কে জানার জন্যে অল্প জানা বা

অর্ধেক জানা সুপারস্টার, স্টাইলিশ বক্তাদের কথা না শুনে, প্রকৃত ওলামাদের কথাই শুনবেন. . .যদিওবা তাদের কথা শুনে জোকারদের কথা শোনার মতো হাসি না আসে, যদিওবা তাদের বই পড়তে গেলে কিছুটা অতিরিক্ত শ্রম দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে।

- বিঃদ্রঃ আমি সকলকে শায়খ মুক্ববিল বিন হাদী আল-ওয়াদী (রহঃ) এর একটা কথা স্বরণ করিয়ে দিতে চাই, "আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে মানুষের সমালোচনা করি।"

সুতরাং, আমার এই পোস্টের ব্যপারে কারো কিছু বলার/আপত্তি থাকলে, দয়া করে কেউ আবেগ দিয়ে বা নিজস্ব বুঝ দিয়ে কথা না বলে, দলিল-প্রমান এবং নির্ভরযোগ্য ওলামাদের বক্তব্যের আলোকেই মন্তব্য করবেন।

Overview

ডা.মতিয়ার রাহমান (মুতাজিলা) ফিতনা ও সতর্কতা!

সহীহ-আকিদা(RIGP) 5 months ago read online articles, অজ্ঞ ব্যাক্তির কাছে ঈল্ম নেওয়া সম্পর্কে

ডা.মতিয়ার রাহমান (মুতাজিলা) ফিতনা ও সতর্কতা!

- ✓ আসসালা-মু 'আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা-র জন্য এবং অসংখ্য সলাত ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বশেষ নাবী ও রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি।

প্রিয় দ্বীনী ভাই ও বোনেরা -

চারদিকে হ্যামিলনের বাশিওয়ালাদের উৎপাতে যুব সমাজ দিকভ্রান্ত! শত কষ্টে এক গর্ত থেকে দ্বীনের পথে উঠে আসা সেই দৃঢ় প্রত্যয়ী যুবকই আবার আরেক গর্তে পড়ে গিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে প্রতিনিয়ত!

কারো তুখোড় লেখনি অথবা সুমধুর লেকচার হয়ত আপনার মন কেড়ে নিতে পারে কিন্তু সেইসাথে আপনাকে পথভ্রষ্টও করে দিতে পারে!

এইজন্যই একজন সালাফ বলেছিলেন-"দ্বীনের ব্যপারে "প্রকৃত আলেম" ছাড়া অপরিচিত, অজ্ঞ লোকদেরকে আলেম মনে করে তাদের কথা বিশ্বাস করবেনা। যদি করো, তাহলে যেন তুমি তোমার দ্বীনকেই ধ্বংস করলে"!

ঠিক তেমনি একজন বাতিল আক্বীদার ধারক ও বাহক এবং প্রচারকারী হলেন মতিয়ার রহমান নামের একজন বাংলাদেশী "ডাক্তার"!

- ✓ ❒ **প্রথমেই জেনে নিন, কে এই ডা.মতিয়ার?**

প্রফেসর ডা.মতিয়ার রহমান খুলনা জেলার ডুমুরিয়া থানার আরজি-ডুমুরিয়া গ্রামের জন্মগ্রহন করেন!পেশাগত জীবনে তিনি একজন চিকিৎসক ও সমাজসেবক হিসেবেই পরিচিত!তিনি ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সার্জারি বিভাগের প্রফেসর ও বিভাগীয় প্রধান, এছাড়া ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এন্ড জেনারেল হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান!

- ✓ ১৯৭৯ সালের দিকে তিনি ইরাকে চলে যান এবং ইরাকের জেনারেল হাসপাতালে সার্জারি বিভাগে চার বছর চাকরি করেন। মুলত সেখানে গিয়ে ইরাকিদের ভাষা (আঞ্চলিক আরবি) শুনে তিনি অবাক হন এবং তার কাছে তখন ই কোরআনের ভাষাটা শিখার আগ্রহ জাগে! কোরআন পড়া শেষ

করার পরপর ই তিনি হাদীস নিয়ে গবেষণা শুরু করেন!কোন স্বনামধন্য স্কলারের সহবত ছাড়াই তিনি দ্বীনের জ্ঞান অর্জন অত:পর তা বিলিকরণে দেশে প্রতিষ্ঠা করেন "কোরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন" (কিউ আর এফ) যার চেয়ারম্যান হিসেবে নিজেই দায়িত্ব পালন করছেন!
(তার বইয়ে লিখক পরিচিতি দ্রষ্টব্য)

✓ এখন প্রশ্ন হচ্ছে,
উপরোক্ত এই যোগ্যতাগুলোই কি কারো “আলেম” হওয়ার জন্য যথেষ্ঠ অথবা এমন ব্যক্তি থেকে দ্বীনের ইলম নেওয়া বৈধ কিনা? ইসলাম কি আমাদের অধো এই শিক্ষা দেয় যে, এই গুণগুলো কারো মাঝে থাকলেই সে আলেম হয়ে যাবে? অথবা তার কাছ থেকে দ্বীনের জ্ঞান নেওয়া বৈধ হয়ে যাবে? আমাদের পূর্ব যুগের মুসলমানেরা কি এইভাবে মানুষকে দ্বায়ী,আলেম হিসেবে গ্রহণ করতো অথবা দ্বীনের জ্ঞান নেওয়া বৈধ মনে করতো?
যাকে সম-সাময়িক কোন আলেমরা চিনেন না, বা যিনি আলেমদের কাছ থেকে দ্বীন শিখেনি, তাঁদের সাথে কোন সম্পর্ক রাখেনা, তাদের সহবতে থাকেন নি, এমন ব্যক্তি থেকে আপনি অন্ধের মত কি করে দ্বীনের জ্ঞান নিচ্ছেন? অথচ বাজার থেকে দুই টাকার একটা চকলেট কিনতে গেলেও আপনি হাজারবার যাচাই বাচাই করেন!তাছাড়া একাধিক আলেমের সতর্কীকরণ স্বত্ত্বেওশুধুমাত্র - ওমুকের লেকচার আমার ভালো লাগে, ওমুকের বই পড়ে বা ওয়াজ শুনে আমার কাছে বড় আলেম/জ্ঞানী ব্যক্তি মনে হয়, ওমুক ব্যক্তি ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হয়েও এই এই খেদমত করছেন ইত্যাদির অযুহাতে শরয়ী ইল্ম নেওয়া কি কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ নয়?

❒ মুতাজিলা ফিতনাঃ-

শীয়া ও কাদিয়ানী ফেতনার পর এই উম্মাহর সবচেয়ে বড় ফিতনা হল বর্তমান খারিজি, মুতাজিলা ফিতনা! মুতাজিলাদের ফিতনা এতটাই মারাত্মক যে এই ফিত্নায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে দ্বীনের পথে আসা কলেজ ইউনিভার্সিটির নতুন ছাত্র ছাত্রীরা। আপনি যদি ভিবিন্ন দল,মতবাদ,ফিরকা সম্পর্কে যথোপযুক্ত জ্ঞান না রাখেন তাহলে এই ফিত্নায় পড়ে যেতে পারেন যেকোন সময়!কারণ,এরা উপরে আয়নাবাজি করে দেখায় যে, এরাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত কিন্তু অন্তরে নিকৃষ্ট মুতাজিলা, মুর্জিয়া, আশারিয়াহ, কাদরিয়া সংমিশ্রণের সংকরজাত আকীদা লালন করে! তবে এইদের প্রধান আকীদা হল "মুতাজিলা"।

✓ এদেশীয় মুতাজিলা আকিদার লালনকারী ও প্রচার প্রসারে ডা.মতিয়ার রাহমান ও তার কিউ. আর. এফ বেশ জোড়ালো ভুমিকা পালন করছে! সেই সাথে তিনি নিজের বিষাক্ত মতাদর্শকে আওয়ামের মাঝে ছড়িয়ে দিতে বেশ কিছু সেবাও চালু রেখেছেন, তার মধ্যে একটি হল ফ্রি চিকিৎসা, অপরটি হল পানির দরে নিজের লিখিত বই বিক্রয় করা!তাছাড়া আলেমদেরকে দাওয়াত দিয়ে নিয়ে এসে ফটোসেশনের নামে আই ওয়াশও করছেন হামেশাহ!এই লোকটা একে একে ইসলামের নানান গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর প্রায় ৪০ এর কাছাকাছি গ্রন্থ প্রকাশ করেন! যা একজন মুসলিমকে অন্ধকারে তরান্বিত করতে যথেষ্ট!
তন্মধ্যে কিছু বই হল--

✍ Common sense -এর গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন',
✍ সবচেয়ে বড় গুনাহ শিরিক করা নাকি কোরআনের জ্ঞান না থাকা"?
✍ শাফায়াত দ্বারা কবিরা গুনাহ বা দোযখ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি"?
✍ "মৃত্যুর সময় ও কারণ প্রচলিত তথ্যটির প্রকৃত ব্যাখ্যা"!

❒ আমাদের আপত্তিঃ-

কুরআন-হাদীসের পর পরই শরীয়তের তৃতীয় দলীল হিসেবে তিনি নিজের আক্বল বা বিবেককে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন! কমনসেন্সের গুরুত্ব নিয়ে লিখা বইতে বিস্তারিত পাবেন!
তার স্লোগান টা হল-“কুরআন, হাদীস, আকল”!
অর্থাৎ কুরআন হাদীসের পাশাপাশি নিজের আক্বল দিয়েও বিচার,বিবেচনা করতে হবে!
তারমানে আওয়ামের হাতে অস্ত্র তুলে দিচ্ছেন আক্বল দিয়ে হাদীস নির্ণয় করতে!এই কারণেই আক্বলকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে মুতাজিলারা বুখারি,মুসলিমের হাদিসকেও ইনকার করতে দ্বিধাবোধ করেন না!
আহলে সুন্নাহ ওয়া জামায়াতের সকল ইমামের মতে ইসলামের মূল ভিত্তি হচ্ছে আল্লাহর কিতাব ও রাসূল সা: এর সুন্নাহ, মানুষের বিবেক-বুদ্ধি নয়। মানুষের বিবেক ও বুদ্ধি যদি কুরআন ও হাদীসের অনুকুলে হয় এবং কোন তথ্য ও রহস্য বুঝতে সক্ষম হয় তাহলে সেটা গ্রহণীয়। আর যদি কোন

বিষয়ের বা হুকুমের রহস্য বিবেক দ্বারা বুঝতে না পারলেও তার উপর বিশ্বাস রাখা জরুরী। এমন কি কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত কোন মাসআলা আপাতদৃস্টিতে মানুষের বিবেকের বিরোধী মনে হলেও বিবেকপ্রসুত কথা বাদ দিয়ে কুরআন ও হাদীসের কথাই মেনে নিতে হবে। কারণ কুরআন ও হাদীসের বাণী ভুলের উর্ধে, আর মানুষের জ্ঞান ও বুদ্ধি ভুলের উর্ধে নয়।

মুলত,বিবেককে কুরআন ও হাদীছের দলীলের উপর প্রাধান্য দেওয়ার কারণেই মুতাযেলা সম্প্রদায় দ্বীনের অনেক বিষয় অস্বীকার করেছেন যা কুফুরি পর্যায়ের!

-

ডা.মতিয়ারের মতে কবিরা গুনাগার ব্যক্তি শাফা"আত পাবেনা!এমনকি সাধারণ কবীরাগুনাহগার মুমিনকেও তিনি চিরস্থায়ী জাহান্নামী মনে করেন! তার লিখিত "শাফা'আত দ্বারা কবিরা গুনাহ বা দোযখ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি" বইয়ের দালিলিক জবাব দিয়েছেন শ্রদ্ধেয় কামাল আহমাদ ভাই তার "কবিরা গুনাগার মুমিনের নাজাত ও সাফা'আত"নামক বইতে!

বই দুইটি পড়ে নিতে পারেন!

-

ডা.মতিয়ারের কাছে শিরক সবচেয়ে বড় গুনাহ নয় বরং সবচেয়ে বড় গুনাহ হলো কুরআনের জ্ঞান না থাকা। তিনি এই থিউরি টি পেশ করেছেন তার লিখিত বই "সবচেয়ে বড় গুনাহ শিরিক করা নাকি কোরআনের জ্ঞান না থাকা"!!!

প্রশ্ন হল -

বিগত ১৪ শ বছরের মধ্যে কোন "আহলুল ইল্ম" কি এই ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, শিরিকের চাইতেও বড় গুনাহ, এমনকি সবচেয়ে বড় গুনাহ হল কোরআন না বুঝা ? অথচ তারাই ছিলেন এই উম্মাহর শ্রেষ্ঠ সন্তান!

যেখানে আল্লাহতালা নিজেই বলেছেন শিরিক হচ্ছে সবচেয়ে বড় জুলুম, আল্লাহতালা চাইলে শিরিক ছাড়া সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিতে পারেন অথচ ডা.সাহেবের

থিউরি অনুযায়ী প্রতিটি মানুষেরই কুরআনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জ্ঞান থাকা ফরজ এবং এই ফরজ তরককারী মুশরিকের চাইতেও বড় গুনাহগার (ইন্নানিল্লাহ...)

একজন আওয়াম কি কোরআনের পরিপূর্ণ (A to Z) জ্ঞান হাসিল করতে সক্ষম অথবা প্রতিটি মানুষকেই কি মুফাসসির হওয়া জরুরী?

মুলত আল্লাহর কিতাব তথা আল কুরআনের জ্ঞান সকলেরই থাকা ফরজ তবে তা সমগ্র দ্বীনের কিছু অংশ সম্বলিত আর বাকি জ্ঞানগুলো সকলের থাকা আবশ্যক নয়, তাছাড়া সকলের দ্বারা তা সম্ববও নয় তাই ওলামাদের সেই জ্ঞান থাকলেই আম-জনতার শূন্যস্থান পূরণ হয়ে যায়! অথচ ডাক্তার সাহেব প্রত্যেক মানুষকেই মুফাসসির বানিয়ে দিচ্ছেন! আর যদি আপনি তা না হতে পারেন তবে শিরিকের চাইতেও বড় গুনাহ তে লিপ্ত রয়েছেন! যা একেবারেই নতুন মতবাদ বৈ কিছুই নয়!!

✍ আল্লামাহ ফাওজান হাফিজাহুল্লাহর একটা কথা বারবার মনে পড়েঃ

শাইখ হাফিযাহুল্লাহ বলেছেন -

“বর্তমানে অন্য অনেক ফেতনার সাথে এই উম্মত সবচাইতে বড় যে ফেতনার সম্মুখীন সেটা হচ্ছে, অনেক দ্বায়ী আছে যারা ইলম ছাড়া মানুষকে দ্বীনের দিকে আহবান করছে।”

✍ তাইতো বহুদিন পূর্বে শাইখুল ইসলাম ঈমাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেছিলেন -

“দুনিয়াকে সবচেয়ে বেশি ধ্বংস করেছে আধা বক্তা, আধা ফকীহ, আধা ডাক্তার এবং আধা ভাষাবিদ। এদের একজন (আধা বক্তা) দ্বীনকে ধ্বংস করে, অপরজন (আধা ফকীহ) দেশ ও জাতিকে ধ্বংস করে। আধা ডাক্তার মানুষের শরীরকে নিঃশেষ করে। আর আধা ভাষাবিদ ভাষাকে বিনষ্ট করে।”

[মাজমাউল ফাতাওয়াঃ খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-১১৮]

এখন হয়ত পাঠকগন প্রশ্ন করতে পারেন,তারমানে আমরা কি ডা.মতিয়ারকে পুরোপুরি বয়কট করব?

তাদের উদ্দেশ্যে এতটুকুই বলবো - যদি আপনার শারিরিক সমস্যা দেখা দেয় এবং ভাল সার্জন্ট খুঁজে না পান অথবা যদি পিত্ত থলিতে অপারেশন করানো জরুরী মনে করেন সেই ক্ষেত্রে আপনি তার পরামর্শ, সেবা, সাজেশন্স নিতে পারেন যেহেতু তিনি একজন বড় মাপের ডাক্তার আর বিষয়টা দুনিয়ার সাথে রিলেটেড!

কিন্তু ভুলেও তার লেকচার, বই বা লিখনি থেকে দ্বীনের জ্ঞান হাসিল করতে যাবেন না। কেননা তা দ্বীনের সাথে সম্পর্কিত!

✍ এ প্রসঙ্গে ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সিরিন (রহঃ)র একটি সতর্কবাণী উল্লেখ করছি!তিনি বলেছেন,

إنَّ هذا العلم دين ؛ فانظروا عمَّن تأخذون دينكم

নিশ্চয় এই ইলম দ্বীনের অন্তর্ভূক্ত। সুতরাং লক্ষ্য রেখো! কার নিকট থেকে তুমি তোমার দ্বীন গ্রহণ করছো।

সর্বশেষ,

❒বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ আলেমেদ্বীন ও ফক্বিহ আল্লামাহ মুহাম্মাদ ছলেহ আল উসায়মিন রাহিমাহুল্লাহ'র' একটি তৎপর্যপূর্ণ বচন দিয়েই শেষ করছি!

✍শায়খ রাহিমাহুল্লাহ বলেন -

"অনেক মানুষকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে, কিন্তু অর্জিত সেই জ্ঞান অনুধাবন করার মতো ক্ষমতা তাদেরকে দেওয়া হয়নি। না বুঝে শুধু কুর'আন মাজীদ ও হাদীস মুখস্থ করাই যথেষ্ট নয়। বরং অবশ্য-ই আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীসের মর্মার্থ আপনাকে বুঝতে হবে। ঐ লোকদের দ্বারা কতইনা ত্রুটি-বিচ্যুতি সংঘটিত হয়েছে, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীসের মর্মবাণী না বুঝেই সেটাকে দলীল হিসেবে পেশ করছে, যার ফলে তাদের অনুসারীদের মাঝে অনেকেই পথভ্রষ্ট হয়েছে।"

আল্লাহু মুস্তা'আন।

❒রেফারেন্সঃ

(ফাতওয়া আরকানুল ইসলাম, ঈমান অধ্যায়)

নিশ্চয় আল্লাহই পারেন পথভ্রষ্টদের পথ দেখাতে। এই আলোচনায় কারো যদি কোনো উপকার হয়ে থাকে, নিশ্চয় তার সকল প্রশংসা আল্লাহর! আর যদি এই আলোচনায় কোনো ভ্রান্তি থাকে তা নিশ্চয়ই আমার সীমাবদ্ধতা!

আল্লাহ সুবহানু ওয়া তাআলা আমাদের সকলকে ' আল্লাহর কিতাব তথা "আল কুর'আন" ও "রাসুলের হাদীস' কে সালফে সালেহীনদের মতো করে বুঝে, এবং সে-অনুযায়ী বেশী-বেশী নেক আমল করার তাওফিক দান করুন, আমিন।

❒ সংকলনঃ আখতার বিন আমীর

(সহযোগীতায় -- একজন দ্বীনীভাই)

➤👉 পথভ্রষ্ট সেলেব্রিটি বক্তাঃ ইয়াসির ক্বাদী----------------------

- আজকাল অনেক নারী ও পুরুষেরা দ্বীন শেখার জন্যে বিদাতী কিংবা মনপূজারী কিন্তু জনপ্রিয়, এমন বক্তাদের কথা শুনে বা তাদের লেখা পড়ে। আর তারা বলেঃ আমরা মানুষের ভালোটা নেই আর খারাপটা বর্জন করি। অথচ, বিদাতপন্থী লোকদের কাছ থেকে দ্বীন শিক্ষা করা, তাদের সাথে উঠা-বসা করা, তাদের কথা শোনা, তাদের সাথে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হওয়া অত্যন্ত বিপদজনক একটি বিষয়। কারণ বিদাতীরা অনেক সময় এমন কথা বলে, যা শুনতে আপাতদৃষ্টিতে যৌক্তিক বা সঠিক বলে মনে হয়, কিন্তু শরিয়তের দৃষ্টিতে আসলে তা ভুল বা গোমরাহী। এমন চাকচিক্যময়, আকর্ষণীয় কথা বা লেখার দ্বারা তারা প্রায়ই সাধারণ মুসলমানদেরকে বিদাত/গোমরাহীর দিকে আহবান করে, বা লোকদের অন্তরকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে। এইভাবে, ইলমের অভাবে অনেক সৎ মুসলিমরাও বিদাতীদের ছলনায় পড়ে সরল পথ থেকে গোমরাহ হয়ে যায়। এ ব্যাপারে পূর্ববর্তী আলেমরা আমাদেরকে খুব সতর্ক করেছেন।

(ক) ফুযাইল ইবনে আইয়ায রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "তুমি কোন আহলুল বিদআ'হর লোকের সাথে বসবেনা। আমি ভয় করি যে, তুমি যদি কোন

বিদআ'তির সাথে বসো, তাহলে আল্লাহর অভিশাপ তোমার উপরেও আসবে।" ইমাম আল-বারবাহারী, শরাহুস সুন্নাহ।

(খ) ইমাম সুফিয়ান আস-সাউরি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "যে ব্যক্তি একজন বিদআ'তির কথা শ্রবণ করে, সে আল্লাহর হেফাজত থেকে নিজেকে বের করে নিলো, এবং তাকে তার উপরেই ছেড়ে দেওয়া হবে।" ইমাম আল-বারবাহারী, শরাহুস সুন্নাহ।

(গ) ইমাম আল-বারবাহারি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "কোন ব্যক্তির মাঝে বিদআ'ত প্রকাশ পেলে, তুমি তার কাছ থেকে সাবধান থেকো। কেননা, সে যা প্রকাশ করে, তা অপেক্ষা সে যা গোপন করে তা অনেক বেশী ভয়ংকর।" ইমাম আল-বারবাহারী, শরাহুস সুন্নাহ।

ইমাম আল-বারবাহারি রাহিমাহুল্লাহ আরো বলেছেন, "বিদআ'তিরা হচ্ছে বিছার মত। বিছা নিজের মাথা ও সারা দেহকে মাটিতে লুকিয়ে রাখে এবং কেবল হুলটিকে বের করে রাখে। অতঃপর যখনই সুযোগ পায়, তখনই হুল দিয়ে আঘাত করে। অনুরূপ, বিদআ'তি লোকেরা নিজেদের বিদআ'তকে লুকিয়ে রাখে। কিন্তু যখন সুযোগ পায়, তখন নিজেদের ইচ্ছা পূরণ করে।" তাবাকাতুল হানাবিলাহঃ ২/৪৪।

(ঘ) শায়খ সালেহ আল-ফাউজান হা'ফিজাহুল্লাহ বলেছেন, "বিদাত সেটা ছোট হোক কিংবা বড়, তুমি কোনটাকে তুচ্ছ মনে করবেনা। কারণ, ছোট্ট একটা ম্যাচের কাঠি থেকে জ্বালানো আগুন দ্বারা বিশাল বড় বনও জ্বালিয়ে শেষ করে দেওয়া যায়। ঠিক তেমনি, ছোট্ট একটা বিদাত যদি কারো অন্তরে প্রবেশ করে, আস্তে আস্তে সেটা একজন ব্যক্তির সমগ্র দ্বীনকে নষ্ট করে দিতে পারে।"

(২)

বিদাতীরা কিন্তু কাফের নয় বিদাতীরা মুসলমান, কিন্তু মনগড়া ইবাদত করার কারণে বা দ্বীনের ব্যাপারে বানোয়াট কথা বলার কারণে তারা পাপী, পথভ্রষ্ট; যদিওবা তারা নামায পড়ে, রোযা রাখে, কুরআন ও হাদীস নিয়ে অনেক বড় বড় কথা বলে। আমাদের আলেমদের দৃষ্টিতে মুসলমান কিন্তু বিদাতী, এমন ব্যক্তিদের কাছ থেকে দ্বীন শেখা যদি এতো মারাত্মক বিষয় হয়, তাহলে চিন্তা করুনঃ একজন ইয়াহুদী বা খ্রীস্টান, একজন কাফের, কিংবা একজন নাস্তিকের কাছ থেকে কেউ যদি ইসলাম শিখতে যায়, দ্বীনের কোন বিষয়ে ডিগ্রী নিতে যায়, তাহলে তার ঈমান-আকিদাহর কি মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে? কারণ, কাফেররা কোনদিন মুসলমানদের ভালো চায়না। কাফেররা ইসলামের উপরে ডিগ্রী দিচ্ছে, তার মানে এর পেছনে তাদের বিশেষ কোন উদ্দেশ্য আছে। যদিও তারা মুখে দাবী করে, আমরা ইসলামের উপরে ডিগ্রী দিচ্ছি, কিন্তু এর দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের অধীনে অধ্যায়নরত ছাত্র-ছাত্রীদেরকে দ্বীন থেকে বিচ্যুত করা। এটা কাফেরদের মজ্জাগত স্বভাব, যে ব্যাপারে আল্লাহ তাআ'আলা কুরআনে আমাদেরকে সাবধান করেছেন।

আল্লাহ তাআ'লা বলেন "হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের আপনজন (মুসলিম) ব্যতীত অন্য কাউকে (কোন কাফের ব্যক্তিকে) অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা (কাফেরা) তোমাদের অনিষ্ট সাধনে চেষ্টার কোন ত্রুটি করবে না। তোমরা যাতে বিপদে পড়ো, তারা সেটাই কামনা করে। তাদের মুখে সেই বিদ্বেষ প্রকাশ পায় এবং যা তারা তাদের অন্তরে গোপন করে রাখে, সেটা আরও ভয়ংকর। আমি তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করছি, যাতে তোমরা বুঝতে পারো।" সুরা আলে-ইমরানঃ ১১৮।

.

কাফেরদের এমনই একটা ষড়যন্ত্র হচ্ছেঃ তারা তাদের কলেজ ইউনিভার্সিটিগুলোতে ইসলামী বিষয়ে অনার্স, মাস্টার্স ও পিএইচডি ডিগ্রী দেয়। কাফেরদের ষড়যন্ত্রের কথা জেনেই হোক বা না জেনেই হোক, কাফের দেশে বসবাসরত অনেক মুসলিম ছেলে-মেয়েরা সেই সমস্ত ডিগ্রী নেওয়ার জন্যে ভর্তি হচ্ছে, যেখানে ইয়াহুদী/খ্রীস্টান, কাফের-মুশরেক, নাস্তিক কিংবা পথভ্রষ্ট মুসলিম বা নামে মুসলিম, কিন্তু অন্তরের দিক থেকে আসলে মুনাফেক. . .এমন লোকেরা শিক্ষা দেয়। এইভাবে দ্বীন শিখতে গিয়ে অনেকেই ভ্রান্ত আকিদাহ গ্রহণ করছে, অনেকে দ্বীনের ব্যাপারে সন্দেহের মাঝে পড়ে নাস্তিক (atheist) বা সংশয়বাদী (agnostic) হয়ে যাচ্ছে। এমনই একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে এমেরিকার কানাটিকাটে অবস্থিত ইয়েল ইউনিভার্সিটি, যেখানে ইসলামী আকিদাহর উপরে গবেষণা ও পিএইচডি ডিগ্রী চালু রয়েছে। অনেকে দ্বীন শিখার জন্যে নির্ভরযোগ্য ও সৎ আলেমদের কাছে না গিয়ে, সহীহ আকিদাহর অনুসারী মাদ্রাসায় ভর্তি না হয়ে, উন্নত জীবন-যাপনের সুবিধা পাওয়ার জন্যে, কাফেরদের কাছ থেকে ডিগ্রী পাওয়ার লোভে কাফেরদের দ্বারা পরিচালিত সেই সমস্ত ইউনিভার্সিটিতে দ্বীন শিখতে বা দ্বীন নিয়ে গবেষণা করতে যাচ্ছে। সেখানে কাফেররা ইসলামের যেই সমস্ত বিষয় নিয়ে সন্দেহ পোষণ করে বা প্রশ্ন তুলে, সেই সমস্ত বিষয় দ্বারা তারা তাদের ছাত্রদের অন্তরে কুফুরী ও মুনাফেকীর বিষ ঢুকিয়ে দিচ্ছে। কাফেরদের শুবুহাত (সন্দেহ) বা প্রশ্নের সঠিক উত্তর না জানার কারণে সেই সমস্ত ছাত্রদের অনেকে কাফের বা সংশয়বাদী হয়ে যাচ্ছে, অথবা কাফেরদের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তারা ইসলামকেই পরিবর্তন করে ফেলছে।

- এতক্ষণ আমি যা বললাম তার প্রমান দেখুনঃ নীচের এই ভিডিওতে ইয়েল ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি ডিগ্রী নেওয়া, একসময়ের পীস টিভি বক্তা ডা. ইয়াসির ক্বাদী নিজের মুখে স্বীকার করছেঃ তার ইউনিভার্সিটিতে ইসলামী বিষয় পড়তে গিয়ে অনেক মুসলিম নাস্তিক বা এগনস্টিক হয়ে গেছে, অনেকে দ্বীনের মৌলিক বিষয়কে অস্বীকার করছে, যা তাদেরকে কাফের বানিয়ে দেওয়ার জন্যে যথেষ্ঠ। এমনকি খোদ ইয়াসির ক্বাদীও এমন কিছু শুবুহাত (দ্বীনের ব্যাপারে সন্দেহের) শিকার হয়েছেন যে, সেইগুলোর উত্তর তিনি জানেন না।

সতর্কতাঃ ভিডিওটাতে পর্দার লংঘন করে একজন মহিলাকে উপস্থাপন করা হয়েছে। সেজন্যে ভাইয়েরা এই ভিডিওটা অন করার সময় অন্য ট্যাব অন করে রাখবেন, অথবা ব্রাউজার মিনিমাইজ করে রাখবেন, যাতে করে বেপর্দা মেয়ে মানুষকে দেখতে না হয়। নারীদের অসংগতভাবে প্রদর্শন করার দোষ আসলে তাদের যারা অনুষ্ঠানটি আয়োজন করেছে, এবং বক্তা সাহেবের, যারা দ্বীনের নির্দেশনা অমান্য করে দ্বীন প্রচার করতে চায়।

কোন নারীর ভিডিও প্রচার করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা আমার নেই, আমি ভিডিওটার লিংকটা দিয়েছে যাতে করে ডা. ইয়াসির ক্বাদীর ভক্ত নারী ও পুরুষের এই অভিযোগ করতে না পারে যে, আমি তাদের উস্তাদের নামে মিথ্যা রচনা করছি।

https://www.youtube.com/watch?v=drYvaxpejpI

.

যাই হোক প্রশ্ন আসতে পারে, ইয়াসির ক্বাদী নিজে স্বীকার করেছেন, ইয়েলের মতো ওয়েস্টার্ণ ইউনিভার্সিটিগুলোতে পড়ে অনেকে পথভ্রষ্ট হয়েছে, অনেকে দ্বীনকে পরিবর্তন করেছে, কিন্তু ইয়াসির ক্বাদী, তার নিজের কি অবস্থা?

সত্যি কথা হচ্ছে, ইয়াসির ক্বাদী নিজেও কাফেরদের শুবুহাতের স্বীকার হয়েছেন, কাফেরদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি নিজেও তার আকিদাহ, তার দ্বীনকে পরিবর্তন করেছেন। একারণে, আমরা দেখতে পাই, মদীনাহ থেকে পড়া-শোনার পরে তার প্যান্ট ছিলো টাখনুর উপরে, আর এখন তার কাপড় সব সময়ে টাখনুর নীচে। পূর্বে তিনি মানুষকে কিতাবুত তাওহীদ শিক্ষা দিতেন, ঈমান-আকিদাহ শিক্ষা দিতেন আর এখন তিনি রাজনীতি, সামাজিক সমস্যা, বিদাতীদের সাথে বন্ধুত্ব, কাফেরদের প্রশংসা ও তাদের প্রতি মহব্বত রাখা, বেহায়া নারী ও পুরুষদেরকে পাবলিকলি যৌন শিক্ষা(!) দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন. . .আল্লাহু মুস্তাআ'ন।

যাই হোক, এতো গেলো, বাইরের বিষয় সমূহ...এমনকি ইয়াসির ক্বাদীর ঈমান-আকিদাহর বিষয়েও পরিবর্তন এসেছে। ইয়াসির ক্বাদীর অন্তরে কুফুরী প্রবেশ করেছে, যা তিনি নিজে স্বীকার করেছেন। এমনকি, ইয়াসির ক্বাদী তার কুফুরী বিশ্বাস গোপনে অন্যদেরকেও শিক্ষা দিচ্ছেন, যা তিনি পাবলিকলি তার শ্রোতাদেরকে এই মুহূর্তে জানতে দিতে চান না। কারণ, মানুষ যদি এখন বুঝতে পারে যে, তার কুফুরী আকিদাহ রয়েছে, লোকেরা তার কথা আর শুনবেনা।

এ ব্যাপারে ইয়াসির ক্বাদীর বক্তব্য এবং সেইগুলো নিয়ে ডিটেইলস আলোচনা করেছে ইমরান বিন মানসুর নামে একজন ব্যক্তি। লিংক –

What Happens BEHIND The Scenes In The Da'wah Scene!!!

https://www.youtube.com/watch?v=Gpm2M2VZ7qA

.

ইমরান বিন মানসুর কোন আলেম নয়, এমনকি তার কথা ও বক্তব্যের উপস্থাপন ত্রুটিপূর্ণ। আমি আপনাদেরকে ইমরানের অন্য কোন ভিডিও দেখার জন্যে আহবান করবোনা। তবে, এই ভিডিওটাতে সে ইয়াসির ক্বাদী সম্পর্কে কিছু কথা একত্রিত করে সে সম্পর্কে কিছু সত্যি কথা তুলে ধরেছে। আশা করি যারা ইয়াসির ক্বাদীর কথার দ্বারা বিভ্রান্তির শিকার হয়ে আছেন, এগুলো তাদের হক্ব বুঝতে কিছুটা হলেও সাহায্য করবে, ইন শা আল্লাহ। আপনাদের কেউ মনে করবেন না, ইমরান বিন মানসুর হঠাত করে ইয়াসীর ক্বাদী সম্পর্কে এই কথাগুলো বলছেন। বরং, বিগত ৭-৮ বছর ধরে ইয়াসির ক্বাদীর বিভ্রান্তিকর কথা থেকে অনেক আগেই বিষয়টি পরিষ্কার ছিলো, ইয়াসীর ক্বাদী তার দ্বীনকে পরিবর্তন করে ফেলছে, মদীনা থেকে শিখা ইসলামকে ছুড়ে ফেলে সে নিজে নিজে ইসলামের নতুন রূপ দিতে চাচ্ছে। ইয়াসীর ক্বাদী সম্পর্কে আরো ভালো ধারণা পাবেন উস্তায আবু মুসসাব ওয়াজদি আল আক্কিরি হাফিযাহুল্লাহর লেকচারটি শুনলে ইন শা আল্লাহ!

- লিংক-Why Are You Doing This to the Muslims? | Abu Mussab Wajdi Akkari

https://www.youtube.com/watch?v=d6ux72MnP-s

.সর্বশেষ, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম-এর গুরুত্বপূর্ণ একটি হাদীস দিয়ে আজকের মতো এখানেই শেষ করছিঃ “মানুষের মাঝে অচিরেই এমন এক সময় আসবে যখন ধোঁকাবাজি বাড়বে, তখন মিথ্যাবাদীকে সত্যবাদী মনে করা হবে আর সত্যবাদীকেই মিথ্যাবাদী মনে করা হবে, আমানতদারকে খিয়ানতকারী মনে করা হবে আর খিয়ানতকারীকেই আমানতদার মনে করা হবে, আর ‘রুয়াইবিদা’রা কথা বলবে। জিজ্ঞাস করা হলো, ‘রুয়াইবিদা’ কারা? তিনি বললেন, সাধারণ মানুষের কর্মকান্ডে হস্তক্ষেপ করে (নীচু মানের, ফালতু) এমন ব্যক্তি।”

ত্বাবারানি, কিতাবুল ফিতান, বাব সিদ্দাতুয যামনঃ ২/৩২৬১।

প্রচারে--আহলুস সুন্নাহ ব্লগ

- কে ই সাইয়েদ কুতুব? সাইয়েদ কুতুব কিভাবে খোমেনিকে অনুপ্রাণিত করেছেন

কে ই সাইয়েদ কুতুব? সাইয়েদ কুতুব কিভাবে খোমেনিকে অনুপ্রাণিত করেছেন

❖ কে ই সাইয়েদ কুতুব? সাইয়েদ কুতুবের আকিদা ও তার সম্পর্কে ৮ জন আলেমের ফতওয়া পড়ুন!

সাইয়েদ কুতুবঃ (মিসর, ১৯০৬-১৯৬৬)

ইখোয়ানুল মুসলিমিন (মুসলিম ব্রাদারহুড), জামাতে ইসলামী, বোকো হারাম, আল-কায়েদাহ, আইসিস, হিযবুত তাওহীদ বা এমন অন্যান্য চরমপন্থী দলগুলোর আদর্শ গুরুদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় একজন ব্যক্তিত্ব হচ্ছে সাইয়েদ কুতুব।আদর্শগত কিছু ইখতেলাফ থাকলেও দ্বীন কায়েম, খিলাফত প্রতিষ্ঠা, ইসলামিক রাষ্ট্র গঠনের ভুল ব্যখ্যা দিয়ে কথিত 'ইসলামিক আন্দোলন' এর মতাদর্শ প্রচারকারী সাইয়েদ কুতুব সম্পর্কে আরব বিশ্বের ৮ জন বড় আলেমদের ফতোয়ার ভাবানুবাদ তুলে ধরা হলো।

(১) শায়খ আব্দুল আ'জিজ বিন বাজ রাহিমাহুল্লাহ আজ থেকে ৩৩ বছর পূর্বে বলেছেন, "সাইয়েদ কুতুবের সকল কিতাব ধ্বংস করা জরুরী।"

(২) শায়খ নাসির উদ্দিন আলবানী রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "সাইয়েদ কুতুবের দ্বারা অনেকে ইসলামের দিকে উৎসাহিত হয়েছে, কিন্তু সে কোন আলেম ছিলোনা। সে মানুষকে ইসলামের দিকে আহবান করতো; কিন্তু কুরআন, সুন্নাহ ও সালফে সালেহীনদে আদর্শ সম্পর্কে তার জ্ঞান ছিলোনা। তাকে রদ্দ করা 'ওয়াজিব', তবে সেটা নম্রভাবে করতে হবে।"

(৩) শায়খ মুহাম্মদ বিন সালেহ আল-উসায়মিন রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "যদি আল্লাহর ভয় না থাকতো, তাহলে আমরা সাইয়েদ কুতুবকে তাকফীর করতাম।"

(৪) সাইয়েদ কুতুব বলেছিলো, "মুয়াবিয়া এবং তাঁর দুষ্কর্মের সাথী আ'মর ইবনে আস মিথ্যা, প্রতারণা, মুনাফেকী, ঘুষের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। কিন্তু আলী তাদের মতো এতো নীচে নামতে পারেন নি বলে তিনি তাদের সাথে জয়ী হতে পারেন নি।"

শায়খ আব্দুল আ'জিজ বিন আব্দুল্লাহ আলে-শায়খ হা'ফিজাহুল্লাহকে সাইয়েদ কুতুবের এই কথার ব্যপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছিলেন, "এটা কোন নিকৃষ্ট বাতিনি (শিয়া) অথবা কোন অভিশপ্ত ইয়াহুদীর কথা, কোন মুসলিম এমন কথা বলতে পারেনা।"

(৫) শায়খ সালেহ আল-ফাউজান হা'ফিজাহুল্লাহ বলেছেন, "সাইয়েদ কুতুব একজন জাহেল, তার জ্ঞান নেই, সে যা বলে তার কোন দলিল নেই। পূর্ব থেকে এখন পর্যন্ত আলেমরা সাইয়েদ কুতুবকে রদ্দ করে আসছেন।" (ক)

শায়খ সালেহ আল-ফাউজান হা'ফিজাহুল্লাহ আরো বলেছেন, "সাইয়েদ কুতুব একজন জাহেল, একারণে (তার এমন কিছু যা কুফুরী, সেইগুলোর কারণে) তাকে তাকফির করা হবেনা।" (খ)

শায়খ ফাউজানকে সাইয়েদ কুতুবকে রদ্দ করে লেখা শায়খ রাবী বিন হাদী আল-মাদখালীর বই "আদওয়া ইসলামিয়া আলা আকিদাত সাইয়েদ কুতুব ওয়াল ফিকরিহ" সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছিলেন, "এই বইটা লেখা (দাওয়াতের জন্যে) খুব ভালো একটা কাজ এবং এর লেখক একজন মুহসিন।" (গ)

(৬) শায়খ রাবী বিন হাদী আল-মাদখালী হা'ফিজাহুল্লাহ বলেছেন, "আমরা আল্লাহকে ভয় করি এবং সাইয়েদ কুতুবকে তাকফীর করিনা, যদিও তার বইয়ে কিছু কঠোর কুফুরী কথা রয়েছে। যে ব্যক্তি সাইয়েদ কুতুবের বই প্রকাশ করে, সেগুলোকে সমর্থন ও প্রচার করার নীতি অবলম্বন করে, আমরা তার সমালোচনা করি। সে অনেক বড় গোমরাহীকে রক্ষা করছে।"

(৭) শায়খ উবায়েদ আল-জাবেরী হা'ফিজাহুল্লাহ বলেছেন, "সাইয়েদ কুতুব হচ্ছে কুতুবীদের ইমাম, আর কুতুবীরা হচ্ছে ইখোয়ানুল মুসলিমিনের একটা শাখা। সাইয়েদ কুতুবের লেখা কিতাব 'ফী যিলালিল কুরআন' আসলে হচ্ছে 'ফী যিলালিল শায়তান', কুরআনের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। বর্তমান যুগে (মুসলমান) সমাজ যে আত্মঘাতী বোমা হামলা, গুপ্ত হত্যা ও তাকফীরের মতো বিপর্যয়ের মোকাবেলা করছে, এর উৎস হচ্ছে সাইয়েদ কুতুব।"

(৮) শায়খ রামযান আল-হাজিরী হা'ফিজাহুল্লাহ বলেছেন, "খারেজীদের কথা বললে মানুষ মনে করে যেন অতীর যুগের ইতিহাস শুনছে। আসলে এখন তা ইতিহাস নয়, বরং খারেজী ফেতনাহ বাস্তব। এই খারেজী আকীদাকে জিন্দা করেছে এ যুগের ইখোয়ানুল মুসলিমীন (মুসলিম ব্রাদারহুড)। যাদের শিরোমনি ছিল হাসান আল-বান্না ও সাইয়েদ কুতুব। আর বর্তমান যাদের মূল হোতা হচ্ছে ইউসুফ আল-কারজাবী।" (ক)

শায়খ রামযান আল-হাজিরী হা'ফিজাহুল্লাহ আরো বলেছেন, "সাইয়েদ কুতুব বলেছেঃ বর্তমান যুগে কোন ইসলাম নেই, ইসলামের পতাকাবাহী কোন দল বা ব্যানার নেই এবং কোন ইসলামী ব্যবস্থা নেই। সাইয়েদ কুতুব হচ্ছে বর্তমান যুগের তাকফিরীদের 'শায়খ' (ধর্মগুরু বা আদর্শ নেতা), বরং সে

তাদের জন্যে দলিল বা উৎস। তুমি কি জানো, সাইয়েদ কুতুব উসমান রাদিয়াল্লাহু আ'নহুর খিলাফত সম্পর্কে কি মন্তব্য করেছে? সে বলেছেঃ উসমান রাদিয়াল্লাহু আ'নহুর খিলাফত ইসলামী ইতিহাসে একটা শূণ্যস্থান (অর্থাৎ তা মোটেও ইসলামিক নয়)। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, রাফেজীরা সাইয়েদ কুতুবের প্রশংসা করে এবং তার নামে ইরানে একটা রাস্তা নির্মান করেছে। এমনকি তাকে ইসলামী ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির মর্যাদা দিয়ে তার ছবিসহ পোস্টাল স্ট্যাম্প প্রকাশ করেছে। আমি শুনেছি খোমাইনির পুত্র সাইয়েদ কুতুবের প্রশংসা করে। এমনকি আমি এটাও শুনেছি যে, ওমানের খারেজীদের বড় একজন নেতা ও মুফতি যার নাম হচ্ছে আল-খালিলি, সে সাইয়েদ কুতুবের প্রশংসা করেছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, রাফেজী এবং খারেজীরা সাইয়েদ কুতুবকে ভালোবাসে। কিন্তু আমরা আল্লাহর জন্যে সাইয়েদ কুতুবকে ঘৃণা করি। সাইয়েদ কুতুব নবী ও রাসূলদের সম্পর্কে কটু মন্তব্য করেছে (নাউযুবিল্লাহ)! আর এটাই হচ্ছে ইখোয়ানুল মুসলিমিনের মাদ্রাসা।" (খ)

সাইয়েদ কুতুবের ভ্রান্ত আকীদাহ সংক্ষেপে তুলে ধরা হলোঃ

"মাওলানা মওদূদীর লেখনীর দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে সাইয়েদ কুতুব একই ভাবধারায় তার লেখনী পরিচালনা করেছেন। সাথে সাথে তার অনুসারী দল 'ইখওয়ানুল মুসলেমীন' কেও সেইভাবেই পরিচালিত করেছেন। তিনিও খারেজীদের ন্যায় মুসলিম উম্মাহকে হয় কাফের নয় মুমিন, এভাবে দুই ভাগ করে বলেছেন, "লোকেরা আসলে মুসলমান নয়, যেমনটা তারা দাবী করে থাকে। তারা জাহেলিয়াতের জীবন যাপন করছে। তারা ধারণা করে যে, ইসলাম এই জাহেলিয়াতকে নিয়ে চলতে পারে। কিন্তু তাদের এই ধোঁকা খাওয়া ও অন্যকে ধোঁকা দেওয়ায় প্রকৃত অবস্থার কোনই পরিবর্তন হবেনা। না এটি ইসলাম এবং না তারা মুসলমান।" মাআ'লিম ফিত-তারীক্ব পৃঃ ১৫৮।

সাইয়েদ কুতুব আরো বলেছিলেন, "কালচক্রে দ্বীন এখন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহতে এসে দাঁড়িয়েছে। পূর্বে ও পশ্চিমের মানুষ সর্বত্র মসজিদের মিনার সমূহে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর ধ্বনি বারবার উচ্চারণ করে কোনরূপ বুঝ ও বাস্তবতা ছাড়াই। এরাই হলো সবচেয়ে বড় পাপী ও কিয়ামতের দিন সবচেয়ে কঠিন শাস্তির অধিকারী। কেননা তাদের কাছে হেদায়াত স্পষ্ট হওয়ার পরেও এবং তারা আল্লাহর দ্বীনের মধ্যে থাকার পরেও তারা মানুষ পুঁজার দিকে ফিরে গেছে।" সাইয়িদ কুতুবের লেখা তাফসীর ফী যিলালিল কুরআ'ন, সুরা আনআ'মঃ আয়াত ১৯ এর ব্যাখ্যা, ২/১০৫৭ পৃঃ।

সাইয়েদ কুতুব আরো বলেন, "বর্তমান বিশ্বে কোন মুসলিম রাষ্ট্র নেই বা কোন মুসলিম সমাজ নেই।" ফী যিলালিল কুরআ'ন, সুরা হিজরের ভূমিকা, ৪/২১২২ পৃঃ।

বর্তমান যুগে মুসলমানদের দ্বারা পরিচালিত মসজিদগুলিকে কুতুব "জাহেলিয়াতের ইবাদতখানা" বলে আখ্যায়িত করেছেন (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক!)। ফী যিলালিল কুরআ'ন, ইউনুস, ৮৭ আয়াতের ব্যাখ্যা ৩/১৮১৬।

সাইয়েদ কুতুব মাওলানা মওদূদীর ন্যায় 'আল্লাহর ইবাদত' ও 'সরকারের আনুগত্যকে' সমান মনে করেছেন এবং অনিসলামিক সরকারের আনুগত্য করাকে 'ঈমানহীনতা' গণ্য করেছেন। ফী যিলালিল কুরআ'ন, সুরা নিসা ৬০ আয়াতের ব্যাখ্যা, ২/ ৬৯৩ পৃঃ।

একটি মাত্র বিষয়েও অন্যের অনুসরণ করলে সে ব্যক্তি আল্লাহর দ্বীন থেকে বেরিয়ে (কাফের হয়ে) যাবে বলে তিনি ধারণা করেছেন। ফী যিলালিল কুরআ'ন, ২/৯৭২ পৃঃ।

তিনি বলেন, ইসলামে জিহাদের উদ্দেশ্য হলো, ইসলাম বিরোধী শাসনের বুনিয়াদ ধ্বংস করে দেয়া এবং সে স্থলে ইসলামের ভিত্তিতে রাষ্ট্র কায়েম করা। ফী যিলালিল কুরআ'ন, ৩/১৪৫১ পৃঃ।

এভাবে আলেমগণ সাইয়েদ কুতুবের অন্যান্য বই ছাড়াও কেবলমাত্র তাফসীর 'ফী যিলালিল কুরআন' এ আক্বীদাগত ও অন্যান্য বিষয়ে ১৮১ ভুল চিহ্নিত করেছেন। মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ আল-হুসাইন, ফিৎনাতুত তাকফীর ওয়াল হাকেমিয়াহ, পৃঃ ৯৮।

মাওলানা মওদূদী ও সাইয়িদ কুতুবের চিন্তাধারার মাঝে কোন পার্থক্য নেই। কবীরা গোনাহগার মুসলমানদের তারা মুসলমান মেনে নিতে চাননি। বরং তাদেরকে মুসলিম উম্মাহ থেকে খারিজ বলে ধারণা করেছেন। এর ফলে তারা সাহাব্যে কেরাম ও সালাফে ছালেহীনের পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। সাথে সাথে পদচ্যুত করেছেন তাদের অনুসারী অসংখ্য মুসলিমকে। অথচ এর কোন বাস্তবতা এমনকি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগেও ছিল না। তখনও মুসলমানদের মধ্যে ভাল-মন্দ, ফাসিক-মুনাফিক সব ই ছিল। কিন্তু কাউকে তারা কাফির এবং মুসলিম উম্মাহ থেকে খারিজ বলতেন না। সেকারণ আধুনিক যুগের আলেমগণ এসব দল ও এদের অনুসারী দলসমূহকে এক কথা "জামাতুত তাকফীর" অর্থাৎ "অন্যকে কাফের ধারণাকারী চরমপন্থী দল" বলে অভিহিত করে থাকেন। অথচ এইসব চরমপন্থী আক্বীদার ফলে যিনি মারছেন ও যিনি মরছেন, উভয়ে মুসলমান। আর এটাই তো শয়তানের পাতানো ফাঁদ, যেখানে তারা পা দিয়েছেন। অতএব, সকলের কর্তব্য হবে সর্বাবস্থায় আমর বিল মা'রুফ ও নাহি আ'নিল মুনকার (সৎ কাজের আদেশ দেওয়া ও অসৎ কাজে বাধা দেওয়ার) মৌলিক দায়িত্ব পালন করা এবং মুসলিম-অমুসলিম সকলের নিকট ইসলামের সৌন্দর্য তুলে ধরা।

উৎসঃ 'জিহাদ ও ক্বিতাল' পৃঃ ৫৩-৫৫।

সংকলনঃ ড. মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।

 wikipedia.বিস্তারিত

- ফতোয়া সমূহের উৎসঃ---
- (১) শায়খ আব্দুল আ'জিজ বিন বাজ রাহিমাহুল্লাহ
- ক - https://www.youtube.com/watch?v=JNKG9AiDnFU
- খ - https://www.youtube.com/watch?v=JZHD4XqxtRo
- .(২) শায়খ নাসির উদ্দিন আলবানী রাহিমাহুল্লাহ
- https://www.youtube.com/watch?v=aRHt4hE7zDY
- .(৩) শায়খ মুহাম্মদ বিন সালেহ আল-উসায়মিন রাহিমাহুল্লাহ
- https://www.youtube.com/watch?v=1TyYqRPLrC8
- .(৪) শায়খ আব্দুল আ'জিজ বিন আব্দুল্লাহ আলে-শায়খ হা'ফিজাহুল্লাহ
- https://www.youtube.com/watch?v=JZHD4XqxtRo
- .(৫) শায়খ সালেহ আল-ফাউজান হা'ফিজাহুল্লাহ
- ক - https://www.youtube.com/watch?v=GwZpQVhzhYM
- খ - https://www.youtube.com/watch?v=JGD0rOeWY7I
- গ - https://www.youtube.com/watch?v=qIQvcnAoAH4
- .(৬) শায়খ রাবী বিন হাদী আল-মাদখালী হা'ফিজাহুল্লাহ
- https://www.youtube.com/watch?v=lle7wwCJ1LE
- .(৭) শায়খ উবায়েদ আল-জাবেরী হা'ফিজাহুল্লাহ
- https://www.youtube.com/watch?v=1TyYqRPLrC8
- .(৮) শায়খ রামযান আল-হাজিরী হা'ফিজাহুল্লাহ
- ক - https://www.youtube.com/watch?v=Tt12fN92G5c
- খ - https://www.youtube.com/watch?v=ym0v20Yeot8&feature=youtu.be

<সাইয়েদ কুতুব কিভাবে খোমেনিকে অনুপ্রাণিত করেছেন?/>>

- আবদুল্লাহ তামিম: সাইয়েদ কুতুব (১৯০৬-২৫ আগস্ট ১৯৬৬) হলেন একজন মিশরীয় ইসলামি চিন্তাবিদ ও বিপ্লবী রাজনৈতিক সংগঠক। তিনি মিশরের ইসলামি আন্দোলনের প্রধান সংগঠন ইখওয়ানুল মুসলিমিন দলের মুখপত্র 'ইখওয়ানুল মুসলিমিন' এর সম্পাদক ছিলেন। তাকে

তৎকালীন সরকার ফাঁসির আদেশ দেয় এবং ফাঁসির কাষ্ঠেই তাকে মৃত্যুবরণ করতে হয়।

সাইয়েদ কুতুব ১৯০৬ সালের ৯ অক্টোবর মিসরের উসইউত জেলার মুশা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার মূল নাম সাইয়েদ, কুতুব তার বংশীয় উপাধি। তার পূর্বপুরুষরা আরব উপদ্বীপ থেকে এসে মিশরের উত্তরাঞ্চলে বসবাস শুরু করে। তার বাবার নাম হাজি ইবরাহীম কুতুব; তিনি চাষাবাদ করতেন।

গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সাইয়েদ কুতুবের শিক্ষা শুরু হয়। মায়ের ইচ্ছানুসারে তিনি শৈশবেই কুরআন হেফয করেন। পরবর্তীকালে তার বাবা কায়রো শহরের উপকণ্ঠে হালওয়ান নামক স্থানে বসবাস শুরু করেন।

সাইয়েদ কুতুব তাজহিযিয়াতু দারুল উলুম মাদরাসায় শিক্ষা শেষ করে কায়রোর বিখ্যাত মাদরাসা দারুল উলুমে ভর্তি হন। ১৯৩৩ সালে ওই মাদরাসা থেকে বি.এ. ডিগ্রি লাভ করেন এবং সেখানেই অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

কিছুকাল অধ্যাপনা করার পর তিনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্কুল ইন্সপেক্টর নিযুক্ত হন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকেই তাকে আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি পড়াশুনার জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো হয়।

তিনি দু'বছরের কোর্স শেষ করে বিদেশ থেকে দেশে ফিরে আসেন। আমেরিকা থাকাকালেই তিনি বস্তুবাদী সমাজের দুরবস্থা লক্ষ্য করেন এবং তার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, একমাত্র ইসলামই সত্যিকার অর্থে মানব সমাজকে কল্যাণের পথে নিয়ে যেতে পারে।

১৯৫৪ সালে ইখওয়ান পরিচালিত সাময়িকী- ইখওয়ানুল মুসলিমুন এর সম্পাদক নির্বাচিত হন। ছ'মাস পরই কর্নেল নাসেরের সরকার পত্রিকাটি বন্ধ করে দেন। কারণ, ওই বছর মিসর সরকার ব্রিটিশের সাথে নতুন করে যে চুক্তিপত্র সম্পাদন করেন, পত্রিকাটি তার সমালোচনা করে।

পত্রিকা বন্ধ করে দেয়ার পর নাসের সরকার এ দলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেন। একটি হত্যা ষড়যন্ত্র মামলার অভিযোগে ইখওয়ানুল মুসলিমুন দলকে বেআইনি ঘোষণা করে দলের নেতাদের গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃত ইখওয়ান নেতাদের মধ্যে সাইয়েদ কুতুবও ছিলেন। তাকে মিসরের বিভিন্ন জেলে রাখা হয়। গ্রেফতারের সময় তিনি ভীষণভাবে জ্বরে আক্রান্ত ছিলেন। সামরিক অফিসার তাকে সে অবস্থায় গ্রেফতার করেন।

১৯৬৪ সালের মাঝামাঝি ইরাকের প্রেসিডেন্ট আবদুস সালাম আরিফ মিসর যান। তিনি সাইয়েদ কুতুবের মুক্তির সুপারিশ করায় কর্নেল নাসের তাকে মুক্তি দিয়ে তারই বাসভবনে অন্তরীণাবদ্ধ করেন।

এক বছর যেতে না যেতেই তাকে আবার বলপূর্বক ক্ষমতা দখলের চেষ্টার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়। অথচ তিনি তখনও পুলিশের কড়া পাহারাধীন ছিলেন।

শুধু তিনি নন, তার ভাই মুহাম্মদ কুতুব, বোন হামিদা কুতুব ও আমিনা কুতুবসহ বিশ হাজারেরও বেশি লোককে গ্রেফতার করা হয়েছিলো। এদের মধ্যে প্রায় সাত শ' ছিলেন নারী।

১৯৬৬ সালের ২৯ আগস্ট মিশরের মুসলিম ব্রাদারহুডের নেতৃস্থানীয় সদস্য সাইয়েদ কুতুবকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল।

মিশরের প্রেসিডেন্ট হামিদ কারজাইয়ের হত্যার পরিকল্পনা করার জন্য তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল।

❖ কুতুবকে আধ্যাত্মিক নেতা ও বিপ্লবী ইসলামি চিন্তাবিদদের প্রথম তাত্ত্বিক হিসেবে বিবেচনা করা হত, যারা অস্ত্রের অধিকার আদায়ের জন্য এবং বিদ্যমান বাস্তবতা পরিবর্তন করার জন্য একটি সমাধান হিসেবে সহিংসতা অবলম্বন করার আহ্বান জানায় তারা তাকে শত্রু মনে করতো।

তিনি শরিয়াহ শাসন এবং অন্যান্য বিষয়কে সহজি করণের চিন্তা করে সামাজিক অনেক কাজ করেন। যার কারণে তিনি আজো অমর হয়ে আছেন মানুষের হৃদয়ে।

সাঈদ কুতুব সমসাময়িক শিয়া ইসলামি রাজনৈতিক চিন্তাধারায় একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেয়েছেন। তার প্রচারে সহিংসতা ও চরমপন্থার কোনো অবস্থান ছিলো না। বরং তার চিন্তা চেতনার দ্বারা চিহ্নিত বিভিন্ন শিয়া ইসলামি আন্দোলনের ধারণা ও নীতিসমূহের ধারণার সঙ্গে মিল থাকায় শিয়া সম্পর্কের এক নিরবচ্ছিন্ন ভূমিকা পালন করেছিল।

তার বই ও প্রবন্ধগুলো শিয়া মতাবলম্বিদের একটি অনুপ্রেরণার বিষয়ে পরিণত হয়। এদিকে খোমেনিকে শিয়ারা যে ইমাম মনে করে সেটা সাইয়েদ কুতুবের চিন্তা চেতনার অনেক দিকে মিল পেয়েছে শিয়া মতাবলম্বিরা। যার কারণে তারাও তাকে গুরুত্বের আসনে সমাসিন করেছিলেন।

তার বই 'ইসলামে সামাজিক ন্যায়বিচার' শিরোনামে, তিনি উসমান বিন আফফান ও আবু সুফিয়ান বিন হারব, আমর ইবনুল আসসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ সাহাবির সমালোচনা করেছেন। যেটা শিয়াদের মতের পক্ষে যায়।

একই বইয়ে কুতুব শিয়া আন্দোলনের প্রশংসা করেন, যা শিয়া আন্দোলনগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল। চতুর্থ শতাব্দীর (হিজড়ার পর) আব্বাসীয় খিলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। কুতুব এ আন্দোলনকে ইসলামের আত্ম প্রকাশ বলে উল্লেখ করে বলেন, এ লড়াই ছিলো শোষণ ও ক্ষমতা

গ্রহণের লড়াই।

প্রথম সাক্ষাত

সাইয়েদ কুতুব ও ইমাম খোমেনির মধ্যকার প্রথম বৈঠক ও সমসাময়িক শিয়া পণ্ডিতদের একটি প্রতীক হিসেবে কাজ করে যা ঘটেছিলো ১৯৫৩ সালে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন মিশরীয় বুদ্ধিজীবী ইরানের সাইদ মুজতবা মীর লোহি যিনি পরিচিত সাফি নামে।

সিরিয়ার গবেষক রসাস লিখেছেন, খোমেনি ও সাইয়েদ কুতুবের মধ্যে ভালো সম্পর্ক ছিল। মিশরের নানান বড় বড় অনুষ্ঠানে কুতুব নিজেই মুসলিম ব্রাদারহুডের নেতৃস্থানীয় অবস্থানের কারণে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন।

ইরানের ধর্মীয় নেতা ও ধর্মীয় অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালক হামিদ গারিব রেজা বলেন, এ সফরটি মুসলিম ব্রাদারহুডের ওপর ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল। তাদের দুই নেতার একত্রিত সফরটি ছিলো ব্যতিক্রমধর্মী একটি সফর।

সমসাময়িক শিয়া আন্দোলনে সাইয়েদ কুতুবের চিন্তার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রভাব বিশিষ্ট ইরাকি চিন্তাবিদ মুহাম্মদ বাকির আল-সদরের লেখায় ফুটে উঠে। ১৯৬৪ সালে প্রথম দফায় যখন তিনি কারাগারে ছিলেন তখন সাইয়েদ কুতুবের অবস্থান স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যখন মুহাম্মদ বাকির আল-সদর ইরাকি রাষ্ট্রপতি আবদুস সালাম আরিফকে মিশরের রাষ্ট্রপতি আবদুন নাসেরের সঙ্গে কুতুবকে মুক্ত করার আহ্বান জানান।

কারাগারে সাইয়েদ কতুব

১৯৬৯ সালে, ইরান বিপ্লবের নেতা ও শিয়াদের ইমাম- খোমিনি, তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বই 'ইসলামি সরকার' প্রকাশ করেছিলেন তিনি।

কুতুবের মৃত্যুদণ্ডের তিন বছর পর এটা প্রকাশ হয়। তখন এটা অনেক পণ্ডিতদের জন্য দরজা খুলে দিয়েছে। যারা খোমেনি ও কুতুব উভয়ের বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা রাখেনি তাদের ধারণা স্পষ্ট করেছে।

এটাও বল হয়েছে, খোমেনি মিশরীয় চিন্তাবিদদের লেখাগুলির সাথে পরিচিত হতে পারে। তার নিজস্ব রাজনৈতিক চিন্তাভাবনাকে প্রভাবিত করে। একটি ধর্মীয় ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য তাকে পথনির্দেশ করে যে অনুপ্রেরণা পাওয়া যায় সেগুলোর বহি:প্রকাশ ছিলো তার এ বই।

বর্তমান ইরানি সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ খোমেনি, সাইয়েদ কুতুবের চিন্তা ও তার দর্শনে অনুপ্রাণিত বলে মনে করা হয়।

খোমেনির আদেশে তার কিতাবগুলোর অনুবাদ করা হয় বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায়। তিনিও তার অনেক কিতাবের ওপর আলোকপাত করেছেন। সাইয়েদ কুতুব শহিদ অনেক গ্রন্থ লিখেছেন।

সাইয়েদ কুতুব মিসরের প্রখ্যাত আলেম ও সাহিত্যিকদের সিংহ পুরুষ হিসেবে খ্যাত। ছোটদের জন্যে আকর্ষণীয় ভাষায় নবিদের কাহিনী লিখে তার সাহিত্যিক জীবনের সূচনা। পরবর্তীকালে 'আশওয়াক' (কাটা) নামে ইসলামি ভাবধারাপুষ্ট একটি উপন্যাস রচনা করে বিশ্বব্যাপী সমাদ্রিত হন।

তার রচিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে মুশাহিদুল কিয়ামাহ ফিল কুরআন, আত্ তাসবিরুল ফান্নি ফিল কুরআন, আল আদালাতুল ইজতিমাঈয়া ফিল ইসলাম, ফি যিলালিল কুরআন ইত্যাদি প্রসিদ্ধ।

সূত্র: আল আরাবিয়া ও উইকিপিডিয়া

কে এই কথিত ঈমাম আওলাকি? একটি ত্বাত্তিক বিশ্লেষণ..

- #কে_এই_ইমাম_আওলাকি???

আজ আপনাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিব জনপ্রিয় আমেরিকান বক্তা আনোয়ার আল-আওলাকি নামক এক ব্যক্তির সাথে! যাকে তার ভক্তরা 'ইমাম আওলাকি' বলে ডাকে, তার প্রকৃত মানহাজ ছিলো 'তাকফিরী কুতুবী' মানহাজ। আওলাকি এবং বাংলাদেশের 'জেএমবি' আর ইরাকের 'আইসিস' এদের সবার root disease same. সাধারণত অল্প বয়স্ক ছেলেরা খুব সহজেই আওলাকির হৃদয় গলানো লেকচার শুনে নিজের অজান্তেই কুতুবি/খারিজি মানহাজের দিকে আকৃষ্ট হয়ে শেষ পর্যন্ত 'খারেজী আকীদাহর' গর্তে গিয়ে পড়ে। এমনই কিছু ছেলেদের দ্বারা পরিচালিত একটা ফেইসবুক পেইজ হচ্ছে 'Rais Drops' যার উদ্দেশ্য হচ্ছে আওলাকি/আহাম্মেদ মুসা জিব্রিল/আদনানি সহ বহু খারিজি মানহাজের বক্তার লেকচার ও লেখা অনুবাদ করে প্রচার করা। দুঃখজনকভাবে কিছু অল্প বয়স্ক ছেলে নিজেদেরকে সহিহ আকিদার দাবী করে, কিন্তু তাকফিরী কুতুবীদের সাথে সুসম্পর্ক রাখে, তাদেরকে প্রমোট করে। এমন কুতুবী ও আধ-কুতুবী ব্যক্তি এবং সংগঠন - দুটোই বর্জনীয়।

আধুনিক যুগে চরমপন্থী তাকফিরি মতবাদের প্রচারকারী সাইয়েদ কুতুবের ভক্ত আনোয়ার আল-আওলাকি তার ধর্মগুরুর মতোই তাকফিরী ছিলেন, সে মুসলিম শাসকদেরকে কাফের /মুনাফেক ফতোয়া দিয়ে সাধারণ মানুষকে তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য উস্কানি দিয়েছিলো। অল্প ইলম সম্পন্ন লোকেরা আওলাকিকে ইমাম বলে মনে করে, অথচ মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা খারেজীদের প্রধান একটা বৈশিষ্ট্য। আমাদের কাছে আওলাকি নিশ্চয় ই একজন ইমাম, তবে #তাকফিরিদের।
যেসব কারণে আওলাকি খারিজি হয়ে যায়----

- আনোয়ার আওলাকি সৌদি আরবসহ আরব বিশ্বের মুসলিম শাসকদেরকে ঢালাওভাবে কাফের, মুনাফেক,তাগুত ফতোয়া দিয়ে মুসলিম দেশের বিরুদ্ধে জিহাদ(!) করার জন্য তার ভক্তদেরকে আহবান জানিয়েছিলো। যদিও প্রথমদিকে তার মানহাজ অপ্রকাশ্য ছিল!

মুসলিম শাসকদের দোষ-ত্রুটি কিংবা তাদের জুলুম অত্যাচার/অন্যায়ের কারণে তাদেরকে কাফের, মুর্তাদ ফতোয়া দেওয়া এবং তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা খারেজীদের ধর্ম। এই বিষয়টি এতো মারাত্মক যে, আপনি প্রতিটা আকিদার কিতাব খুললে দেখতে পারবেন, মুসলিম শাসকদের অন্যায় বা জুলুম-অত্যাচার সত্ত্বেও সৎ কাজে তাদের প্রতি অনুগত থাকা এবং কোন মতেই বিদ্রোহ না করার জন্য বলা হয়েছে।

মুসলিম আমীর বা শাসকদের ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টিভংগি কেমন হওয়া উচিত?
(১) ইমাম আবু জাফর আত-তাহাবী রাহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু ৩২১ হিজরী), তার বিখ্যাত আহলে "আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা" নামক কিতাবে উল্লেখ করেছেনঃ
"আমীর ও শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাকে আমরা জায়েয মনে করি না, যদিও তারা যুলুম-অত্যাচার করে। আমরা তাদেরকে অভিশাপ দিব না, এবং তাদের আনুগত্য হতে হাত গুটিয়ে নিব না। তাদের আনুগত্য আল্লাহর আনুগত্যের সাপেক্ষে ফরয, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর অবাধ্যচরণের আদেশ দেয়। আমরা তাদের মঙ্গল ও কল্যাণের জন্য দুয়া করব।"
আকীদাহ আত-ত্বাহাবীয়া।
(২) মুসলমান শাসকদেরকে গালিগালাজ করা, মিম্বারে বসে তাদের সমালোচনা করে, জনগণকে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে উস্কে দেওয়া মনপূজারী, বেদাতী ও খারজীদের একটা লক্ষণ। ইমাম আল-বারবাহারি রাহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু ৩২৯ হিজরী) বলেছেন,
"যদি তুমি কোন ব্যক্তিকে দেখো সে শাসকদের জন্য বদদুয়া করছে, তাহলে জেনে রাখো সে একজন মনপূজারী, বিদআ'তী। আর তুমি যদি কোন ব্যক্তিকে দেখো যে, সে শাসকদের জন্য কল্যাণের দুয়া করছে, তাহলে সে একজন আহলে সুন্নাহ, ইন শা' আল্লাহ।"
শরাহুস সুন্নাহঃ পৃষ্ঠা ১১৩-১১৪।
(৩) ইমাম আল-বারবাহারি রাহিমাহুল্লাহ আরো বলেছেন,
"যে ব্যক্তি কোন মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে সে
ক. খারেজীদের মধ্যে একজন,
খ. সে মুসলিমদের মাঝে বিভক্তি সৃষ্টি করলো,
গ. সে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসের বিরোধীতা করলো এবং,
ঘ. তার মৃত্যু যেন 'জাহেলী' যুগের মৃত্যুর মতো।
শরাহুস সুন্নাহঃ পৃষ্ঠা ৪২।

আনোয়ার আল-আওলাকি (USA), জসীম উদ্দিন রাহমানি (BD), আঞ্জেম চৌধুরী (UK), মুসা সেরান্টানিও (Australia), আবু কাতাদাহ, আবু বারা (UK), আবু ওয়ালিদ (UK),আহাম্মদ মুসা জিব্রিল(usa) এইরকম বোকা শ্রেনীর কিছু তরুণ ফতোয়াবাজ লোকেরা কুরআনের আয়াত বা হাদীসের মনগড়া ব্যখ্যা দিয়ে উঠতি বয়সী কিছু কিশোর ও যুবকদের অন্তরকে তাকফিরী পয়জন দিয়ে বিষাক্ত করে রেখে গেছে। এরা বিভিন্ন অপব্যখ্যা দিয়ে

তাদের অন্ধ ভক্তদের ব্রেইন ওয়াশ করেছে।

.

তাকফিরিদের মাঝে একটা ভ্রান্ত মতবাদ হচ্ছেঃ
বর্তমানে মুসলিম বিশ্বে যেই সমস্ত শাসকরা শরিয়াহ আইন বাস্তবায়ন করছেনা, তারা সবাই মুর্তাদ, তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা আমাদের জন্য ফরযে আইন!
এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত, খারেজীদের আকীদা, যা রাসুল (সাঃ) এর হাদীসের সরাসরি বিরোধীতা করে। এনিয়ে হুযাইফা বিন ইয়ামান রাঃ এর বিখ্যাত হাদীস দেখুন, এবং সুন্নাহর সাথে খারেজীদের কথাকে মিলিয়ে দেখুন -

.

হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান (রাঃ) বলেছেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এক সময় আমরা অকল্যাণ ও মন্দের মধ্যে (কুফরীর মধ্যে) ডুবে ছিলাম। অতঃপর আল্লাহ আমাদেরকে কল্যাণের (ঈমানের) মধ্যে নিয়ে এসেছেন। এখন আমরা সেই কল্যাণের মধ্যে বহাল আছি। তবে এই কল্যাণের পরে কি আবার অকল্যাণের যুগ আসবে? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ। আমি আবার বললাম, সেই অকল্যানের যুগের পর কি পুনরায় কল্যানের যুগ আসবে?
তিনি বললেনঃ হাঁ, আসবে।
আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, সেই কল্যানের পর কি আবার অকল্যানের যুগ আসবে?
তিনি বললেনঃ আসবে।
আমি (হুজাইফা) জিজ্ঞেস করলামঃ তা কিভাবে?
তিনি বললেনঃ "আমার পরে এমন কিছু ইমামের (শাসক) আগমন ঘটবে, তারা আমার প্রদর্শিত পথে চলবে না এবং আমার সুন্নাত (জীবন বিধান) গ্রহন করবে না। (অর্থাৎ তারা নিজেদের খোয়াল-খুশী মত চলার পথ আবিষ্কার করে নেবে)। অচিরেই তাদের মধ্যে এমন কিছু লোক সমাজের নেতৃত্ব নিয়ে দাঁড়াবে যাদের মানব দেহে থাকবে শয়তানের অন্তর"।
আমি (হুজাইফা রাঃ) জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! যদি আমি সেই যুগে উপনীত হই তাহলে আমি কি করব?
তিনি (সাঃ) বললেনঃ "তুমি আমীরের নির্দেশ শোন এবং তার আনুগত্য কর। যদিও সে তোমার পিঠে আঘাত (নির্যাতন) করে এবং তোমার ধন-সম্পদ ছিনিয়ে নেয় তবুও তার কথা শোন এবং তার আনুগত্য কর"।
সহীহ মুসলিমঃ কিতাবুল ইমারাহ (প্রশাসন ও নেতৃত্ব) অধ্যায়, হাদীস নং- ৪৫৫৪।

.

এই হাদীসে আল্লাহর রাসুল (সাঃ) বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেনঃ
(১) মুসলিমদের উপর ভবিষ্যতে এমন কিছু শাসক আসবে, যারা ক্বুরান ও সুন্নাহ অনুযায়ী চলবেনা। উল্লেখ্য বর্তমানে বিভিন্ন মুসলিম দেশে এইরকম জালেম শাসক দেখা যাচ্ছে।
(২) তাদের কাজকর্ম এতো জঘন্য হবে যে, আল্লাহর রাসুল (সাঃ) তাদেরকে "মানুষের ভেতরে শয়তানের অন্তর" বলেছেন। আমার মনে হয়না অন্য কোন ভাষায় মানুষকে এর চাইতে খারাপ বলে বর্ণনা করা যেতে পারে।
(৩) সেই সময়ে আমরা কেউ যদি পৌঁছে যাই, তাহলে আমরা সেই শাসক জালেম হলেও, সে যদি মুসলিম হয়, আমরা যেন তার আনুগত্য করি, এমনকি যদিও সে আমাদেরকে মারধর করে এবং আমাদের সম্পদ ছিনিয়ে নেয়।
(৪) উল্লেখ্য, শাসক বা অন্য যে কারো আনুগত্য শুধুমাত্র জায়েজ কাজে। অন্যায় বা হারাম কাজের আদেশ দিলে, সেটা যে-ই হোক না কেনো, তার আদেশ মানা যাবেনা।

.

আপনি প্রশ্ন করতে পারেনঃ
বিদ্রোহ না করে কেন রাসুল (সাঃ) আমাদেরকে শাসক জালেম হলেও তবুও তাদের আনুগত্য করতে নির্দেশ দিয়েছেন?
এর কারণ হচ্ছে, বিদ্রোহ করলে যে ক্ষয়-ক্ষতি হয়, তার তুলনায় যুলুম অত্যাচার সহ্য করা অনেক কম ক্ষতিকর, যা যুগে যুগে খারেজীদের কার্যকলাপ দ্বারা বারবার প্রমানিত হয়েছে।

.

আপনারা বিগত কয়েক বছরে লিবিয়া, তিউনিয়সিয়া, মিশরসহ অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোতে সংঘটিত বিদ্রোহগুলোর দিকে লক্ষ্য করে দেখুনঃ অপরিণামদর্শী, আবেগী লোকদের বিদ্রোহের পূর্বে শাসকদের জুলুম অত্যাচার এবং বিদ্রোহের পরে সৃষ্ট বিশৃংখলা ও ফেতনা-ফাসাদ, হত্যা ও নৈরাজ্য তুলনা করলে খুব সহজেই বুঝতে পারবেন, কেনো বিদ্রোহের ব্যপারে ইসলাম এতোটা সতর্কতা অবলম্বন করেছে।

.

যাইহোক, অজ্ঞ মুফতিরা ক্বুরআন ও সুন্নাহ আয়ত্ত্ব না করেই বড় বড় লেকচার দিতে গিয়ে আবেগের বশে জালেম শাসক বা মুসলিম শাসকদের দোষ-ত্রুটি দেখে তাদেরকে কাফের ফতোয়া দেয় এবং খারেজীদের মতো তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে মানুষকে উস্কানি দেয়। আমাদের আলেমরা এমন তাকফিরি দ্বাইয়ীদেরকে 'ক্বাদিয়্যা' বা sitting khawaarij বলে চিহ্নিত করেছেন। এমন ব্যক্তিরা তারা নিজেরা কোনদিন জিহাদে অংশগ্রহণ করেনা, কিন্তু শাসকদের বিরুদ্ধে অজ্ঞ লোকদেরকে জিহাদ করার জন্য উত্তেজিত করে। যেমন করেছিলে কথিত 'ইমাম'(!) আনোয়ার আওলাকি এবং

অন্যান্যরা।

.

আপনারা লক্ষ্য করে দেখুন, কিছু দোষ-ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও সৌদি আরবে আজ পর্যন্ত রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামি শরিয়াহ আইন চালু আছে, আদালত পরিচালিত হচ্ছে কুরআন সুন্নাহ দিয়ে, রাষ্ট্রীয়ভাবে সালাত কায়েম আছে, মানুষকে সৎ কাজের আদেশ ও নিষেধ আজ পর্যন্ত চালু আছে। এমন একটা ইসলামী দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাতো দুরের কথা, যেই শাসক নিজে মুসলিম কিন্তু দেশ পরিচালিত হয় মানব রচিত আইন দিয়ে, এমন শাসকের বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ করা আলেমরা হারাম বলে মনে করেন।

- ইখোয়ানুল মুসলিমিনের নেতা ডা. মুহাম্মদ মুরসি ক্ষমতায় থাকার সময় কুরআন-সুন্নাহ দিয়ে দেশ পরিচালনা করেন নি, বরং শরিয়াহ নিয়ে বিভ্রান্তিকর কথাবার্তা বলেছেন যা কুফরের পর্যায়ে পড়ে। তবুও আহলে সুন্নাহর কোন আলেম তাকে কাফের বলেন নি, বরং মুসলিম শাসক হিসেবে তাঁর জন্য দুয়া করেছেন।

- অনুরূপভাবে বর্তমান তুরস্কের শাসক এরদোগানকেও কোন আলেম কাফের বলে ফতোয়া দেন নাই, যদিও তিনি গণতন্ত্র দিয়ে দেশ পরিচালনা করছেন।

.

অল্প বয়স্ক কিছু যুবক যাদের না আছে বিদ্যা, না বুদ্ধি, জসীম উদ্দিন, আওলাকি,জিব্রিল এমন লোকদের কথা শুনে সমস্ত শাসকদেরকে ঢালাওভাবে কাফের ফতোয়া দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ(!) করার জন্য ফতোয়া দিচ্ছে। যদিও তারা নিজেরাই এই জিহাদ করছেনা, অবশ্য হুটহাট ২-৪টা বোমা ফাটিয়ে নিরীহ মানুষ হত্যা করা ছাড়া। কিন্তু অন্যরা কেনো এই ভার্চুয়াল জিহাদকে সমর্থন করছেনা, এটা নিয়ে তাদের বিরোধীদেরকে গালি-গালাজ করছে।

এদের ভক্তদের দিকে লক্ষ্য করুন – সৎ আলেমদেরকে কাফের ফতোয়া দিয়ে তাদেরকে দালাল, তাগুতসহ অন্যান্য নোংরা ভাষায় গালিগালাজ করা হচ্ছে তাদের ধর্ম। অথচ, আলেমদের সাথে শত্রুতা পোষণ করা মুনাফেকীর লক্ষণ। আর যারা তাদেরকে চেনেন তারা সকলেই জানেন, ভাষার দিক থেকে এরা সবচাইতে জঘন্য। এইরকম স্বঘোষিত মুফতি মুহাদ্দিসদের বিভ্রান্তিকর ওয়াজ-লেকচার বাদ দিয়ে আহলে সুন্নাহর আলেমদের থেকে ইসলাম নেবেন, যাতে করে ফেতনা থেকে নিজেকে বাচাতে পারেন।

.

আনোয়ার আল-আওলাকি এবং তার ভক্ত-শ্রোতাদের মাঝে আরেকটা কমন বিভ্রান্তি হচ্ছেঃ

"আত্মঘাতী বোমা হামলা করে নিরীহ মানুষ হত্যা করা জায়েজ।"

একারণে তারা মুসলমান কিংবা কাফের দেশে কথিত জিহাদী দলের লেবেল নিয়ে যেই আত্মঘাতী বোমা হামলাগুলো করা হচ্ছে - এইগুলোকে তারা অন্ধভাবে সমর্থন দেয়। এইভাবে মানুষ হত্যা করা, যেখানে কাফেরদের পাশাপাশি অনেক নিরপরাধ মুসলমানরাও নিহত হচ্ছে, এইগুলোকে তারা জিহাদ এবং ইসলামের মহান খেদমত বলে মনে করে। যাই হোক, নিরস্থ, নিরীহ মানুষ সে কাফের হোক কিংবা ঈমানদার, জিহাদের নাম দিয়ে তাদেরকে হত্যা করা জায়েজ নয়!

- শুধু তাই নয়, নিজেদের এই বর্বর কাজকে "জায়েজ" প্রমান করার জন্য কাপুরুষের মতো তারা কুরআন-হাদীসের মনগড়া অপব্যখ্যা করে সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার অপচেষ্টা করে।

- হক্ক কথা হচ্ছে, এরা আসলে ইয়াহুদী-খ্রীস্টানদের দ্বারা মগজ ধোলাই খাওয়া মুসলমান ছদ্মবেশী গোপন এজেন্ট, যাদের মিশন হচ্ছে ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ একটি বিধান "জিহাদ" কে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড হিসেবে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরা, যাতে করে মুসলমানদেরকে "জংগী" লেবেল দিয়ে যখন ইচ্ছা তখন আক্রমন করে মুসলমান দেশগুলো দখল করা যায়।

কথিত এই মুজাহিদদের দাবী হচ্ছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুশরিকদের নিরস্ত্র, নিরীহ নারী ও শিশু, যারা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে জড়িত নয়, তাদেরকেও যখন ইচ্ছা টার্গেট করে নির্বিচারে হত্যা করার অনুমতি দিয়েছেন। নাউযুবিল্লাহি মিং সাররি যালিক!

.

মানবতাবিরোধী তাদের এই সন্ত্রাসী নীতির পক্ষে নীচের এই হাদীসের অপব্যাখ্যা পেশ করেছেঃ

সা'ব ইবনু জাসসামা রাদিয়াল্লাহু আ'নহু হতে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, মুসলমানদের রাত্রিকালের অভিযানের ফলে শত্রুপক্ষের মুশরিকদের কিছু মহিলা ও শিশুরা নিহত হয়, তাহলে কি হবে? আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম জবাবে বলেছিলেন, "তারা মুশরিকদের সাথে বলেই গণ্য হবে।" সহীহ বুখারীঃ ৩০১২, সহীহ মুসলিমঃ ৭৫৪৫, আবু দাউদঃ ২৬৭২, তিরমিযীঃ ১৫১৭, ইবনু মাজাহঃ ২৮৩৯।

হাদীসের ব্যখ্যাঃ সহীহ বুখারীর ব্যখ্যাগ্রন্থ 'ফাতহুল বারী' তে ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী রাহিমাহুল্লাহ এই হাদীস সম্পর্কে বলেছেন,

"এই হাদীসের অর্থ এই নয় যে, নারী ও শিশুদেরকে টার্গেট করে হত্যা করা যাবে। বরং এই হাদীসের অর্থ হচ্ছে এই যে, মুশরেকদের সাথে যুদ্ধের সময় যদি নারী ও শিশুরা অস্ত্রবহনকারী শত্রুদের মাঝে অবস্থান করে এবং একারণে তারা নিহত হয়, তাহলে মুসলমানদের কোন দোষ হবেনা।" ফাতহুল বারীঃ সহীহ বুখারীর ৩০১২, ২৩৭০ নং হাদীসের ব্যখ্যা।

সুবহা'নাল্লাহ!
চিন্তা করে দেখুন, হাদীসের কি পরিমান অপব্যখ্যা তারা করেছে?
হাদিসের অর্থ হচ্ছেঃ যুদ্ধের সময় অস্ত্র বহনকারী মুশরেকদের মাঝে যদি নারী ও শিশুরা অবস্থান করে, আর সেই অবস্থায় তাদের কেউ নিহত হয়, তাহলে কোন দোষ নেই।
আর এই হাদীসকে তারা ব্যবহার করছে ক্লাসরুমে ঢুকে নিরস্ত্র ছাত্রদেরকে আক্রমন করে তাদেরকে গণহত্যা করার জন্য?
.
সবচাইতে আশ্চর্যজনক ব্যপার হচ্ছে, জিহাদ সম্পর্কে চরম অজ্ঞ, মনগড়া ফতুয়াবাজ এই লোকগুলো এটাও জানেনা যে, উপরের এই হাদীসটি আসলে পরবর্তীতে 'মানসুখ' বা রহিত করে দেওয়া হয়েছে! নিচের হাদীস দ্বারা উপরের হাদীসকে রহিত করে দেওয়া হয়েছেঃ
উমার রাদিয়াল্লাহু আ'নহু থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক গাযওয়ায় (যুদ্ধের অভিযানে) এক মহিলাকে নিহত অবস্থায় দেখতে পেলেন। তখন রাসুলুল্লাহ অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং নারী ও শিশুদেরকে হত্যা করা নিষিদ্ধ করে দেন।" হাদীসটির ভাষা তিরমিযী থেকে নেওয়া।
বুখারী ও মুসলিমের অপর বর্ণনায় রয়েছে, "তিনি (রাসুলুল্লাহ) সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম মহিলা ও শিশুদেরকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন।" সহীহ বুখারীঃ ৩০১৪, সহীহ মুসলিমঃ ১৭৪৪, আবু দাউদঃ ২৬৬৮, তিরমিযীঃ ১৫৬৯, ইবনু মাজাহঃ ২৮৪১।
একারণে উপরে প্রথম বর্ণিত বুখারীর হাদীস, যেখানে দেখা যাচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম "যুদ্ধের ময়দানে অস্ত্রধারী মুশরেকদের মাঝে অবস্থানকারী নারী ও শিশুরা নিহত হলে সেটাকে খারাপ বলেন নি", সেই হাদীসের একজন গুরুত্বপূর্ণ রাবী, যিনি সাহাবীর কাছ থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, তাবেয়ী ইমাম ইবনে শিহাব আয-যুহরী রাহিমাহুল্লাহ, সহীহ বুখারীর হাদীসটি যতবারই বর্ণনা করতেন, ততবারই সাথে সাথে এটাও উল্লেখ করে দিতেন যে,
"পরবর্তীতে এই হাদীসটিকে রহিত করে দেওয়া হয়েছে।"

ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী রাহিমাহুল্লাহ ফাতহুল বারীতে উল্লেখ করেছেন, "ইমাম আয-যুহরী কখনোই সহীহ বুখারীর এই হাদীসটি বর্ণনা করতেন না, যার সাথে সাথে এই হাদীসটিও উল্লেখ করে দিতেন যে,
(১) "আমাকে কাব ইবনু মালিক বলেছেন, যিনি তার চাচার কাছ থেকে শুনেছেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাঁর সৈন্যদেরকে পাঠালেন ইবনে আবিল হাকিকের সাথে যুদ্ধ করার জন্য, "রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেকোন অবস্থাতেই নারী ও শিশুদেরকে হত্যা করা নিষিদ্ধ করেছেন, এমনকি যদিওবা শত্রুরা নারী ও শিশুদেরকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে।"
(২) সুফিয়ান বর্ণনা করেছেন, ইমাম যুহরী আরো বর্ণনা করেছেন, "রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুনাইনের যুদ্ধে সর্ব অবস্থাতেই নারী ও শিশুদেরকে হত্যা করা সম্পূর্ণরুপে নিষিদ্ধ করেছেন। আর এটাই ছিলো রাসুলুল্লাহ এর জীবনে মুশরিকদের বিরুদ্ধে সর্বশেষ যুদ্ধ।"
(৩) রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ) এর কাছে একজন দূতকে পাঠান এবং বলেন, "শিশু ও আসিফদেরকে হত্যা করোনা।" (আসিফ হচ্ছে কৃষক, সাধারণ কর্মী, দাস বৃদ্ধ, অর্থাৎ শত্রুপক্ষের এমন লোক যারা যুদ্ধ করছেনা)
ফাতহুল বারীঃ সহীহ বুখারীর ৩০১২, ২৩৭০ নং হাদীসের ব্যখ্যা।

আনোয়ার আল-আওলাকি, যাকে তারা বড় আলেম বলে মনে করে (আসলে সে একজন বক্তা মাত্র, আলেম নন) সে একটা ভিডিওতে বলেছিলো, "যুদ্ধের মাঠের বাইরে (৯/১১ এর মতো মুসলিম বা কাফের যেকোনো দেশে) আত্মঘাতী বোমা হামলা করে নিরস্ত্র কাফেরদেরকে হত্যা করা ইসলামে জায়েজ, এমনকি যদিও তাতে অনেক নিরীহ নারী ও শিশু নিহত হয়।"
এর পক্ষে সে বুখারী থেকে উক্ত হাদীসের অপব্যখ্যাটাকে রেফারেন্স হিসেবে উল্লেখ করেছিলো। আর সেই থেকে আজ পর্যন্ত, যত ধরণের সন্ত্রাসী আক্রমন করছে নামধারী এই মুসলমানেরা (আসলে কাফেরদের সাজানো নাটকের অভিনেতা), আওলাকি ভক্তরা বিভিন্ন যুক্তি ও হাদীসের অপব্যাখ্যা দেখিয়ে তাদের ইমামের মতোই সেইগুলোকে অন্ধভাবে সমর্থন করে যাচ্ছে। আল্লাহু মুস্তায়ান!

এখানে আরেকটা বিষয় জাজানিয়ে রাখা প্রয়োজন তা হল -পিস টিভি ইংলিশে আওলাকীর লেকচার রেকর্ড করা হয়েছিল যখন সে খারেজী ছিল না। কিন্তু যখন তার খারেজী আকীদা প্রকাশ পায় তখন ডা.যাকির নায়েকের নির্দেশে রেকর্ডকৃত লেকচারগুলো নষ্ট করে ফেলা হয় এবং পিস টিভিতে তাকে আর সুযোগ দেয়া হয়নি।

এই আওলাকি সম্পকে আরবের বিখ্যাত আলেমেদ্বীন শাইখ ওবাইদ আল যাবেরি হাফি : বলেন---
এই আওলাকি কোন আলেম নন বরং সে হচ্ছে জাহিল, (মূর্খ) খারিজিদের গুরু!সে তার অনুসারীদের বিভ্রান্ত করে মুসলিম শাসকদের বিরুদ্বে লেলিয়ে দিচ্ছে! ভিবিন্ন দেশে সন্ত্রাসী হামলায় তার পরোক্ষ মদদ রয়েছে!

শাইখ কঠিন জারাহ করেছেন এই জাহিলকে!বিস্তারিত লিংক--শাইখ কঠিন জারাহ করেছেন এই জাহিলকে!বিস্তারিত লিংক--

সর্বশেষ -বিগত শতাব্দীর একজন আলেমে দ্বীন, শায়খ ইবনে উসায়মিন রাহিমাহুল্লাহর একটি কথা উল্লেখ করছি গভীর ভাবে চিন্তা করার জন্য, "অনেক মানুষকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে, কিন্তু অর্জিত সেই জ্ঞান অনুধাবন করার মতো ক্ষমতা তাদেরকে দেওয়া হয়নি। না বুঝে শুধু কুরআন মাজীদ ও হাদীস মুখস্থ করাই যথেষ্ট নয়। বরং অবশ্য-ই আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীসের মর্মার্থ আপনাকে বুঝতে হবে। ঐ লোকদের দ্বারা কতইনা ক্রুটি-বিচ্যুতি সংঘটিত হয়েছে, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীসের বাণীর মর্ম না বুঝেই দলীল পেশ করছে, যার ফলে তাদের অনুসারীদের মাঝে অনেকেই পথভ্রষ্ট হয়েছে।"

👉 তথাকথিত মুফতি আমির হামজা সম্পর্কে কিছু কথা না বললেই নয়......

সহীহ-আকিদা(RIGP) 5 months ago read online articles, অজ্ঞ ব্যাক্তির কাছে ঈল্ম নেওয়া সম্পর্কে

#তথাকথিত_মুফতি_আমির_হামজা_সম্পর্কে_কিছু_কথা_না_বললেই_নয়......

তথাকথিত_মুফতি_আমির_হামজা থেকে সাবধান।।

By Rasikul Islam

তথাকথিত মুফতি আমির হামজা সম্পর্কে কিছু কথা

মুফতী আমির হামজা সম্পর্কে অজানা কিছু তথ্য

https://jannaterpoth.wildapricot.org/Ignorance-can-

https://jannaterpoth.wildapricot.org

- সুরেলা কণ্ঠ আর মনোমুগ্ধকর/রোমান্টিক কিছু ওয়াজ করে রাতারাতি জনপ্রিয়তা লাভ করেন মুফতি আমির হামজা নামের এক দেশি বক্তা! কখনো কখনো পরিমনি/কখনো পির-খানকা/কখনো মমতাজ/কখনো যাকির নায়েক আবার কখনো আবেগী কিচ্ছা কাহিনী দিয়ে তিনি সরলমনা ভাই - বোনদের দৃস্টি কেড়েছিলেন!

  অল্প দিনের মধ্যে কিছু অতিউৎসাহী আবেগী পোলাপাইন তাকে প্রমট করা শুরু করে, যাদের অধিকাংশ ই মুলত নিউ সালাফি/আহলে হাদিস! ইউটিউব এ একের পর এক শিরোনাম আসে –
- ♣♣বাংলার যাকির নায়েক😜

  ♣♣যুগশ্রেস্ট বক্তা😜 হেনতেন etc

  মাঝেমাঝে তার মাহফিল গুলোতে শুনা যায়-

  ❤♥ বিদাতি জিকির

  ❤♥বিদাতি মুনাজাত

  ❤♥ পিরের হাতে বায়াত হওয়ার ভুয়া স্লোগান!

  ❤♥জাল জইফ হাদিসের সমাহার।etc
- এরপর আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসে এই চুপা রুস্তমের মানহাজ!

  একটি মাহফিলে সরাসরি বলে ফেলেন" বাংলাদেশে একমাত্র ইসলামী দল ই হল জামাত"

  অকপটে শিকার করেন শিবিরের সাথে সম্পকের বিষয়টি! তখন ই আমাদের কাছে প্রকাশিত হয়ে যায় এই চরমপন্থি ইখুয়ানি বক্তার মানহাজ!

  আজ ইমাম আল-আউযায়ী (মৃত্যু-১৫৮ হিজরী) রহিমাহুল্লাহ বিখ্যাত সেই কথাটি মনে পড়ে গেল! তিনি বলতেন "যে ব্যক্তি আমাদের কাছে তার বিদআ'তকে লুকিয়ে রাখে, সে কখনো আমাদের কাছে তার সংগীদেরকে লুকিয়ে রাখতে পারবেনা।" আল-ইবানাহঃ ২/৪৭৬।

  একের পর এক আজগুবি ফতওয়া দেওয়া শুরু করেন দেদ্বারছে...
- ❤♥ ইসলামে রাজতন্ত্র হারাম!

  ❤♥রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে হোসাইন রাহ: যুদ্ধ করেছিলেন!

♥বাংলাদেশে কোরআনের একটি আয়াত ও কায়েম নাই!

♥যারা শেখ হাসিনার ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে সহযোগীতা করবে না তারা জাহান্নামি!

- এসব বক্তব্য শুনার পর এই নব্য ইখুয়ানি সম্পকে গোপনে অনেক ভাইকে সতর্ক করার পর উল্টো তারাই আমাদেরকে এক্সট্রিম মনে করলো!!!
অবশেষে একটি প্রশ্নোত্তর পর্বে উস্তাদ মতিউর রাহমান মাদানি হাফি: এই বক্তার সম্পকে সরাসরি বলে দেন- এই লোকের মানহাজ ভ্রান্ত, তার কাছ থেকে ইল্ম নিবেন না।এরা কিছু ভাল কথার সাথে সাথে অনেক বিষ মাখিয়ে আপনাদের খাইয়ে দিচ্ছে"!সে ভ্রান্ত চরমপন্থি /মুনকারিনে হাদিস ডা.মতিয়ারের সার্পোটার!তাই ইল্ম নেওয়ার ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করুন"
- মুলত ওই বক্তব্য শুনার পর ই মুফতি ও তার ভক্তদের গায়ে তীব্র জ্বর উঠে যায়!
- মুফতি আমির হামজা সাহেব মুনকারিনে হাদিস মুতাজিলা, খারেজী মতাদর্শের ধারক বাহক ও প্রচারকারী ••ডা. মতিয়ার রহমান এর প্রোগ্রামে গিয়ে তার ভুয়সী প্রশংসা করলেন!

তথাকথিত মুতাজিলাদের কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের ভাষণে তিনি আর ও বলেন- "আমার ২৭ বছরের শিক্ষকদের কাছে যা পেয়েছি তা কিউআরএফ থেকে মাত্র তিনদিনের ওয়ার্কশপে পেয়েছি!!!বর্তমানে এই মুতাজিলাদের সাথে কাধে কাধ মিলিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন তিনি!

মুলত কিউ. আর.এফের উসূল, আক্বীদা ভ্রান্ত। দ্বীন বুঝার উৎস সমূহের মধ্যে তারা মনে করে কমন সেন্স একটি। কমন সেন্সের খাতিরে তারা সুন্নাহ থেকে দূরে সরে যায়। কমন সেন্সের সাথে না মিললে সহীহ বুখারীর, সহীহ মুসলিমের হাদিস বাতিল করে দেয় তাহক্বীক ছাড়াই। তাদের মতে কবীরা গুনাহগার তওবা না করলে চিরস্থায়ী জাহান্নামী অথচ কুরআনে আছে আল্লাহ শিরক ছাড়া যে কোন গুনাহ মাফ করে দেন। এরকম আরো বাতিল আক্বীদা, মাসয়ালা এরা উদ্ভাবন করছে।

শীয়া ও কাদিয়ানী ফেতনার পর নিউ মুতাজিলা ফেতনা মুসলমানদের জন্য সবচেয়ে মারাত্মক ফিতনা! এই নিউ মুতাজিলা ফের্কা কলেজ ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের তাদের শয়তানি ফাঁদে ফেলে ব্রেইন ওয়াশ করে ফেলছে। এরা উপরে দেখায় এরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত কিন্তু এরা এমন নিকৃষ্ট যে মুতাজিলা, মুর্জিয়া, আশারিয়াহ, কাদরিয়া সংমিশ্রণে এইদের আকীদা গঠিত। তবে এইদের প্রধান আকীদা হল মুতাজিলা। এইদের প্রধান শত্রু হল সালাফীরা। যারা নতুন সালাফী হয়েছে এরা হল এইদের প্রধান টার্গেট। এরা এই নিউ সালাফীদের সাথে এমন ভাবে আচরণ করে যেন মনে হয় এরাও সালাফী। আস্তে আস্তে এরা এই নিউ সালাফীদের ব্রেইন ওয়াশ করে ফেলে। অনেক মুসলিম দেশে এই জঘন্য ফের্কা নিষিদ্ধ।

এবার আপনি ই বিবেচনা করুন শাইখের আপত্তির জায়গায়টা & সতর্ক করাটা সঠিক ছিল কিনা?

কয়েকদিন আগে দেখলাম ওই মুফতি সাহেবের আরেকটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সেখানে তিনি ইচ্ছামত শাইখ মতিউর রাহমান মাদানি হাফি:কে গালিগালাজ করেছে! অথচ তার উচিত ছিল নিজের উপরে আনা অভিযোগ গুলোর পাল্টা জবাব দেওয়া অথবা মিথ্যা প্রমান করা?(যদিও আমরা জানি তিনি তা করতে সক্ষম নন)

তিনি শাইখ কে নিয়ে যা বললেন তা হল --

১/ মতিউর রাহমান মাদানি শুধু দাম্মামে এসি রুমে বসে বক্তব্য দেয়!মাঠেঘাটে আসেনা!!!

#জবাব-এটা বক্তার জাহালত!প্রথমত এসি রুমে বসে বক্তব্য দেওয়া কি হারাম? তাহলে এটা নিয়ে এত্ত বিষোধাগার কেন? তোমরা গাড়িতে/বাড়ি তে এসি লাগিয়ে ঘুমাতে পারো আর তারা দ্বিনি আলোচনা করলেই যত্ত দোষ! দিত্বীয়ত্ব, প্রবাসি বাংলাভাষীদের মধ্যে প্রায় ৯০% এর আকিদা/মানহাজ সংশোধনে উস্তাদ মতিউর রাহমান মাদানির ভুমিকা অনস্বীকার্য! তিনি এসি রুমে বসে যে খেদমত করছে/করেছে তার ৫% আপনার মত মুফতির সারা দুনিয়াতে ঘুরে ও করা সম্বব নয়!

কবুলিয়াত আল্লাহর হাতে, চারদিকে তাকিয়ে দেখলেই কিছুটা আচ করতে পারবেন।তাছাড়া তিনি শুধু সৌদি তে ই নয় বরং রাষ্ট্রীয় মেহমান হিসেবে কুয়েত/কাতার/আরব আমিরাত /বাহরাইন /মালয়েশিয়া /মালদ্বীপ সহ বেশ কয়েকটি দেশে পাব্লিক লেকচার দিয়েছেন!

কয়েকদিন আগেই "শাইখ" ডুবাইতে খোলা গ্রাউন্ডে বক্তব্য দিলেন!সুতরাং বক্তার এই অভিযোগ মিথ্যা প্রোপাগান্ডা ছাড়া কিছুই নয়!

- ২/ এই খবিস/শয়তান(শাইখ মতিউর রাহমান) বাংলাদেশে ইসলাম কায়েমের বিরুদ্ধে বক্তব্য দেয়!!!
তাকে(উস্তাদ মতিউর রাহমানকে) টাকা দিয়ে কিনে ফেলেছে ওরা!!!
- ♥#জবাব-সুবহান আল্লাহ! এই হল কথিত মুফতির ভাষা!!!
জনাব ফাসিকদের ন্যায় গালি দিয়ে কেন দলিলের মোকাবেলা করছেন? এটা তো দূর্বলদের লক্ষন!

চ্যলেঞ্জ করলাম সকল পাঠকদের- মাত্র একটা প্রমান দেখান যে, তিনি(উস্তাদ,মতিউর রাহমান) বাংলাদেশে ইসলাম কায়েমের বিরুদ্ধে কিছু বলেছে! আগামীকাল থেকেই শাইখ মতিউর রাহমান কে বয়কট করব।
তবে হ্যা, মওদুদি সাহেবের ভ্রান্ত থিউরির বিরোধীতা করার অর্থ যদি ইসলাম কায়েমের বিরোধীতা বলে চালিয়ে দেন তাহলে বলার কিছু ই নাই!
আরে ভাই আমরা তো রাষ্ট্রিয়ভাবে দ্বীন প্রতিষ্ঠার বিরোধীতা করছি না, বিরেধীতা করছি আপনার কর্মপদ্বতির!কোন মতবাদের বিরোধীতা করা মানেই কি ইসলামের বিরোধীতা করা???

আর উস্তাদ মতিউর রাহমান চাকুরী করে পরিবার চালান!যতটুকু জানি তিনি ছুটির দিনেও দাওয়াতি কাজে ব্যস্ত থাকেন! ওয়াজের বিনিময়ে পাব্লিকের পকেট ধোলাই করেন না!
এমন একজন দ্বায়ী ইল্লাল্লাহর উপর কি করে এমন অনুমান নির্ভর অপবাদ লাগিয়ে দিলেন যে "তাকে টাকা দিয়ে কি ফেলেছে"!!
অথচ অনুমান নির্ভরকথা/কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য রাসুল সা: কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন।কারন এটাও চরম মিথ্যাচার।
আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত রাসূল ﷺ বলেছেন,
إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ
-তোমরা ধারণা-অনুমান থেকে বেঁচে থাক কারণ ধারণা-অনুমান সর্বাপেক্ষা মিথ্যা কথা। [সহীহুল বুখারী হা/৬০৬৬, ৬৭২৪, সহিহ মুসলিম হা/৬৪৩০]

৩/বক্তব্যের এক ফাকে মুফতি সাহেব স্বরুপে ফিরে এসে বললেন--- গণতান্ত্রিক পদ্বতিতে ইসলাম কায়েমের জন্য তার দলকে রাষ্ট্র ক্ষমতায় নিতে গিয়ে আপনার জান/মাল /রক্ত কোরবানী দেওয়ার বিনিময়ে ১০০শ গলাকাটা শহিদের সাওয়াব পাবেন!!!
#জবাব-প্রথমত এমন কোন হাদিস আছে কিনা তা আমার জানা নাই! হয়ত মুফতি সাহেব এটা নিজ থেকে মেরে দিছেন!যদি এমন হাদিস থেকেও থাকে তারপর ও প্রশ্ন থেকে যায় গণতন্ত্র দিয়ে ইসলাম কায়েমের এই থিউরি কবে আবিষ্কার হল???
পাব্লিকলি এমন বক্তব্য দিয়ে একদিকে লোকদেরকে নিজ দলের দিকে ডাকা হচ্ছে,অন্যদিকে বানিয়ে দেওয়া হচ্ছে চরমপন্থি!

- ৪/ মতিউর রাহমান মাদানির কয়দিন জেল খেটেছেন?
- তার উপর কেন জুলুম হচ্ছেনা?

♥♥#জবাব-মুফতি সাহেব হয়ত ভুলেই গেছেন-তিনি নিজেই শাইখের উপর জুলুম করেছেন নিজ বক্তব্য দ্বারা!এরা রাজনৈতিক কারনে নির্যাতিত হওয়া নেতাদের পুঁজি করে ইসলামাইজেশন করার অপচেষ্টা করছে!
যদি জেলে যাওয়া/মাইর খাওয়াই হক্কের মানদণ্ড হত, তাহলে এদেশে হিজবুত তাওহীদ /জে.এম.বি/আন্সারুল্লাহ বাংলাটিম তো আরও বেশি হক্ক পন্থি হয়ে যেত।
♣♣প্রশ্ন রইল-
এদেশে বাংলা ভাই,শাইখ আব্দুর রহমান,মুফতি হান্নান,এরা জেলে গিয়েছে,ফাসিতে ঝুলেছে তারা তো দুনিয়ার কোন স্বার্থে এই সব করেনি, তাদের ব্যপারে তোমাদের অভিমত কি? কারন তোমাদের উসুল হল হক্ক পন্থী হওয়ার জন্য জেল খাটা & ফাসিতে ঝুলতে হয়!

♣♣দ্বিতীয়ত্ব: হকপন্থি হওয়ার জন্য যদি জেলে যাওয়া মানদন্ড হয় আর তখন সরকার যদি তাগুত হয়-
তাহলে আসাদুল্লাহ আল গালিব স্যারকে জামাত বি এন পি সরকার জেলে খাটালো(সাড়ে ৩ বছর) মিথ্যা অপবাদ দিয়ে তখন তাগুত কারা ছিল & হকপন্থি কারা ছিল? জানি এসব প্রশ্নে উত্তর পাবো না!
তাই আমার দ্বিনি ভাইবোন দের কে অনুরোধ করব দ্বিনের জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে অবশ্য ই সতর্কতা অবলম্বন করবেন!যার তার কাছ থেকে ইল্ম নিতে যাবেন না! কারন
ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সিরিন (রহঃ) বলেছেন,
إنَّ هذا العلم دين ؛ فانظروا عمَّن تأخذون دينكم
“নিশ্চয় এই ইলম দ্বীনের অন্তর্ভূক্ত। সুতরাং লক্ষ্য রেখো! কার নিকট থেকে তুমি তোমার দ্বীন গ্রহণ করছো।”(দারেমি)
কলাম-আখতার বিন আমির ছালালাহ--ওমান

ফেসবুকে অল্প ইল্ম ওয়ালাদের ফতওয়া ফিতনা থেকে সতর্ক হউন!

সহীহ-আকিদা(RIGP) 5 months ago read online articles, অজ্ঞ ব্যাক্তির কাছে ঈল্ম নেওয়া সম্পর্কে

ফেসবুকে অল্প ইল্ম ওয়ালাদের ফতওয়া ফিতনা থেকে সতর্ক হউন!

- আস'সালামু আ'লাইকুম ওয়া রাহ'মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাত্বহ।

প্রিয় দ্বীনী ভাই ও বোনেরা,

কিছু কথা কয়েকদিন ধরেই বলার ইচ্ছা ছিল কিন্তু পর্য়াপ্ত সময়ের অভাবে বলতে পারিনি!

ফেসবুক আইডি ওপেন করেছি সম্ববত ৫ বছর আগে! এর ই মধ্যে এই ফেবুর কল্যানে অদেখা বহু দ্বীনী ভাইয়ের সাথেই আন্তরিক সম্পর্ক তৈরি হয়েছে- আলহামদুলিল্লাহ।

জীবনে কখনোই দেখা হয়নি, এমন অনেক ভাইয়ের আন্তরিকতা /ভালবাসা আমাকে খুবই মুগ্ধ করেছে! জানিনা এই ভালবাসার যোগ্য আমি ছিলাম কিনা!

আল্লাহতালা আমাদের সকল দ্বীনী ভাই-বোনদেরকে জান্নাতে মিলিত হওয়ার তাওফিক দিন ---আমিন।

পর-সমাচার,

সুযোগ /সময় থাকার পরেও ফেসবুকে গত দুই /তিন বছর আগেও তেমন কোন লিখালিখি করতাম না! আর ক্রিটিকাল ট্রপিক গুলো প্রথম থেকেই এড়িয়ে যেতাম বির্তকের ভয়ে! অবশ্য এর আগে ফেবুতে নিয়মিত না থাকলেও গত এক বছর নিয়মিত ই আছি, তাই মাঝেমাঝে আপত্তিকর কিছু দেখলে এই মিসকিন ভাংগা চুরা বিদ্যা নিয়ে একটু আধটু লিখার চেষ্টা করি মাত্র! কিন্তু এটাই আমার জন্য "কাল" হয়ে দাড়িয়েছে!!!

বর্তমান আমাদের কিছু ভাইদের অবস্থা হয়েছে এমন যে, দুনিয়াবি বিষয়ে কোন বুদ্ধির প্রয়োজন হলে লক্ষ টাকা খরচ করে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির শরণাপন্ন হবে কিন্তু দ্বীনের ব্যপারে প্রশ্নের উত্তর জানার প্রয়োজন হলে ওই একই ব্যক্তি তখন আলেম আর জাহেলের মধ্যে পার্থক্য করেনা! এজন্য ই দেখা যায়, আমার মত জাহিল ব্যক্তির(!) ইনবক্সও প্রশ্নাঘাতে জর্জরিত থাকে যা আমার জন্য খুব ই লজ্জার ও পীড়াদায়ক!

অধিকাংশ সময়ে "জানিনা" অথবা "আলেমদের জিজ্ঞেস করেন" বলে এড়িয়ে গেলেও অনেকেই তা ভালভাবে নেন না! কয়েকদিন আগে এক ভাইকে কয়েকজন শাইখের নাম্বার দিয়ে বলেছিলাম "উনাদের জিজ্ঞেস" করেন!কিন্তু তিনি এতে সন্তুষ্ট হতে পারলেন না! অলরেডি মুখের উপর বলেই ফেললেন "ভাই কি জেনেও না জানার ভান ধরলেন "!!! (আউজুবিল্লাহ)

আসলে সমস্যা টা কি জানেন?

বর্তমানে ফেইসবুকের ফিত্নায় পড়ে বহু মূর্খ লোকও দ্বীন মৌলিক জ্ঞান ছাড়াই অনেক লম্বা লম্বা প্রবন্ধ লেখা শুরু করছে ! যার ফলে লোকেরা আলেমদের কাছে না গিয়ে জাহেলদেরকে দ্বীনের ভিবিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করছে আবার তারাও দেদারছে উত্তর বিলি করা শুরু করছে!(যেহেতু মোবাইল বা কম্পিউটারে হাতের কাছেই পাওয়া যায়)!

অথচ কুরআন ও সুন্নাহর বিজ্ঞ আলেমদের নিকট হতে ফতওয়া না নিয়ে অজ্ঞ-মূর্খ লোকদের নিকট হতে ফতওয়া নেওয়ার ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলছেন-"আল্লাহতালা বান্দার অন্তর হতে ইল্ম বের করে নিবেন না বরং তা উঠিয়ে নিবেন আলেমদের মৃত্যুর মাধ্যমে। অবশেষে

যখন কোন আলেম বাকী রাখবেন না, তখন লোকেরা জাহিলদের গ্রহণ করবে "আলেম" হিসেবে।যখন তাদেরকে মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হবে, তখন তারা ফতওয়া দিবে- না জেনে। ফলে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যদেরও পথভ্রষ্ট করবে। (সহীহ বুখারী)।

কার কাছ থেকে ফতওয়া জেনে নিবেন?

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔

উচ্চারণঃ ফাস-আলু আহলায-যিকরি ইন কুনতুম লা তাআ'লামুন।

অর্থঃ যদি তুমি না জানো, তাহলে 'আহলে যিকির' (যারা জ্ঞানী/আলেম) তাদের কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নাও। সুরা আল-আম্বিয়াঃ ৭।

আয়াতের তাফসীরঃ এই আয়াতে কোন বিষয় জানা না থাকলে তা আলেমদের দিকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য তাকীদ দেওয়া হয়েছে, যা সাধারণ মানুষের জন্য অপরিহার্য; যা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। সুতরাং এই আয়াতের অর্থ হল, আলেমদের সাহায্য নিয়ে শরীয়তের উক্তি ও বক্তব্য সম্পর্কে জেনে নাও। (আহসানুল বায়ান)

ইদানীং কিছু ভাইকে দেখলাম যোগ্যতা না থাকার পরেও নিজে নিজে ফেবুতে ফতওয়া প্রসব করছে!

যদি বলি -ভাই আলেমদের কলম কেড়ে নিচ্ছেন কেন?তখন প্রতিত্তরে আলেমদের তওহীন করে মুখ ভেংছিয়ে বলে ফেলে"শুধু কি আলেমরাই ফতওয়া দিবে?তারাই কি দ্বীনের তাবেদারি করবে?হেনতেন.....!

ভাইরে আগে নিজে আলেম-উলামাদের কাছ থেকে দ্বীন শিখুন তারপর তা ইখলাসের সহিত মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার অবশ্যই অনুমতি আছে।মুলত যারা সত্যিকার অর্থেই দ্বীন সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করেছেন, তাঁদের উপর দাওয়াতের এই মহান কাজ করা 'ফরয'। কিন্তু আপনি ফতোয়া দেওয়ার মতো যোগ্যতা অর্জন না করেই নিজে নিজে ফতোয়া দেওয়া শুরু করা হারাম, এমনকি কখনো সেটা কুফুরীর মতো জঘন্য কাজ হিসেবেও বিবেচিত হতে পারে!এ প্রসঙ্গে

নাবী সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি (বিশুদ্ধ) জ্ঞান ছাড়া ফতোয়া দেয় এর গুনাহ ফতোয়া দাতার ওপর হবে।" আবু দাউদঃ ৩৬৫৭, হাদীসটি হাসান সহীহ, শায়খ আলবানী।

আন্দাজে বা অল্প ইলম নিয়ে হালালকে হারাম বলে ফতোয়া দেওয়া অথবা হারাম জিনিসকে হালাল বলে ফতোয়া দেওয়া কুফুরী কাজ এবং এর দ্বারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করা হয়। আল্লাহ তাআলা কুরআনে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন, তোমরা জিহবা দিয়ে (মনগড়া ফতোয়াবাজি করে) বলোনা এইটা হালাল এইটা হারাম। এর শাস্তি অত্যন্ত ভয়াবহ, এমনকি এর দ্বারা কেউ দ্বীন থেকে খারেজ হয়ে কাফেরও হয়ে যেতে পারে (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক)!

অনেকেই আবার প্রশ্ন করেন তাহলে শাইখ মতিউর রহমান মাদানী হাফি: ,ড.জাকারিয়া হাফি: , ড.সাইফুল্লাহ হাফি: তারা ফতোয়া দেওয়ার মত যোগ্য ব্যক্তি কিনা?

উত্তরে শুধু এতটুকুই বলব উনারা কেউই নিজস্ব ফতোয়া দেন না বরং জেনুইন আলেমদের ফতওয়া তুলে ধরেন মাত্র!উনারা হচ্ছেন আলেমদের ছাত্র, অনেক রাব্বানি ওলামার সানিধ্য পেয়েছেন & উনারা ফতোয়া দেওয়ার মতো উম্মাহর যোগ্য মুফতি বা প্রকৃত আলেমদেরকে অনুসরণ করেন।তাছাড়া উনাদের আমানতদারিতা নিয়েও আমি সন্দেহ মুক্ত সেজন্যই নাম মেনশন করলাম!

তাহলে প্রশ্ন থেকে যায় আলেম কারা? একজন আলেমের কি কি যোগ্যতা থাকা চাই?

এক কথায় উত্তর--

একজন আলেমের যোগ্যতা সম্পকে বিস্তারিত জানার জন্যে এই লেকচার টি শুনুন–

https://m.youtube.com/watch?v=byX8867pyvk&feature=youtube_gdata_player

পরিশেষে দোয়া করি ---আল্লাহতালা আমাদের সকলকে যাবতীয় ফিতনা থেকে হেফাজত করুন----আমিন

কলাম-আখতার বিন আমির ছালালাহ-ওমান

ভ্রান্ত ওয়ালা বক্তা

অজ্ঞ ব্যাক্তির কাছে ঈল্ম নেওয়া সম্পর্কে

সহীহ-আকিদা(RIGP) 5 months ago read online articles, অজ্ঞ ব্যাক্তির কাছে ঈল্ম নেওয়া সম্পর্কে

সময় থাকতে এই সমস্থ চরমপন্থি মাজহুল ব্যক্তি,ইমরশোনাল ,মনোমুগদ্ধকর বক্তা থেকে সাবধান হউন ।। An ignorant person, extremist cleric, embarrassment, amusement, accepts confidential talker, acceptance from them.

কে এই তামিম আল আদনানি?

- আসসালা-মু 'আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু।
- সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা-র জন্য এবং অসংখ্য সলাত ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বশেষ নাবী ও রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি।

■ সুচনাঃইসলামের ইতিহাসজুড়ে, সময়ের পরিক্রমায় অসংখ্য গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছিল যারা এই ধর্মের ব্যাপারে মৌলিকভাবে নতুন ও বিচিত্র ধরনের সব চিন্তাধারা প্রবর্তন করে এসেছে। এই গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে অন্যতম সহিংস গোষ্ঠীর উত্থান হয়েছিল ৬৫৬ থেকে ৬৬১ সাল পর্যন্ত আলী (রাঃ) এর খিলাফতে রাজনৈতিক কোন্দলের সময়, যারা 'খারিজী' নামে পরিচিত ছিল। এক মৌলিক রাজনৈতিক চিন্তাধারা থেকে এদের উত্থান হয়েছিল, যা পরবর্তীতে চরমপন্থায় রূপ নেয় এবং অন্য সকল মুসলিমদের চিন্তাধারা থেকে ভিন্ন হয়ে যায়। যদিও মুসলিম বিশ্বে তারা কখনোই বড় রাজনৈতিক কিংবা ধর্মীয় শক্তিতে পরিণত হতে পারেনি, তবুও তাদের সময়ে তাদের প্রভাব ছিল অনেক বেশী। তাদের এই চিন্তাধারা সময়ের পরিক্রমায় গত ১৪০০ বছর ধরে অসংখ্যবার একই ধরনের অন্য অনেক গোষ্ঠীর মাঝে পুনরাবৃত্ত হয়ে এসেছে যা আজও চলমান।

✍ আলী (রা) এবং আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রা) থেকে বিভিন্ন সহীহ সনদে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন,

- خ یر ق ول من ي قول ون) البريةِ قولِ خيرِ مِن يقولونَ الأحلامِ سُفَهاءُ ، الأسنانِ (أحدث) حُدَثاءُ قومٌ (ال زمان اخر ف ي الأمة هذه ف ي) ف يكم ي خرج هفاقتُلو لَقِيتُموهم (فأينَما) ف إذا ، حناجرَهم إيمانُهم اوِزُيُجِ لا ، الرميةِ منَ السهمُ يمرُقُ كما (ال حق من) الإسلامِ منَ يمرُقونَ (ال حق ي تكلمون) (ال برية القيامةِ يومَ الله ع ند قتلَهم لِمَن أجرٌ قتلَهم فإنَّ ،

"এ উম্মাতের মধ্যে (তোমাদের মধ্যে, শেষ যুগে) এমন একটি সম্প্রদায় আগমন করবে যারা বয়সে তরুণ এবং তাদের বুদ্ধিজ্ঞান অপরিপক্কতা ও প্রগভতায় পূর্ণ। মানুষ যত কথা বলে তন্মধ্যে সর্বোত্তম কথা তারা বলবে (সর্বোত্তম মানুষের কথা বলবে, সত্য-ন্যায়ের কথা বলবে)। কিন্তু তারা সত্য, ন্যায় ও ইসলাম থেকে তেমনি ছিটকে বেরিয়ে যাবে, যেমন করে তীর শিকারের দেহ ভেদ করে ছিটকে বেরিয়ে যায়। তাদের ঈমান তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তোমরা যখন যেখানেই তাদেরকে পাবে তখন তাদেরকে হত্যা করবে; কারণ তাদেরকে যারা হত্যা করবে তাদের জন্য কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট পুরস্কার থাকবে।"

বুখারী, আস-সহীহ ৩/১৩২১, ৪/১৯২৭; মুসলিম, আস-সহীহ ২/৭৪৬; তরমিযী, মুহাম্মাদ ইবনু ঈসা (২৭৯ হি.), আস-সুনান ৪/৪৮১; নাসাঈ, আহমদ ইবন শু'আয়ব (৩০৪ হি.), আস-সুনানুল কুবরা ৪/১৬১।

- উপরোক্ত হাদিসে ইসলামের নামে বা সত্য, ন্যায় ও হক্ব প্রতিষ্ঠার নামে সন্ত্রাসীকর্মে লিপ্ত মানুষদের দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে:

প্রথমত,

এরা অপেক্ষাকৃত তরুণ বয়সের। 'যুল খুওয়াইসিরা'র মত দুচার জন বয়স্ক মানুষ এদের মধ্যে থাকলেও এদের নেতৃত্ব, সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষমতা ইত্যাদি সবই যুবক বা তরুণদের হাতে। সমাজের বয়স্ক ও অভিজ্ঞ আলিম ও নেতৃবৃন্দের নেতৃত্ব বা পরামর্শ এরা মূল্যায়ন করে না।

দ্বিতীয়ত,

এদের বুদ্ধি অপরিপক্ক ও প্রগলভতাপূর্ণ। আমরা আগেই দেখেছি যে, সকল সন্ত্রাসই মূলত রাজনৈতিক পরিবর্তন অর্জনের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়। আর রাজনৈতিক পরিবর্তনের জন্য অস্থিরতা ও অদুরদর্শিতা সন্ত্রাসী কর্মের অন্যতম কারণ। অপরিপক্ক বুদ্ধি, অভিজ্ঞতার অভাব ও দূরদর্শিতার কমতির সাথে নিজের জ্ঞান ও বুদ্ধির অহঙ্কার এ সকল সত্যান্বেষী ও ধার্মিক যুবককে ইসলাম থেকে বিচ্যুত করেছিল।

- ✍ উস্তাযুল আলেম, ইমাম আব্দুল আ'জিজ বিন বাজ রহি'মাহুল্লাহ বলেন -

"হক্কপন্থী লোকেরা যদি কোনটা সত্য আর কোনটা মিথ্যা, সেই কথা বর্ণনা না করতো, তাহলে ভ্রষ্টতার শিকার হয়েছে এমন লোকেরা তাদের ভুলের উপরেই থেকে যেত। তখন সাধারণ লোকেরা অন্ধভাবে সেই ভ্রষ্টতার অনুসরণ করতো। সুতরাং যারা সত্য জেনেও চুপ করে ছিলো, লোকদের পথভ্রষ্ট হওয়ার পাপ তাদের উপরেও পড়তো।"

মাজমু ফাতাওয়াঃ ৩/৭২।

- প্রিয় দ্বীনী ভাই ও বোনেরা,

অনলাইন এ নবাগত দ্বীনী ভাই-বোনেরা বর্তমানে সবচেয়ে বড় যে ফিত্নার মাঝে হাবুডুবু খাচ্ছে তা হল যারতার কাছ থেকে, যেখান সেখান ইল্ম অর্জনের দিকে ধাবিত হওয়া! ফলে আলেমদের ছেড়ে দিয়ে মোডারেট দ্বায়ীগন অগ্রাধিকার পাচ্ছে!

কেউ কেউ আবার এসকল মাজহুল ব্যক্তিদেরকে জিহাদি আলেম, মুজাহিদ মুফতি,উলামায়ে হক ইত্যাদি লকবে ভুষিত করে তৃপ্তির ঢেকুর ফেলছেন! এসকল গুপ্তঘাতকরা মুলত লোকদেরকে নিজেদের দিকে আকৃস্ট করতে প্রথমে কুরআন ও হাদীস থেকে কিছু হাওয়ালা দেয়! এরপর ইউটিউব বা ইন্টারনেটে কিছু ওয়াজ,লেকচার ছেড়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করে!

- তারপর ফেইসবুক, টুইটারে কয়েক লক্ষ লাইকার, ফলোয়ার বা একনিষ্ঠ মুরীদ জোটাতে পারলেই শুরু হয় তাদের বিষাক্ত মিশন!

যেহেতু আজকালকার ২০/২৫ বছরের যুবকদের রক্ত টগবগে গরম থাকে! তাই তাদের এই উইকনেসকে কাজে লাগাতে কৌশলে হৃদয় গলানো বা গরম গরম আবেগী বক্তৃতা দিয়ে বা মনভুলানো কিছু লেখালিখি করে তাদের মগজ ধোলাই করে!

- ঠিক তেমনি একজন চরমপন্থী মাজহুল ব্যক্তি হলেন "তামিম আল আদনানী" যার ভিডিও গুলো ইদানীং ভাইরাল হচ্ছে! একটি মহল সু-পরিকল্পিতভাবে "Ummah Network" নামক চ্যানেলের মাধ্যমে চারদিকে তার খন্ড খন্ড মনভোলানো বক্তব্যগুলো ছড়িয়ে দিচ্ছে! ইমোরশনাল স্পিচ, মনোমুগদ্ধকর প্রেজেন্টেশন আর সমসাময়িক বিষয়ভিত্তিক বক্তব্যের সাথে আরবী নাশিদের ব্যাকসাউন্ড দিয়ে সহজেই যুবকদের আকৃস্ট করে ফেলছেন! দুই চারটা সহীহ্ কথার আড়ালে বক্তা এমনভাবে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি আর হাদিসের অপব্যাখা যোগ করে দেন,তাতে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হতে বাধ্য!

তাইতো আল আল্লামাহ মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল উছাইমিন রাহিমাহুল্লাহ বলেছিলেন,

"অনেক মানুষকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে, কিন্তু অর্জিত সেই জ্ঞান অনুধাবন করার মতো ক্ষমতা তাদেরকে দেওয়া হয়নি। না বুঝে শুধু কুর'আন মাজীদ ও হাদীস মুখস্থ করাই যথেষ্ট নয়। বরং অবশ্য-ই আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীসের মর্মার্থ আপনাকে বুঝতে হবে।

- ঐ লোকদের দ্বারা কতইনা ত্রুটি-বিচ্যুতি সংঘটিত হয়েছে, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীসের মর্মবাণী না বুঝেই সেটাকে দলীল হিসেবে পেশ করছে, যার ফলে তাদের অনুসারীদের মাঝে অনেকেই পথভ্রষ্ট হয়েছে।"

আল্লাহু মুস্তা'আন।

[ফাতওয়া আরকানুল ইসলাম, ঈমান অধ্যায়]

আমরা যারা সাধারণ মানুষ, দ্বীন সম্পর্কে, কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখিনা , তাদের সামনে যদি একজন মূর্খ লোকও সামান্য কিছু পড়াশোনা করে আলেমের লেবাস ধরে, আমরা কিন্তু ধরতে পারবোনা এই লোকটা আসলেই কি একজন আলেম নাকি আলেম না হয়েও আলেম সেজে আমাদেরকে ধোঁকা দিচ্ছে?

একজন জুহুরীই কেবলমাত্র চিনতে পারে কোনটা আসল রত্ন কোনটা সস্তা পাথর, একজন স্বর্ণকারই চিনতে পারে কোনটা খাঁটি স্বর্ণ আর কোনটা সিটি গোল্ড বা ইমিটেশান! রাইট?

ঠিক তেমনি একজন প্রকৃত আলেমই আসলে চিনতে পারেন, কে আলেম আর কে জাহেল (মূর্খ)।

আজ মনে পড়ে গেল জার্মানির খলনায়ক হিটলারের কথা! তার বক্তৃতার মধ্যেও যাদু ছিল। মানুষ বক্তব্য শুনেই মুগ্ধ হয়ে যেতো। যেকারণে সামান্য একজন সৈনিক হওয়া স্বত্বেও হিটলার জার্মানির শাসক হতে পেরেছিল!

সেইজন্যই দেখতে হবে, যার ব্যাপারে কথা হচ্ছে, তার ব্যপারে তার পূর্বে বা তার সময়কার যারা "আলেম" ছিলেন, তারা কি তাকে একজন আলেম বলে মনে করতেন, নাকি জাহেল (মূর্খ) বলে মনে করতেন?

আমাদেরকে একটা বিষয় বুঝা উচিত "ইলম" বা দ্বীনের জ্ঞান আকাশে বাতাসে ঘুরে বেড়ায় না, যার ইচ্ছা ওখান থেকে নিয়ে সে আলেম হয়ে যাবে। সকল যুগের শ্রেষ্ঠ আলেমগন গর্তে/জংগলে/পর্দার অন্তরালে কখনোই লুকিয়ে ছিলেন না বরং তারা সরাসরি মানুষের সাথে উঠাবসা, চলাফেরা করতেন এবং সরাসরি লোকালয়ে দ্বীনের দাওয়াত দিতেন!
একজন মাজহুল ব্যক্তি যে কিনা প্রকৃত আহলে সুন্নত নাকি আহলে বিদআতের লোক , আলেম নাকি জাহেল, এই বিষয়গুলো ভালোভাবে যাচাই না করে তার কাছ থেকে দ্বীনের জ্ঞান হাসিল করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন সালাফগন!

✍ ইমাম শু'বাহ রাহিমাহুল্লাহ (মৃত্যুঃ ১৬০ হিজরী) বলেন, "ইলম তার কাছ থেকেই নাও, যে ব্যক্তি পরিচিত।"
[আল-জারহ ওয়াত-তা'দীলঃ ২/২৮]
অর্থাৎ যাকে সমসাময়িক ওলামাগন চিনেন/জানেন, যার আমানতদারী, বিশ্বস্ততার ব্যাপারে তারা সন্দেহমুক্ত এবং যিনি আলেমদের সহবতে থেকে ইল্ম অর্জন করেছেন বলেই আওয়ামের কাছে প্রতীয়মান হয়!

কে এই তামিম আল আদনানী, কি তার আকিদা, মানহাজ, কি তার পরিচয়, কি তার পড়াশোনা,
কারা তার উস্তাদ? সে কি বাংলাদেশি নাকি আরবীয়,
তাকে সম-সাময়িক কোন আলেম চিনেন কিনা, বা তিনি আলেমদের কাছ থেকে দ্বীন শিখেছেন কিনা, তাঁদের সাথে কোন সম্পর্ক রাখেন কিনা অথবা ওলামাদের, সহবতে ছিলেন কিনা, এসব বিষয়াদি না জেনেই এমন ব্যক্তি থেকে দ্বীনের জ্ঞান নেওয়া কোনভাবেই গ্রহনযোগ্য নয়! সালাফগন বলতেন "দ্বীনের ব্যাপারে "প্রকৃত আলেম" ছাড়া অপরিচিত, অজ্ঞ লোকদেরকে আলেম মনে করে তাদের কথা বিশ্বাস করবেনা। যদি করো, তাহলে যেন তুমি তোমার দ্বীনকেই ধ্বংস করলে"!

আমাদের অনুসন্ধানে "আদনানী" নামক এই প্রানীর অস্তিত্ব নিয়েই সন্দেহ রয়ে গেছে , হয়ত এই নামটি সাইনবোর্ড হিসেবে ব্যবহার করে দেশের চরমপন্থী গ্রুপগুলো যুবকদের ব্রেনওয়াশ করছে!, যাইহোক
এই আদনানী মুলত 'সালফে সালেহীন' (সাহাবীদের) আক্বীদাহ (ধর্মীয় বিশ্বাস) ও মানহাজে (কর্ম পদ্ধিত বা চলার নীতিতে) বিশ্বাসী নয়। অনেক সময় সে মনভোলানো যুক্তি ও কথার দ্বারা আহলে সুন্নাহর বিরোধীতা করে এবং কৌশলে তার ভক্ত-শ্রোতাদেরকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত থাকে।
❒ আল কায়েদা ও আদনানীঃ

- চরমপন্থি খারেজী সংগঠন আল কায়েদার সাথে তামিম আল আদনানীর সখ্যতা বেশ পুরানো!
এ বিষয়ে "আমি কেন আল কায়েদাতে যোগ দিলাম" শিরোনামে আদনানীর ঘণ্টাব্যাপী লেকচার রয়েছে!
সেখানে সে স্পটভাবে আল কায়েদাতে যোগদান এবং উসামা বিন লাদেনকে " শহিদ " ঘোষণা করেছেন এবং নিজেকে তার মতাদর্শের এখন হিসেবে উপস্থাপন করেন!
লিংকঃhttp://ia802604.us.archive.org/0/items/spostorupebornonakorun_590/KenoAqKeGrohonKorlam.mp3
- শুধু আল কায়েদাতে যোগ দিয়েই তিনি ক্ষান্ত হয় নি বরং কালো পতাকার হাদিস গুলোকে আল কায়েদার দিয়ে ফিট করে যুবকদের এই খারেজী সংগঠনে
যোগদানের আহবান জানিয়েছেন!
কোরআনের আয়াতের অপব্যখ্যার পাশাপাশি হাদিসের
ক্ষেত্রেও এই মিস্কিনের ধৃস্টতা চোখে পড়ার মত!
তার কালো পতাকা সম্বলিত হাদিস গুলোর জালিয়াতির জবাব দিয়েছেন ফাদ্বীলাতুস শাইখ ড.মুহাম্মদ সাইফুল্লাহ আল মাদানি হাফিযাহুল্লাহ।
লিংকঃ https://youtu.be/ODJRQ6HWamI

❒ আল কায়েদার ব্যাপারে আরব উলামাদের অবস্থানঃ

✍ আল আল্লামাহ শাইখ সালেহ বিন আব্দুল আযীয আলুশ শাইখ হাফিযাহুল্লাহ বলেন,
أن بعض المعلمين يُمجِّد أسامة بن لادن (!) ؛ وهذا خلل في فهم الإسلام
কিছু কিছু চিহ্নিত ব্যক্তি উসামা বিন লাদেনকে সম্মান দেয়। এটা মূলত ইসলাম ভালভাবে না বুঝার কারণে। (দা'ওয়াহ পত্রিকা, সংখ্যা, ১৮২৬৩, যুল কা'দাহ , ১৪২২)

✍ আশ শাইখ আহমাদ নাজমী রাহিমাহুল্লাহ বলেন,
لا شك أن هؤلاء يعتبروا من المحدثين، وهؤلاء الذين آووهم داخلون في هذا الوعيد الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم واللعنة التي يلعنها الله من فعل ذلك، ((لعن الله من آوى محدثاً))
নিঃসন্দেহে তালেবান ও উসামা বিন লাদেন বিদ'আতীদের অন্তর্ভূক্ত। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদ'আতীদের ব্যাপারে যে শাস্তির কথা বলেছেন তারা তাদের অন্তর্গত এবং যে লানত করেছেন সে লানত তাদের ওপর বর্তাবে। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সে বিদ'আতীকে প্রশ্রয় দেয় তার ওপর আল্লাহর লানত। (কালিমাতু হাক ফী উসামা বিন লাদেন, ১৮২-১৮৩)
✍ আশ শাইখ মুকবিন বিন হাদী আল-ওয়াদিঈ ইয়ামী রাহিমাহুল্লাহ বলেন
أبرأ إلى الله من بن لادن فهو شؤم وبلاء على الأمة وأعماله شر.
আমি বিন লাদেন থেকে আল্লাহর কাছে মুক্ত ঘোষণা করছি। সে উম্মাহর জন্য অমঙ্গল ও বিপদ আর তার কর্মকাণ্ড জঘন্য। (রায়ুল আম কুয়েতিয়া পত্রিকা, ১৯/১২/১৯৯৮, সংখ্যা, ১১৫০৩)
✍ উস্তাযুল আলেম ইমাম বিন বায রাহিমাহুল্লাহ বলেন,
أن أسامة بن لادن من المفسدين في الأرض، ويتحرى طرق الشر الفاسدة.
উসামা বিন লাদেন জমিনে ফাসাদ সৃষ্টিকারী। সে জঘন্য ফাসাদের পন্থা অন্বেষণকারী। (মুসলিমূন পত্রিকা, ৯ জমাদিউল উলা, ১৪১৭)

✍ শাইখ সালমান আল আওদাহ (যে কিনা এক সময় আল কায়েদার সাথে জড়িত ছিল) ২০০৭ সালে উসামাকে হাজার হাজার মানুষ হত্যার দায়ে অভিযুক্ত করে বিবৃতি দিয়েছিল এবং নিজেকে তার থেকে মুক্ত ঘোষণা করেছিল!
তিনি আরও বলেছেন, "আমি অত্যন্ত স্পষ্টভাষায় ও কণ্ঠে বলছি: আল্লাহ কখনোই ফাসাদকারীদের কাজ সংশোধন করবেন না। তিনি প্রবঞ্চকদের কৌশল সুপথে চালিত করবেন না। যারা ইসলামের নাম নিয়ে কিংবা শরীয়াহ কায়েমের নাম নিয়ে মুসলিমদের হত্যা করে, তারা কোনদিন সফল হবে না, কোনদিন তাদের সংশোধন হবে না। তারা আল্লাহর শাস্তি ভোগ করতে যাচ্ছে এবং অন্যদের জন্য দৃষ্টান্তে পরিণত হতে যাচ্ছে যদি তারা এর পূর্বেই তাওবা না করে"।
লিংকঃ
http://www.islamtoday.net/salman/artshow-28-120375.htm

যেহেতু আইএস, আল কায়েদা ও সমমনা দলগুলোর মানহাজ প্রায় একই অর্থাৎ এরা খারেজী এবং ফিতনা সৃষ্টিকারী। আহলুল সুন্নাহর উলামারা প্রায় সবাই এদের ব্যাপারে একমত। ইন্ডিয়ার বিখ্যাত বক্তা ও দাঈ ব্রাদার ইমরান (হাফিযাহুল্লাহ) ৫০ জন শীর্ষস্থানীয় উলামার ফাতওয়া ও বিভিন্ন দলিল এনেছে আল কায়েদার বিরুদ্ধে যাতে সমস্ত উলামারা এদেরকে চরমপন্থী খারেজী সংগঠন হিসেবে 'রায়' দিয়েছেন।
লিংকঃ https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=krIVzME_Jkk

❒ সর্বশেষ নসিহতঃ অর ......

সাহাবীদের পর থেকে তাবেয়ীদের যুগ থেকে, যখন থেকে মুসলমানদের মাঝে “উলামায়ে ছু” (মন্দ বা পথভ্রষ্ট আলেম) ও আয়াম্মায়ে দ্বোয়াল্লিন (পথভ্রষ্ট

ইমাম বা নেতা) মুসলিম উম্মাহর মাঝে প্রবেশ করেছে,

তখন থেকেই আমাদের আলেমরা বার বার সতর্ক করে

গেছেনঃ ইসলাম শেখার জন্য যাকে-তাকে “উস্তাদ” বা

শিক্ষক হিসেবে গ্রহণ না করার জন্য। কেননা চরমপন্থীরা কিছু ভাল কথার আড়ালে তাদের ‘জাহালত’ (অজ্ঞতা) ও ‘দ্বোয়ালালাহ’ (ভ্রষ্টতা) লুকিয়ে রাখে, যার দ্বারা আপনি, আমি বিভ্রান্ত হতে বাধ্য!

- তাই নবাগত দ্বীনী ভাইগন হ্যামিলনের বাশিওয়ালা নয় বরং সালাফদের মানহাজের উপর প্রতিষ্ঠিত আলেমদের থেকে ইল্ম হাসিল করুন।

এক্ষেত্রে বিখ্যাত তাবি'ঈ ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু সীরন রাহিমাহুল্লাহ-র সেই বিখ্যাত উক্তি টি আবারো স্বরন করিয়ে দিচ্ছি!

✍ তিনি (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন,

إنَّ هذا ال علم دي ن ؛ فا نظروا عمَّن تأخذون دي نكم

নিশ্চয় এই ইলম দ্বীনের অন্তর্ভূক্ত। সুতরাং লক্ষ্য রেখো! কার নিকট থেকে তুমি তোমার দ্বীন গ্রহণ করছো।

- নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা-ই পারেন পথভ্রষ্টদের পথ দেখাতে। এই আলোচনায় কারো যদি কোনো উপকার হয়ে থাকে, তার সকল প্রশংসা আল্লাহর! আর যদি এই আলোচনায় কোনো ভ্রান্তি থাকে তা নিশ্চয়ই আমার সীমাবদ্ধতা!

- আল্লাহ সুবহানু ওয়া তাআলা আমাদের সকলকে ' আল্লাহর কিতাব তথা "আল কুর'আন" ও "রাসুলের হাদীস' কে সালফে সালেহীনদের মতো করে বুঝে,

এবং সে-অনুযায়ী বেশী-বেশী নেক আমল করার তাওফিক দান করুন, আ-মীন।

❒ সংকলনঃ মুল-

আখতার বিন আমীর.....■ সহযোগীতায়ঃ--

একজন দ্বীনীভাই! admin rasikul islam

আরও লিঙ্ক-

"কে এই শাইখ তামীম আল আদনানী 2

I. জঙ্গি নেতা জসিম উদ্দিন রাহমানী, তামিম উদ্দিন আদনানী এবং ওলিপুরী হুজুরের ওয়াজ শুনে ফয়জুল জিহাদের বিষয়ে প্রভাবিত হয়
II. স্কাইপি আলাপে প্রকাশ হল নতুন জঙ্গি নেতার নাম
III. শায়খ তামিম আল আদনানী আনসার আল ইসলাম দলটির প্রধান। পার্ট- ১
IV. 5> কে এই চরমপন্থি আদনানি? 3 by rasikul islam

https://rasikulindia.blogspot.com (ইসলামিক বিশুদ্ধ শুধু বই পেতে)

V. এই ব্যাপারে- শাইখদের ভিডিও শুনতে—

VI. তামিম আল আদনানী র মুখোশ উন্মোচন করলেন শাইখ ইমাম হোসাইন। কে এই তামিম আল আদনানী?

VII. কে এই তামিম আদনানি? তার সম্পর্কিত কিছু কথা বলছেন শাইখ আমানুল্লাহ বীন ইসমাঈল মাদানি।

অবশেষে তামিম আল আদনানীর পরিচয় পাওয়া গেল

তামিম আল আদনানী সম্পর্কে যা বললেন || ড, আবু বকর মুহাম্মাদ জাকারিয়া ।।

সাবধান!সাবধান আল কায়দা তামিম আদনানী খারেজীর কাছ থেকে প্রিয় মুসলিম ভাইও বোনেরা নিজে বাচুনফেমলি বাচান

তামিম আল আদনানীর আসল পরিচয় Tamim Al Adnani || শায়খ মতীউর রহমান মাদানী

✓ @@ 1>>> কথিত শাইখ তামিম আল-আদনানি খোলা চিঠি দিয়েছে মক্কা মদিনার আলেমদের কাছে!তাও আবার বাংলা ভাষায়! তা কিন্তু হাতে লেখা কোন চিঠি নয়!একটি অডিও বার্তায়!😊 পাগলে কিনা বলে ছাগলে কিনা খায়।😊 এতেই স্পষ্ট প্রমান হয়ে যায় তার যোগ্যতা কতটুকু। আরে ভাই তুমি যদি মক্কা মদিনার আলেমদের থেকে বেশি জানো তাহলে আরবিতে বক্তব্য বা আরবি ভাষায় লিখে তাদের চিঠি দিতে পারতে!তারাতো আর বাংলা বুঝেনা।😊 তোমার উদ্দেশ্য কি তা জাতি আজ ভালভাবেই জানে যতই ছলচাতুরি করনা কেন আমাদের চোখে ফাকি দিতে পারবেনা। তুমি তো নিজেই একটা কাপুরুষ আজ পর্যন্ত তোমার মুখটাই জাতি দেখতে পারলে না। আর জংগলে বসে খালি জিহাদ জিহাদ করো! যেই খেলা তুমি শুরু করেছ আমরা তোমার খেলার শেষ দেখে ছাড়বো ইন শা আল্লাহ্। তুমি যে নব্য খারেজী তা আজ সবাই কমবেশি জানে।আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ্ যদি তোমাকে হেদায়েত না দেয় তাহলে যেন তোমাকে ও তোমার অনুসারীদের ধ্বংস করে দেয়।আমিন জংগী খারেজী আদনানী সম্পর্কে জানতে নিচের লেখাটা সম্পূর্ণ পড়ুন। "" অনলাইন এ নবাগত দ্বীনী ভাই-বোনেরা বর্তমানে সবচেয়ে বড় যে ফিত্নার মাঝে হাবুডুবু খাচ্ছে তা হল -যার তার কাছ থেকে, যেখান সেখান ইল্ম অর্জনের দিকে ধাবিত হওয়া! তাছাড়া অনেকেই আলেমদের ছেড়ে দিয়ে মোডারেট দ্বায়ীদের পিছনেও দৌড়ানো শুরু করছে! কেউ কেউ আবার এসকল মাজহুল ব্যক্তিদেরকে জিহাদি আলেম/ মুজাহিদ মুফতি/ওলামায়ে হক্ব টাইটেল লাগিয়ে দিয়ে তৃপ্তির ঢেকুর ফেলছেন! এসব গুপ্ত ঘাতক রা মুলত লোকদেরকে নিজেদের দিকে আকৃস্ট করতে প্রথমে কুরআন ও হাদীস নিয়ে কিছু হাওয়ালা দেয়! এরপর ইউটিউব বা ইন্টারনেটে কিছু ওয়াজ-লেকচার ছেড়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করে! তারপর ফেইসবুক, টুইটারে কয়েক লক্ষ লাইক, ফলোয়ার বা একনিষ্ঠ মুরীদ জোটাতে পারলেই শুরু হয় তাদের বিষাক্ত মিশন! যেহেতু আজকালকার ২০/২৫ বছরের যুবকদের রক্ত টগবগে গরম থাকে!তাই তাদের এই উইকনেস কে কাজে লাগাতে কৌশলে হৃদয় গলানো বা গরম গরম আবেগী বক্তৃতা দিয়ে বা মনভুলানো কিছু লেখালিখি করে মানুষের মগজ ধোলাই করে! ঠিক তেমনি একজন চরমপন্থি মাজহুল ব্যক্তি "তামিম আল আদনানি"র ভিডিও গুলো ইদানীং ভাইরাল হচ্ছে!একটি মহল সু-পরিকল্পিতভাবে "Ummah Network" নামক চ্যানেলের মাধ্যমে চারদিকে তার খন্ড খন্ড মনভোলানো বক্তব্য গুলো ছড়িয়ে দিচ্ছে! ইমরশোনাল স্পিচ, মনোমুগদ্ধকর প্রেজেন্টেশন আর সমসাময়িক বিষয়ভিত্তিক বক্তব্যের সাথে আরবী নাশিদের ব্যাকসাউন্ড দিয়ে সহজেই যুবকদের আকৃস্ট করে ফেলছে! দুই চারটা সহীহ্ কথার আড়ালে বক্তা এমন ভাবে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি আর হাদিসের অপব্যাখা যোগ করে দেন,তাতে সাধারন মানুষ বিভ্রান্ত হতে বাধ্য! আমরা যারা সাধারণ মানুষ, দ্বীন সম্পর্কে, কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে জ্ঞানী না, তাদের সামনে যদি একজন মূর্খ লোকও সামান্য কিছু পড়াশোনা করে আলেমের লেবাস ধরে, আমরা কিন্তু ধরতে পারবোনা এই লোকটা

আসলেই কি একজন আলেম? নাকি আলেম না হয়েও আলেম সেজে আমাদেরকে ধোঁকা দিচ্ছে? যেমন একজন জুহুরীই কেবলমাত্র চিনতে পারে কোনটা আসল রত্ন কোনটা সস্তা পাথর, একজন স্বর্ণকারই চিনতে পারে কোনটা খাঁটি স্বর্ণ আর কোনটা সিটি গোল্ড বা ইমিটেশান। রাইট? ঠিক তেমনি একজন প্রকৃত আলেমই আসলে চিনতে পারেন, কে আলেম আর কে জাহেল (মূর্খ)। আজ মনে পড়ে গেল জার্মানির খলনায়ক হিটলারের কথা! তার বক্তৃতার মধ্যেও যাদু ছিল। মানুষ বক্তব্য শুনেই মুগ্ধ হয়ে যেতো। যেকারণে সামান্য একজন সৈনিক হওয়া স্বত্বেও হিটলার জার্মানির শাসক হতে পেরেছিল! সেইজন্য ই দেখতে হবে, যার ব্যাপারে কথা হচ্ছে, তার ব্যাপারে তার পূর্বে বা তার সময়কার যারা "আলেম" ছিলেন, তারা কি তাকে একজন আলেম বলে মনে করতেন, নাকি জাহেল (মূর্খ) বলে মনে করতেন? আমাদেরকে একটা বিষয় বুঝা উচিত-"ইলম" বা দ্বীনের জ্ঞান আকাশে বাতাসে ঘুরে বেড়ায় না, যার ইচ্ছা ওখান থেকে নিয়ে সে আলেম হয়ে যাবে। সকল যুগের শ্রেষ্ঠ আলেমগন গর্তে/জংগলে/পর্দার অন্তরালে কখনোই লুকিয়ে ছিলেন না! বরং তারা সরাসরি মানুষের সাথে উঠাবসা, চলাফেরা করতেন এবং সরাসরি লোকালয়ে দ্বীনের দাওয়াত দিতেন! সেইজন্যই আলেমরা মাজহুল ব্যক্তি যে কিনা প্রকৃত আহলে সুন্নত নাকি আহলে বিদআতের লোক , আলেম নাকি জাহেল, এই বিষয়গুলো ভালোভাবে যাচাই না করে তার কাছ থেকে ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান নিতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। এই ব্যপারে ইমাম শু'বাহ রাহিমাহুল্লাহ (মৃত্যুঃ ১৬০ হিজরী) বলেন, "ইলম তার কাছ থেকেই নাও, যে ব্যক্তি পরিচিত।" [আল-জারহ ওয়াত-তা'দীলঃ ২/২৮] --- কে এই তামিম আল আদনানি? কি তার আকিদা, মানহাজ? কি তার পরিচয়?কি তার পড়াশোনা? কারা তার উস্তাদ? সে কি বাংলাদেশি নাকি আরবীয়? তাকে সম-সাময়িক কোন আলেম চিনেন কিনা, বা তিনি আলেমদের কাছ থেকে দ্বীন শিখেছেন কিনা, তাঁদের সাথে কোন সম্পর্ক রাখেন কিনা অথবা ওলামাদের, সহবতে ছিলেন কিনা, এসব বিষয়াদি না জেনেই এমন ব্যক্তি থেকে আপনি অন্ধের মত কি করে দ্বীনের জ্ঞান নিচ্ছেন? এ প্রসঙ্গে একজন সালাফ বলেছিলেন-দ্বীনের ব্যপারে "প্রকৃত আলেম" ছাড়া অপরিচিত, অজ্ঞ লোকদেরকে আলেম মনে করে তাদের কথা বিশ্বাস করবেনা। যদি করো, তাহলে যেন তুমি তোমার দ্বীনকেই ধ্বংস করলে"! আমাদের অনুসন্ধানে "আদনানি" নামক এই প্রানীর অস্তিত্ব নিয়েই সন্দেহ রয়ে গেছে , হয়ত এই নামটি সাইনবোর্ড হিসেবে ব্যবহার করে দেশের চরমপন্থি গ্রুপগুলো যুবকদের ব্রেনওয়াশ করছে!, যাহোক এই আদনানি মুলত 'সালফে সালেহীন' (সাহাবীদের) আক্বীদাহ (ধর্মীয় বিশ্বাস) ও মানহাজে (কর্ম পদ্ধিত বা চলার নীতিতে) বিশ্বাসী নয়। অনেক সময় সে মনভোলানো যুক্তি ও কথার দ্বারা আহলে সুন্নাহর বিরোধীতা করে এবং কৌশলে তার ভক্ত-শ্রোতাদেরকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত থাকে।

- ✓ চরমপন্থি খারিজি সংগঠন আল কায়েদার সাথে তামিম আল আদনানীর সখ্যতা বেশ পুরানো! এ বিষয়ে "কেন আল কায়েদাতে যোগ দিলাম" শিরোনামে আদনানীর ঘণ্টাব্যাপী লেকচার রয়েছে! সেখানে সে স্পটভাবে আল কায়েদাতে যোগদান এবং উসামা বিন লাদেন কে " শহিদ "হিসেবে উল্লেখ্য করে নিজেকে তার মতাদর্শের হিসেবে উপস্থাপন করেন! লিংক---

http://ia802604.us.archive.org/0/items/spostorupebornonakorun_590/KenoAqKeGrohonKorlam.mp3 শুধু আল কায়েদাতে যোগ দিয়েই ক্ষান্ত হয় নি বরং কালো পতাকার হাদিস গুলোকে আল কায়েদার দিয়ে ফিট করে যুবকদের এই খারিজি সংগঠনের যোগদানের আহবান জানিয়েছেন! কোরআনের আয়াতের অপব্যখ্যার পাশাপাশি হাদিসের ক্ষেত্রেও এই মিস্কিনের ধৃস্টতা চোখে পড়ার মত! যাহোক তার কালো পতাকা সম্বলিত হাদিস গুলোর জালিয়াতির জবাব দিয়েছেন ফজিলাতুস শাইখ ড.মুহাম্মদ সাইফুল্লাহ আল মাদানি হাফিঃ। লিংক---

https://youtu.be/ODJRQ6HWamI আল কায়েদার ব্যাপারে আরব ওলামাদের অবস্থানঃ খাওয়ারিজদের সংগঠন "আল-কায়েদা" নেতা ওসামা বিন লাদেন সম্পর্কে বর্তমান বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আলেমেদ্বীন আল্লামাহ বিন বাজ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "ওসামা বিন লাদেন হচ্ছে এমন এক ব্যক্তি যে কিনা পৃথিবীর উপর ফিতনা ছড়াচ্ছে, এবং ধংস আর অকল্যাণের পথে হাঁটছে। এবং সে নেতৃবৃন্দ ও শাসকদের সাথে বিদ্রোহ করেছে এবং তাদের চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে।" (আল-মুসলিমুন এবং আল-শারক আল-আওসাত পত্রিকাসমূহ থেকে নেয়া হয়েছে সময়কাল ছিল আরবি মাস জমাদাউল উলা, ১৪১৭ হিজরি, বা ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দ)। ইয়েমেনীয় দারুল হাদিস দাম্মাজের প্রতিষ্ঠাতা আল্লামাহ মুকবিল ইবন হাদি আল-ওয়াদি রাহিমাহুল্লাহ , কুয়েতি আল-রায়ু আল-আম (ইস্যু নং ১১৫০৩, ১২/১৯/১৯৯৮) পত্রিকাকে এক সাক্ষাতকারে বলেন, "এইখানে, আল্লাহ্‌র সামনে, আমি নিজেকে বিন লাদেন থেকে মুক্ত ঘোষণা করছি, কেননা সে গোটা মুসলিম জাতির জন্য বিপজ্জনক, আর তার কার্যকলাপ জঘন্য" বর্তমান বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস আল্লামাহ আব্দুল্লাহ মহসিন আল আব্বাস হাফি: বলেন-- আল কায়েদা হল জমিনের বুকে একমাত্র ফিতনা সৃস্টিকারী দল! এরা যে চরমপন্থি এতে কোন সন্দেহ নেই! লিংক-- https://youtu.be/nSsKaGMaCnc আল্লামাহ মুকবিল বিন হাদি আল ওয়াদি রাহি: আরও বলেন ওসামা বিন লাদেন হল খাওয়ারিজদের নেতা! এই উম্মাহ তাকফিরের মত যেসব বিপর্যয়ের মুখোখুখী হয়েছে তার জন্য সে দায়ী- লিংক--

https://youtu.be/BO7BcXTc4zw ফজিলাতুস শাইখ রমাজান আল হাজিরি হাফিঃ বলেন-- আল নুসরা,বোকো হারাম, আল কায়েদা ইত্যাদি সংগঠন গুলো জিহাদের নামে জমিনে ফিত্নার দার উন্মুক্ত করেছে! কোন সন্দেহ নেই, এরাই হল জাহান্নামের কুকুর! লিংক---

https://youtu.be/4dwlFMkhl2I শাইখ সালমান আল আওদাহ, যে কিনা এক সময় আল কায়েদার সাথে জড়িত ছিল সেই আওদাও ২০০৭ সালে ওসামাকে হাজার হাজার মানুষ হত্যার দায়ে অভিযুক্ত করে বিবৃতি দিয়েছিল! এবং নিজেকে তার থেকে মুক্ত ঘোষণা করেছিল! যেহেতু আইএস,

আল কায়েদা ও সমমনা দলগুলো খারেজী এবং ফিতনা সৃষ্টিকারী। এইসব বিষয়ে আহলুল সুন্নাহর উলামারা সবাই একমত। ইন্ডিয়ার বিখ্যাত বক্তা ও দাঈ ব্রাদার ইমরান (হাফি) ৫০ জন শীর্ষস্থানীয় উলামার ফাতওয়া ও বিভিন্ন দলিল এনেছে আল কায়েদার বিরুদ্ধে। যাতে সমস্ত ওলামারা বলেছেন এরা খারিজি সংগঠন! লিংক--https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=krIVzME_Jkk ®সর্বশেষ নসিহতঃ----- সাহাবীদের পর থেকে তাবেয়ীদের যুগ থেকে, যখন থেকে মুসলমানদের মাঝে "উলামায়ে ছু" (মন্দ বা পথভ্রষ্ট আলেম) ও আয়াম্মায়ে দ্বোয়াল্লিন (পথভ্রষ্ট ইমাম বা নেতা) মুসলিম উম্মাহর মাঝে প্রবেশ করেছে, তখন থেকেই আমাদের আলেমরা বার বার সতর্ক করে গেছেনঃ ইসলাম শেখার জন্য যাকে-তাকে "উস্তাদ" বা শিক্ষক হিসেবে গ্রহণ না করার জন্য। এইসব চরমপন্থি বক্তা কিছু ভাল কথার আড়ালে তাদের 'জাহালত' (অজ্ঞতা) ও 'দ্বোয়ালালাহ' (ভ্রষ্টতা) লুকিয়ে রাখে, যার দ্বারা আপনি, আমি বিভ্রান্ত হতে বাধ্য! তাই নবাগত দ্বীনী ভাইগন হ্যামিলনের বাশিওয়ালা নয় বরং সালাফদের মানহাজের উপর প্রতিষ্ঠিত আলেমদের থেকে ইল্ম হাসিল করুন। এক্ষেত্রে বিখ্যাত তাবি'ঈ ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু সীরন রাহঃ র সেই বিখ্যাত উক্তি টি আবারো স্বরন করিয়ে দিচ্ছি! তিনি বলেছেন- "নিশ্চয়ই এ ইল্ম হলো দ্বীনের অন্তভূক্ত! কাজেই কার কাছ থেকে তোমরা দ্বীন গ্রহণ করছে তা যাচাই করে নাও। (অর্থাৎ সত্যবাদী, দ্বীনদার এবং নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির কাছ থেকে দ্বীনের ইল্ম নেওয়া অবশ্যক)... ।।

- ✓ 2>> @@ ভয়ংকর এক ফিতনার নাম " তামিম আল আদনানি" এটা এখন অনেকেরই বুঝে আসবে না, আবার যখন বুঝে আসবে তখন সময় থাকবে না। বিশ্বাস হচ্ছে না???

- ✓ এই ভিডিও টা দেখুন। https://youtu.be/wZV0Yxcj1no কিভাবে মুসলিম আলেম ওলামাদের প্রতি বিদ্বেষ তৈরি করা হচ্ছে,কি ভাবে তাদের নামে ট্যাগ লাগানো হচ্ছে। মুসলিম ভুখন্ডের শাসকদের প্রতি মানুষকে উস্কে দিয়ে কিভাবে বিশৃঙ্খলা তৈরির প্রচেষ্টা চলছে, এরপর আরও কিছু কথিত শাইখ আছে যাদের নাম বলবো না যারা কিনা সয়ং ইউরোপ, আমেরিকা, লন্ডন সহ অমুসলিম দেশগুলাতে পরিবার সহ শান্তিতে বসবাস করেন আর মুসলিম ভূখণ্ডের দিকে ফতোয়া ঝাড়েন উমক কাফের, তোমক কাফের, উমক ইহুদির দালাল, অমক দরবারী আলেম, তোমক সরকারি আলেম, অমক মুরজিয়া, তোমক মাদখালি, অমক শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। আসলে তারা কারা?? যারা এই সব করেন?? তারা কি চান?? তারা তো ঠিক ই অই সব দেশে শান্তিতে বসবাস করতেছেন। কিন্তু তারা চান না যে আমরা আমাদের দেশ গুলাতে শান্তিপূর্ণ ভাবে বসবাস করি। আমি এটা বিশ্বাস করি যে মদিনার ইল্ম ও আলেম কখনো ফিতনা ছড়াবে না, বরং তারা সঠিক দ্বীনের উপরে থাকবে। যেহেতু রাসুল সঃ বলছেন সাপ যে ভাবে গর্তে ফিরে যায় ইল্ম সেভাবে মদিনাতে ফিরে যাবে। আর সবচেয়ে বড় ফিত্নাবাজ দাজ্জাল মক্কা মদিনাতে প্রবেশ করতে পারবে না। অতএব যারা মদিনার ইল্ম ও আলেমদের বিরধিতা করে আমি তাদের ভাল মনে করিনা কারন যারা এই সব করে নিশ্চই তাদের মধ্য ঘাপলা আছে। অনলাইন এ নবাগত দ্বীনী ভাই-বোনেরা বর্তমানে সবচেয়ে বড় যে ফিত্নার মাঝে হাবুডুবু খাচ্ছে তা হল -যার তার কাছ থেকে, যেখান সেখান ইল্ম অর্জনের দিকে ধাবিত হওয়া! তাছাড়া অনেকেই আলেমদের ছেড়ে দিয়ে মোডারেট দ্বায়ীদের পিছনেও দৌড়ানো শুরু করছে! কেউ কেউ আবার এসকল মাজহুল ব্যক্তিদেরকে জিহাদি আলেম/ মুজাহিদ মুফতি/ওলামায়ে হক্ব টাইটেল লাগিয়ে দিয়ে তৃপ্তির ঢেকুর ফেলছেন! এসব গুপ্ত ঘাতক রা মুলত লোকদেরকে নিজেদের দিকে আকৃস্ট করতে প্রথমে কুরআন ও হাদীস নিয়ে কিছু হাওয়ালা দেয়! এরপর ইউটিউব বা ইন্টারনেটে কিছু ওয়াজ-লেকচার ছেড়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করে! তারপর ফেইসবুক, টুইটারে কয়েক লক্ষ লাইক, ফলোয়ার বা একনিষ্ঠ মুরীদ জোটাতে পারলেই শুরু হয় তাদের বিষাক্ত মিশন! যেহেতু আজকালকার ২০/২৫ বছরের যুবকদের রক্ত টগবগে গরম থাকে!তাই তাদের এই উইকনেস কে কাজে লাগাতে কৌশলে হৃদয় গলানো বা গরম গরম আবেগী বক্তৃতা দিয়ে বা মনভুলানো কিছু লেখালিখি করে মানুষের মগজ ধোলাই করে! ঠিক তেমনি একজন চরমপন্থি মাজহুল ব্যক্তি "তামিম আল আদনানি"র ভিডিও গুলো ইদানীং ভাইরাল হচ্ছে!একটি মহল সু-পরিকল্পিতভাবে "Ummah Network" নামক চ্যানেলের মাধ্যমে চারদিকে তার খন্ড খন্ড মনভোলানো বক্তব্য গুলো ছড়িয়ে দিচ্ছে! ইমরশোনাল স্পিচ, মনোমুগদ্ধকর প্রেজেন্টেশন আর

সমসাময়িক বিষয়ভিত্তিক বক্তব্যের সাথে আরবী নাশিদের ব্যাকসাউন্ড দিয়ে সহজেই যুবকদের আকৃস্ট করে ফেলছে! দুই চারটা সহীহ্ কথার আড়ালে বক্তা এমন ভাবে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি আর হাদিসের অপব্যাখা যোগ করে দেন,তাতে সাধারন মানুষ বিভ্রান্ত হতে বাধ্য! আমরা যারা সাধারণ মানুষ, দ্বীন সম্পর্কে, কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে জ্ঞানী না, তাদের সামনে যদি একজন মূর্খ লোকও সামান্য কিছু পড়াশোনা করে আলেমের লেবাস ধরে, আমরা কিন্তু ধরতে পারবোনা এই লোকটা আসলেই কি একজন আলেম? নাকি আলেম না হয়েও আলেম সেজে আমাদেরকে ধোঁকা দিচ্ছে? যেমন একজন জুহুরীই কেবলমাত্র চিনতে পারে কোনটা আসল রত্ন কোনটা সস্তা পাথর, একজন স্বর্ণকারই চিনতে পারে কোনটা খাঁটি স্বর্ণ আর কোনটা সিটি গোল্ড বা ইমিটেশান। রাইট? ঠিক তেমনি একজন প্রকৃত আলেমই আসলে চিনতে পারেন, কে আলেম আর কে জাহেল (মূর্খ)। আজ মনে পড়ে গেল জার্মানির খলনায়ক হিটলারের কথা! তার বক্তৃতার মধ্যেও যাদু ছিল। মানুষ বক্তব্য শুনেই মুগ্ধ হয়ে যেতো। যেকারণে সামান্য একজন সৈনিক হওয়া স্বত্বেও হিটলার জার্মানির শাসক হতে পেরেছিল! সেইজন্য ই দেখতে হবে, যার ব্যপারে কথা হচ্ছে, তার ব্যপারে তার পূর্বে বা তার সময়কার যারা "আলেম" ছিলেন, তারা কি তাকে একজন আলেম বলে মনে করতেন, নাকি জাহেল (মূর্খ) বলে মনে করতেন? আমাদেরকে একটা বিষয় বুঝা উচিত-"ইলম" বা দ্বীনের জ্ঞান আকাশে বাতাসে ঘুরে বেড়ায় না, যার ইচ্ছা ওখান থেকে নিয়ে সে আলেম হয়ে যাবে। সকল যুগের শ্রেষ্ঠ আলেমগন গর্তে/জংগলে/পর্দার অন্তরালে কখনোই লুকিয়ে ছিলেন না! বরং তারা সরাসরি মানুষের সাথে উঠাবসা, চলাফেরা করতেন এবং সরাসরি লোকালয়ে দ্বীনের দাওয়াত দিতেন! সেইজন্যই আলেমরা মাজহুল ব্যক্তি যে কিনা প্রকৃত আহলে সুন্নত নাকি আহলে বিদআতের লোক , আলেম নাকি জাহেল, এই বিষয়গুলো ভালোভাবে যাচাই না করে তার কাছ থেকে ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান নিতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। এই ব্যপারে ইমাম শু'বাহ রাহিমাহুল্লাহ (মৃত্যুঃ ১৬০ হিজরী) বলেন, "ইলম তার কাছ থেকেই নাও, যে ব্যক্তি পরিচিত।" [আল-জারহ ওয়াত-তা'দীলঃ ২/২৮] --- কে এই তামিম আল আদনানি? কি তার আকিদা, মানহাজ? কি তার পরিচয়?কি তার পড়াশোনা? কারা তার উস্তাদ? সে কি বাংলাদেশি নাকি আরবীয়? তাকে সম-সাময়িক কোন আলেম চিনেন কিনা, বা তিনি আলেমদের কাছ থেকে দ্বীন শিখেছেন কিনা, তাঁদের সাথে কোন সম্পর্ক রাখেন কিনা অথবা ওলামাদের, সহবতে ছিলেন কিনা, এসব বিষয়াদি না জেনেই এমন ব্যক্তি থেকে আপনি অন্ধের মত কি করে দ্বীনের জ্ঞান নিচ্ছেন? এ প্রসঙ্গে একজন সালাফ বলেছিলেন-দ্বীনের ব্যাপারে "প্রকৃত আলেম" ছাড়া অপরিচিত, অজ্ঞ লোকদেরকে আলেম মনে করে তাদের কথা বিশ্বাস করবেনা। যদি করো, তাহলে যেন তুমি তোমার দ্বীনকেই ধ্বংস করলে"! আমাদের অনুসন্ধানে "আদনানি" নামক এই প্রানীর অস্তিত্ব নিয়েই সন্দেহ রয়ে গেছে , হয়ত এই নামটি সাইনবোর্ড হিসেবে ব্যবহার করে দেশের চরমপন্থি গ্রুপগুলো যুবকদের ব্রেনওয়াশ করছে!, যাহোক এই আদনানি মুলত 'সালফে সালেহীন' (সাহাবীদের) আক্বীদাহ (ধর্মীয় বিশ্বাস) ও মানহাজে (কর্ম পদ্ধিত বা চলার নীতিতে) বিশ্বাসী নয়। অনেক সময় সে মনভোলানো যুক্তি ও কথার দ্বারা আহলে সুন্নাহর বিরোধীতা করে এবং কৌশলে তার ভক্ত-শ্রোতাদেরকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত থাকে। ®আল কায়েদা ও আদনানী ঃ-- চরমপন্থি খারিজি সং

- ✓ admin by rasikul islam প্লিজ আপনারা মনোযোগ সহকারে পড়বেন এবং অপরকে পড়ার সুযোগ করে দিবনে।
- ✓ বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ-সময় থাকতে এই সমস্থ চরমপন্থি মাজহুল ব্যক্তি,ইমরশোনাল ,মনোমুগদ্ধকর বক্তা থেকে সাবধান হউন ।।
  - ■ Take time to be careful about this extremist Majhul, Imrishnol, Manmugadak speaker

মাওলানা তারিক জামিল সাহেবের ওয়াজ শোনা যাবে ? ভ্রান্ত আকিদা তারেক জামিল

সহীহ-আকিদা(RIGP) 5 months ago read online articles, অজ্ঞ ব্যাক্তির কাছে ঈল্ম নেওয়া সম্পর্কে

মাওলানা তারিক জামিল সাহেবের ওয়াজ শোনা যাবে ? ভ্রান্ত আকিদা তারেক জামিল

মাওলানা তারিক জামিল সাহেবের ওয়াজ শোনা যাবে?

✓

প্রশ্নঃ মাওলানা তারিক জামিল সাহেবের ওয়াজ শোনা যাবে?

উত্তরঃ পাকিস্থানের 'তাবলীগ জামাতের' বড় একজন 'আমীর' হচ্ছে মাওলানা তারিক জামিল সাহেব। হৃদয় গলানো, মিষ্টি মিষ্টি বয়ান করে ইতিমধ্যে তিনি অনেক ভক্ত ও শ্রোতাদের মন জয় করে নিয়েছেন। সমস্যা হচ্ছে, তারিক জামিল সাহেব মাঝে মাঝে তার হৃদয় গলানো ওয়াজ-লেকচারের সাথে কিছু 'শিরক ও বিদাতের বিষ'ঢেলে দিয়ে তার শ্রোতাদেরকে নষ্ট করেন। তারিক জামিল সাহেবের কিছু 'ঐতিহাসিক কুফুরী'বক্তব্যের নমুনা নিচে দেওয়া হলো।

১. স্বয়ং আল্লাহ তাআ'লা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম এর জানাজার নামায পড়তে এসেছিলেন। নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক!

সংক্ষিপ্ত নোটঃ জানাযার নামাযে সুরা ফাতেহা পড়া এবং মৃতের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনার দুয়া পড়া ওয়াজিব। আমরা নামাযে সুরা ফাতিহা পড়ি, যার একটি আয়াত হচ্ছে, "(হে আল্লাহ!) আমরা শুধুমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য চাই।"

আর জানাযার দুয়াতে আমরা দুয়া করি, "হে আল্লাহ! তুমি আমাদের জীবিতদের ক্ষমা করো এবং আমাদের মৃতদেরকে ক্ষমা করো..."

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আল্লাহ যদি সত্যিই তাঁর রাসুলের জানাজা পড়ে থাকেন, তাহলে তিনি কাকে উদ্দেশ্য করে নামায পড়েছিলেন? নাকি তিনি নিজেই নিজের উদ্দেশ্যে নামায পড়েছিলেন? নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক! কি পরিমান নির্বোধ হলে মানুষ এই ধরণের 'শিরকি' কথা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতে পারে?

২. মিরাজের রাত্রে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম কে আকাশে নিয়ে যাওয়ার জন্যে স্বয়ং আল্লাহ তাআ'লা দুনিয়াতে নেমে এসেছিলেন। নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক!

সংক্ষিপ্ত নোটঃ ক্বুরান ও হাদীসের কোথাও এই ধরণের কথা নেই। তাবলিগ জামাতের লোকদের স্বভাবই হচ্ছে 'বানোয়াট শিরকি কুফুরী কিসসা কাহিনী' বলে ওয়াজ করা। আল্লাহ সম্পর্কে বানোয়াট কথা যে প্রচার করে, সে কোন আলেম নয়, সে হচ্ছে সবচাইতে বড় জালেম। এটা আমার কথা না, স্বয়ং আল্লাহ এই কথা বলেছেন।

"যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা কথা রচনা করে, তার চাইতে বড় জালেম আর কে হতে পারে?"[সুরা কাহাফঃ ১৫]

৩. আলাহ তাআ'লা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম কে 'গায়েব বা অদৃশ্যের খবর দানকারী' বলেছেন। নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক!

সংক্ষিপ্ত নোটঃ ক্বুরান হাদীসে কত অসংখ্যবার বলা হয়েছে, গায়েবের একমাত্র জ্ঞান আল্লাহর কাছে। আল্লাহ তাআ'লা তাঁর রাসুলকে কিংবা স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেকে 'গায়েব বা অদৃশ্যের খবর দানকারী'বলেন নি। ইসলামের ইতিহাসে আজ পর্যন্ত ১৪০০ বছরে কোন একজন 'সুন্নী আলেম' রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম কে 'গায়েব বা অদৃশ্যের খবর দানকারী' বলেন নি। আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে গায়েব বা অদৃশ্যের খবর দানকারী বলে মনে করা ডাহা শিরক।

৪. ক্বুরানের আয়াতের অর্থের বিকৃতিঃ

"(হে নবী!) আপনি বলুনঃ আমার পালনকর্তার কথা লেখার জন্যে যদি সমুদ্রের পানি কালি হিসেবে লেখা হয়, তবুও আমার পালনকর্তার কথা শেষ হওয়ার আগেই সমুদ্রের পানি শেষ হয়ে যাবে। যদিও তার সাহায্যে অনুরূপ আরেকটি সমুদ্রের পানি এনে দিলেও (আমার পালনকর্তার কথা শেষ হবেনা)।" [সুরা আল-কাহফঃ ১০৯]

সুরা কাহাফের এই আয়াতের অর্থ থেকে দিনের আলোর মতোই স্পষ্ট, এই আয়াতে আল্লাহর প্রশংসা ও মহিমার কথা বলা হয়েছে। মাওলানা তারিক জামিল তার এক ওয়াজে এই আয়াতকে'আল্লাহর প্রশংসার পরিবর্তে' 'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রশংসা' করা হয়েছে বলে অর্থ করেন। নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক!

সংক্ষিপ্ত নোটঃ ইচ্ছাকৃত বা মনগড়া ক্বুরানের আয়াতের অর্থের বিকৃতি করা আলেমদের ঐক্যমতে বড় কুফুরী কাজ, যার কারণে মানুষের ঈমান নষ্ট হয়ে যায়।

৫. মাওলানা তারিক জামিল সাহেব খোলাখুলি কবর পূজারী বেরেলুবী, আলী হাসান-হুসাইন পূজারী শীয়া, আব্দুল কাদির জিলানী পূজারী সূফী – এদের সবার সাথে মুসলিমদের ঐক্য ও বন্ধুত্বের পক্ষে বড় বড় ওয়াজ-লেকচার করে থাকেন। কবর পূজারীদের ওরশে গিয়ে তাদের প্রশংসা করেন,

নিজেও কিছু শিরকি কুফুরী বক্তব্য দিয়ে তাদের মাঝে নিজের জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। আল্লাহু মুস্তাআ'ন।

সংক্ষিপ্ত নোটঃ এরাই নাকি বড় আলেম? মুশরকিরা তোওবা করে তাদের 'শিরক' বর্জন না করা পর্যন্ত 'আহলে তাওহীদ' (তাওহীদের অনুসারীদের) সাথে কেয়ামত পর্যন্ত কোন ঐক্য বা বন্ধুত্ব হতে পারেনা।

এমন অসংখ্য শিরকি ও বিদাতী কথা ও কাজের প্রচার ও সমর্থনকারী কথিত এই 'ইসলামিক বক্তা'মাওলানা তারিক জামিল সাহেব। এমন ব্যক্তির কথা শোনা আর দ্বীনকে ধ্বংস করা একই কথা। এমন 'জাহিল' বক্তার কথা শুনতে যারা রেকমেন্ড করে, তাদেরকেও বর্জন করতে হবে। কারণ, যে যাকে সমর্থন ও প্রশংসা করে – সেও তার মতোই। উল্লেখ্য, হাল আমলের জনপ্রিয় আমেরিকান বক্তা নোমান আলী খানের 'আদর্শ বা হিরো' হচ্ছে এই মাওলানা তারিক জামিল সাহবে। সুতরাং, এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে, মাওলানা তারিক জামিল সাহেবের মতো নোমান আলী খানও বানোয়াট কিসসা কাহিনী বলে তার শ্রোতাদেরকে ওয়াজ করছে। আল্লাহ তাআ'লা মুসলিমদেরকে আলেম নামের জালেমদের অনিষ্ট থেকে হিফাজত রাখুন, আমিন।

ইলিয়াসী তাবলীগ গুরু মাওলানা তারিক জামিল সাহেব কি বলেন... ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহে রাজেউন

তবলিগ জামাতের মুরুব্বী তারিক জামিলের ভন্ডামি by শাইখ তাওসিফ উর রেহেমান

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর প্রথম জানাযা নাকি স্বয়ং আল্লাহ পড়েছেন!!! বলেছেনঃ মাওলানা তারেক জামিল।

তবলিগ জামাতের মূর্খ তারিক জামিল

মাওলানা তারেক জামিল একজন বিদাতি এবং ভ্রান্ত আকিদার অনুসারি মতিউর রাহমান মাদানী

জসীম উদ্দিন রাহমানী ভক্তদের কমেন্টের জবাব

সহীহ-আকিদা(RIGP) 5 months ago read online articles, অজ্ঞ ব্যাক্তির কাছে ঈল্ম নেওয়া সম্পর্কে, চরমপন্থি জসিমউদিন রাহমানি

✓ সংগত কারণেই নামগুলো প্রকাশ করা হলোনা।

=> এরূপ করলে আপনার পেইজ থেকে লোকের আস্থা উঠে যাবে @এডমিন......

উত্তরঃ লোকের আস্থা থেকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হক্ব বলা বেশি জরুরী, হক্ব বললে মানুষ অসন্তুষ্ট হবেই, আর সবার মন জুগিয়ে চললে সেটা ইসলাম ধর্ম হবেনা, মিকচার মেশিন হবে।

১. "Jmb 100% right inshoallah." (জেএমবি ১০০% সঠিক, ইন শা' আল্লাহ)...

উত্তরঃ হক্ব আর বাতিলের বিচার শুধু মুখের দাবী বা গায়ের জোরে প্রতিষ্ঠিত হয়না। বরং কুরান, হাদীস ও সাহাবীদের আদর্শ দ্বারা প্রমানিত হতে হয়।

আমার বুঝে আসেনা, একজন মুসলমানের কাছে জেএমবির মতো একটা সন্ত্রাসী সংগঠন ১০০% সঠিক হয় কি করে? হয় আপনি জেএমবি কারা

সেটা জানেন না, অথবা ইসলাম কি সে সম্পর্কে আপনার সঠিক কোন ধারণা নেই। দয়া করে আলেমদের কাছ থেকে ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করুন, সঠিক আকীদাহ সম্পর্কে জানুন। জেএমবির অপকর্মের সংক্ষিপ্ত বর্ণনাঃ

ইসলাম কায়েমের জন্য #জিহাদ নাম দিয়ে জেএমবি রাস্তায়, বাসে, অফিস-আদালতে নির্বিচারে বোমা মেরে নিরস্ত্র নিরীহ মানুষকে হত্যা করা শুরু করে মানুষের মনে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। এদের কারণে আমাদের দেশে অবস্থা এমন হয়েছিলো যে, একসময় বাসে বা ট্রেনে দাড়ি-টুপিওয়ালা কোন লোককে ব্যগ নিয়ে আসতে দেখলেই মানুষ ভয় পেত, না জানি বোমা ফাটিয়ে দেয়! তারা মনে করতো এইভাবে তারা জিহাদ করছে, এবং জিহাদ করে তারা দেশে ইসলাম কায়েম করে ফেলবে। তাদের এই জিহাদে (শয়তানের রাস্তায়) যদি নিরপরাধ কোন মানুষ মারা যায়, তাহলে তাদের কোন পাপ হবেনা। আর আত্মঘাতী বোমা হামলা করে কেউ মারা গেলে সে শহীদ হিসেবে জান্নাতে যাবে। জান্নাতের খেজুর ও হুরের লোভ দেখিয়ে তারা ২০-২৫ বছরের কিছু বোকা কিসিমের আবেগী ছেলেকে আত্মঘাতী বোমা হামলার জন্য ব্রেইন ওয়াশ করে। পরবর্তীতে এরা বিভিন্ন জায়গায় বোমা হামলা করে মানুষ হত্যার করার চেষ্টা করে। এই সবই হচ্ছে জিহাদের #অপব্যখ্যা করে শয়তানের রাস্তায় যুদ্ধ! কোন মুসলমানকে হত্যা করাতো দূরের কথা, মানুষের সামান্য রক্তপাত করার ফযীলতের বর্ণনা নিয়ে হাদীস দেখুনঃ

যে সকল সাহাবী খারিজীদের বুঝাতে চেষ্টা করেন তাঁদের একজন জুনদুব ইবনু আব্দুল্লাহ (মৃত্যু ৬০ হি.) একবার তিনি 'কুর্রা' বা সদাসর্বদা কুরআন তিলাওয়াত ও চর্চায় লিপ্ত খারিজীদের কতিপয় নেতাকে ডেকে বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন,"যে ব্যক্তি কাঠিন্য বা উগ্রতার পথ অবলম্বন করবে আল্লাহও তার জন্য কাঠিন্য বা উগ্রতার পথ অবলম্বন করবেন। কেউ যদি কোনো মানুষের হাতের তালুতে রাখার মত সামান্য রক্তও প্রবাহিত করে (যেন যে মুরগী জবাই করছে), তবে সেই রক্ত তার ও জান্নাতের মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়াবে (সে জান্নাত দেখতে পাবে, কিন্তু সেই রক্ত তাকে জান্নাতে প্রবেশ করতে দিবে না) কাজেই যদি কেউ পারে এইরূপ রক্তপাত থেকে আত্মরক্ষা করতে, তবে সে যেন আত্মরক্ষা করে।"

এ কথা শুনে উপস্থিত খারেজী লোকগুলি খুব ক্রন্দন করতে লাগল। তখন জুনদুব (রাঃ) বলেন, এরা যদি সত্যবাদী হয় তবে এরা মুক্তি পেয়ে যাবে।...কিন্তু পরে তারা আবার উগ্রতার পথে ফিরে যায়।

জিহাদ আর বোমা মেরে মানুষ হত্যা করা এক নয়, জিহাদ হয় কাফের-মুশরেকদের বিরুদ্ধ যখন মুসলমানদের শক্তি-সামর্থ্য থাকে ও কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মতো শক্তি ও অবস্থার সৃষ্টি হয় তখন। কোন বিপদগামী দল কোন সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, সেই দেশের বিভিন্ন জায়গাতে বোমা ফাটানো - এইগুলো জেহাদ নয়, এইগুলো নিকৃষ্ট ফাসাদ।

২. "জসিম উদ্দিন রহমানী এক জন মুসলিম"।

উত্তরঃ হ্যা তিনি মুসলিম, কিন্তু তিনি জিহাদ, কিতাল (অস্ত্রের জিহাদ) ও তাকফীর (কাফের ফতোয়া দেওয়া) নিয়ে বিভ্রান্ত হয়েছেন এবং অন্যদেরকেও বিভ্রান্ত করেছেন। তার মতো অল্প ইলম নিয়ে প্রবৃত্তির অনুসারে কথা বলার মতো লোকের ওয়াজ শোনা, নিজের দ্বীনকে ধ্বংস করার শামিল।.

৩. "বহু দিন পর আপনি নিজের মুখোশটা খুলে দিলেন। কে যে খারায়েজী তা বোঝা যাচ্ছে"?

উত্তরঃ জ্বি, অপেক্ষা করুন, ISIS এর মাধ্যমে ইতিমধ্যেই অনেকখানি পরিষ্কার হয়ে গেছে, ইন শা' আল্লাহ সামনে আরো স্পষ্ট হয়ে যাবে – কে কোন তরীকার অনুসারী।

৪. dhongsho hok tara jara andaje kotha bole, surah jariyat: ১০.

"ধ্বংস হোক যারা আন্দাজে কথা বলে" –

সুরা জারিয়াতঃ ১০।

উত্তরঃ আল্লাহ আমাদেরকে আন্দাজে কথা বলা থেকে বেঁচে থাকার তোওফিক দান করুন, আমিন।

৫. ভাই, একটু দয়া করে জানাবেন 'জসীম উদ্দিন রাহমানী' কি কি কারনে খারেজি? আমি শুধুমাত্র জানার জন্যই আপনাকে এই প্রশ্ন টা করছি, জানালে উপকৃত হব ইনশাআল্লাহ ।

উত্তরঃ প্রশ্ন করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। প্রথম কথা হচ্ছে, আমি জসীম উদ্দিন রাহমানীকে খারেজী বলিনি, আমি বলেছি তার মাঝে খারেজী আকীদা আছে। কাউকে বেদাতী বলা, আর কেউ কোন বেদাত করে ২টা কথার মাঝে অনেক পার্থক্য, কেউ ভুল বুঝে কোন বেদাতে লিপ্ত হতে পারে, হয়তো দলীল দিয়ে বুঝালে সে মেনে নিবে, কিন্তু তাকে বেদাতী বা জাহান্নামী বলা যাবেনা, কারণ নাম ধরে কাউকে বেদাতী বলতে পারেন ওলামারা, কারণ তারাই বুঝতে পারবেন কোনটা ভুল আর কোনটা বেদাত। আমরা মানুষের ভুল ধরিয়ে দেবো, কিন্তু নাম ধরে কোন মুসলিমকে কাফের, বা

বেদাতী লেবেল লাগাবোনা। আল্লাহ আমাদের বোঝার ও আমল করার তোওফিক দান করুন।

###জসীম উদ্দিনের ভুলগুলো সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলোঃ------

ক. পাইকারী হারে #তাকফীর বা কাফের বলে ফতোয়া দেওয়াঃ

খারেজীদের ১ নাম্বার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কবীরাহ গুনাহর কারণে শাসকদেরকে কাফের ফতোয়া দেওয়া ও তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা, অথচ মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা হারাম ও বড় পাপ যা খারেজীদের ধর্ম। জসীম উদ্দিন রাহমানী এবং তার দলের অনুসারীরা মনে করে বর্তমান বিশ্বের সবগুলো মুসলিম দেশের শাসকেরা কাফের, মুর্তাদ এবং এই সরকারগুলো হচ্ছে #তাগুত। এইজন্য তারা বিভিন্ন দেশে সরকারের বিরুদ্ধে বোমাবাজি করে অনেক নিরীহ মানুষকে হত্যা করাকে জিহাদ মনে করে, এবং এইভাবে আত্মঘাতী বোমা হামলার মাধ্যমে মৃত্যুবরণ করে তারা নিজেদেরকে জান্নাতী #শহীদ বলে মনে করে।

খ. আলেম ওলামা সেই যেই হোকনা কেনো –তাদের চরমপন্থী মতবাদের সাথে একমত না হলে, তাদেরকে তারা দালাল, দরবারী, তাগুতের পাচাটা গোলামের মতো জঘন্য ভাষায় গালি দেয়। যেমনটা আমরা দেখি – ডা আব্দুল্লাহ জাহাংগীর স্যারের বেলায়, যিনি মানুষকে কোন দলের দিকে দাওয়াত না দিয়ে ক্বুরান ও সুন্নাহর দিকে দাওয়াত দেন, তিনি খারেজী মতবাদের বিরুদ্ধে লেখালিখির কারণে তাকেও গালি ও মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে এই দলের লোকেরা। এছাড়াও তারা আমাদের দেশের কিছু দ্বাইয়ীকে নাম ধরে #মুর্তাদ ফতোয়াও দিয়েছে। আশা করি সকলেই জানেন, খারেজীরা আলী রাঃ ও মুয়াবিয়া রাঃ ২ জনকেই কাফের ফতোয়া দেওয়া দিয়েছিলো – শরীয়াহ বাস্তবায়ন করা হচ্ছেনা, এই দাবী করে। আর অন্য সাহাবীরা আলী ও মুয়াবিয়া রাঃ কে কাফের বলে ঘোষণা করেনি, এইজন্য খারেজীরা অন্য সাহাবাদেরকেও কাফের বলে ফতোয়া দিয়েছিলো।

গ. ISIS – জসীম উদ্দিনের ভক্তরা হয়তো মনে করতে পারেন, এইগুলো ছোটাখাট ভুল, কিন্তু খারেজী আকীদা নয়। তাদের জ্ঞাতার্থে বলছি –ইরাক ও সিরিয়াতে খেলাফতের দাবীদার কথিত আমিরুল মুমিনুন আবু বকর আল-বাগদাদীর হাতে যারা বায়াত করবেনা তাদেরকে তারা মুর্তাদ ঘোষণা করে হত্যা করার ফতোয়া দিয়েছে। বাগদাদীর অন্ধ অনুসারী চরমপন্থীরা ইরাক ও সিরিয়ার বহু জায়গায় বাশার আল-খবিসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে, আন-নুসরাহ ও ইসলামিক ফ্রন্ট (বাশারের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত অন্য ২টী মুসলিম দল) তাদের এলাকা দখল করে তাদের অনেক নেতা ও যোদ্ধাদেরকে হত্যা করেছে, তাদের গলা কাটা লাশ নিয়ে উল্লাস করে তারা নিজেরাই সেইগুলোর ভয়ংকর ছবি প্রচার করেছে। একারণে ISIS নিয়ে সিরিয়ান আলেম ও আরব দেশের শায়খরা কি বলেছেন দেখুনঃ

সিরিয়ার আলেমগণ বলেনঃ এই সংগঠনটি অন্যায়ভাবে মানুষকে হত্যা করছে এবং মানুষের সম্পদের উপর আক্রমণ করছে। এদের জিহাদ ইসলামী জিহাদ নয়; বরং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টির শামিল। সিরিয়ার আলেমদের ফতোয়া হচ্ছে এই দলে যোগ দেয়া এবং তাদের সাথে যোগ দিয়ে যুদ্ধ করা হারাম। কেননা তাদের দল ও জিহাদ অস্পষ্ট ও অন্ধকারচ্ছন্ন। তাদের নেতা অপরিচিত, তাদের অর্থের উৎস অজ্ঞাত এবং তাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অস্পষ্ট।

শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ এই খারেজী দল সম্পর্কে বলেনঃ এরা মুসলিমদেরকে কাফের বলে এবং মুসলিমদের রক্তকে হালাল মনে করে। সতরাং যেসব মুসলিম এদের সাথে যোগদান করেছে, তাদের উচিত এদের দল ত্যাগ করা।

শাইখ আদনান আল-আরউর বলেনঃ এরা হাদীছের ভাষ্য মোতাবকে খারেজী অথবা বাশ্শার আল আসাদের তৈরী গুপ্তচর। এই সংগঠনের লোকেরা মোট তিন প্রকারঃ

১. এদের মধ্যে রয়েছে এমন কিছু লোক যারা মুসলমানদের জান-মালের উপর আক্রমণ করে। তারা খারেজদের মত আকীদাহ পোষণ করে।

২. এদের মধ্যে রয়েছে ইসলামের শত্রুদের পক্ষের দালাল ও গুপ্তচর। এদের কর্মতৎপরতা ইহুদী-খৃষ্টান এবং ইসলামের দুশমনদের আন্তর্জাতিক গোয়েন্দা সংস্থাসমূহ দ্বারা পরিচালিত।

৩. আরেক শ্রেণীর লোক এদেরকে সঠিক মনে করে ও ভুল বুঝে জিহাদী মনোভাব নিয়েই এদের সাথে যোগ দিয়েছে।

শাইখ আব্দুল আযীয আলফাওযান বলেনঃ এই দল হচ্ছে পাপিষ্ঠ খারেজী দল। ইরাক, আফগানিস্থান ও সিরিয়াতে এরা বহু রক্তপাত ঘটিয়েছে।

ISIS দলের সাথে জেএমবি, জসীম উদ্দিন রাহমানী ও তার ভক্তদের কি সম্পর্ক আশা করি সেটা না বললেও চলবে। ISIS আর জেএমবি, জসীম উদ্দিন রাহমানী ও তার ভক্তদের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে ISISর মতো ক্ষমতা তাদের ছিলোনা বলে এতোদূর পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেনি। এদিকটা ছাড়া তাদের আকীদা ও চিন্তা-ভাবনা একই উতস থেকে নেওয়া।

৬. #Admin Apnake onk valo lagto kintu apni Andaze kotha bola start koresen...!!!!! Apni kothay kothay Soudi Shaikh shaikh koren... Kno Quran hadis ki Tader Baper sompotti!!! Apni Jakir naik e Hok bolen na... Apni Josim uddin vai ke

hok bolen na... Apnar soudir Shaikh gului ki amader standrad? Sudi Namaz ar Kisu pir/mazar er buruddhe post diyei vabsen aitai Islam!!!!

উত্তরঃ কোন কথাটা আন্দাজে বলেছি, প্রমান করুন।

Apni kothay kothay Soudi Shaikh shaikh koren... Kno Quran hadis ki Tader Baper sompotti!!

জসীম উদ্দিন রাহমানী যে তার ছাত্রদেরকে অহংকারী আর বেয়াদব বানিয়ে রেখে গেছে –এধরণের কথা থেকেই কি সেটা প্রমানিত হয়না?‘কুরান হাদীস কি তাদের বাপের সম্পত্তি” - ওলামাদের ব্যপারে যাদেরকে নবী সাঃ তাঁর ওয়ারিশ বলছেন, এই ভাষায় কথা বলা কি তাদের মানহানী করার মাঝে পড়েনা?

রাসুল সাঃ এর যুগে মক্কা মদীনাই ছিলো ইসলামের সেন্টার, সেই থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত সমস্ত যুগেই মক্কা মদীনা হচ্ছে ইসলামের প্রাণকেন্দ্র, আলেম-ওলামাদের মিলনমেলা। ইমাম মালেকের সময় মানুষ ২-৩ মাসের পথের দূরত্ব পার দিয়ে আসতো মদীনার আলেমের (ইমাম মালেকের) কাছ থেকে ফতোয়া নেওয়ার জন্য। বর্তমানেও যদি বলা হয় কোন দেশে সবচাইতে বড় আলেম, সেটা সৌদি আরবেই সবচেয়ে বেশি। আরব দেশের এবং বিশেষ করে সৌদি আরবের ওলামাদের মতো কুরান ও হাদীসের জ্ঞানী অন্য দেশে কম, একথা অজ্ঞ ও বেদাতী লোক ছাড়া কেউই অস্বীকার করেনা। তার মানে এইনা যে, অন্য কোথাও আলেম নেই। বরং, ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম নববী, ইমাম ইবনে তাইমিয়া, ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী ইনাদের কেউই মক্কা-মদীনার নন, তারপরেও এমন বহু ইমাম তারা ছিলেন শ্রেষ্ঠ আলেমদের মাঝে অন্যতম। ভারতীয় উপমহাদেশের কথা যদি বলেন শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবী, উবাইদুল্লাহ মুবারকপুরী, শফিউর রহমান মুবারকপুরীসহ আরো আলেম ছিলেন, আছেন। বর্তমানে সৌদি আরব ছাড়াও অন্য দেশেও আলেম আছেন।

বর্তমানে ওহাবী গালি দিয়ে মক্কা-মদীনার আলেমদের বিরোধীতা করে বেরেলবী কবর পূজারীরা। আলেমদের ব্যপারে বিদ্বেষ রাখা বেদাতীদের প্রধান একটা লক্ষণ।

আর আমি কোথায় ডা জাকির নায়েককে #বাতিল বলেছি? বরং এই পেইজ থেকে ডা জাকির নায়েকের বিরুদ্ধে কবর পূজারীরা যা বলে তার প্রতিবাদ করা হয়েছে। তবে তিনি যদি কোন ভুল করে থাকেন, সেই ব্যপারে আমরা তার সাথে একমত নই। তার মানে এইনা যে, আমরা তাকে বাতিল বলেছি, ভুল সবাই করতে পারে। নবী রাসুল ছাড়া কেউই ভুলের উর্ধে নয়।

৬. জসিম উদ্দিন রহমানীর দোষ একটাই কেন উনি জিহাদের কথা বলে, কেন উনি জিহাদের আসল অর্থ মানুষের কাছে উপস্থাপন করে। আর জিহাদের কথা শুনলে যাদের কপালে ভাঁজ দেখা যায়, তারাই জসিম উদ্দিন রহমানীকে জংগী/খারেজী/চরমপন্থী/সন্ত্রাসী হিসেবে আখ্যা দেয়। তবে জসিম উদ্দিন রহমানী ১০০ ভাগ হক্কের পথে আছেন কিনা তা একমাত্র আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

উত্তরঃ জ্বি, জসীম উদ্দিন যেই জিহাদের কথা বলেন আমরা তার ঘোরতর বিরোধী। তার জিহাদ হচ্ছে বাঘের মতো হুংকার দিয়ে জিহাদের ফতোয়া দাও, জিহাদ ফরযে আইন হয়ে গেছে ফতোয়া দাও, এর পরে নিজেই সেই জিহাদ থেকে পালিয়ে যাও। হয় তিনি ভুয়া জিহাদের ফতোয়া দিয়ে এতোদিন #বেদাত করেছেন, অথবা নিজে জিহাদের ফতোয়া সেই জিহাদ থেকে পালিয়ে থেকে কবীরা গুনাহ করেছেন, আপনাদের শায়খকে বলুন – সে কোনটা থেকে তোওবা করবে? জেহাদের ফতোয়া দিয়ে, নাকি জেহাদ থেকে পালিয়ে থাকার গুনাহ থেকে?

আর হ্যা, আপনারা যেই জিহাদের কথা বলেন সেইটা শুনে সত্যিই একজন বিবেকবান ঈমানদারের চিন্তার বিষয়। আপনারা দিন-রাত জিহাদ ফরয হয়ে গেছে, জিহাদ ফরয হয়ে গেছে, অন্যরা জিহাদ না করে দরবারী, দালাল, মুনাফেক হয়ে গেছে বলে ফতোয়াবাজি করেন – কিন্তু আপনারা নিজেরাও সেই জিহাদ করছেন না। আপনাদের জিহাদ শুধু যারা আপনাদের মতবাদের সাথে একমত না হয় তাদেরকে গালি-গালাজ করার মাঝেই সীমাবদ্ধ। আপনার যদি বিশ্বাস হয় জিহাদ ফরয হয়ে গেছে, তাহলে জিহাদে বেড়িয়ে পড়ু, কেনো অন্যদেরকে গালি-গালাজ করার জন্য বসে আছেন? জিহাদ নিয়ে ফতোয়াবাজি কেনো করছেন? আমরা নামাযের ওয়াক্ত হলে মসজিদে যাই নামায পড়ার জন্য, নিজে নামায না পড়ে বেনামাযীদেরকে নামায ফরয হয়ে গেছে, নামায ফরয হয়ে গেছে গিয়ে বলতে থাকিনা। আপনাদের উচিত হচ্ছে, আপনাদের মতে যদি আপনাদের উপর জিহাদ ফরয হয়ে গেছে তাহলে সব ছেড়ে জিহাদে চলে যান।

এটা হচ্ছে কি-বোর্ড মুজাহিদিনদের বৈশিষ্ট্য - জিহাদ ফরয হয়ে গেছে, জিহাদ ফরয হয়ে গেছে বলে ফতোয়া দেবে, এটা নিয়ে অন্যদেরকে গালি-গালাজ করবে কিন্তু নিজে জিহাদ করবেনা। আর আমাদের দেশে জসীম উদ্দিন রাহমানী হচ্ছে এইরকম কি-বোর্ড মুজাহিদিনদের নেতা, যেকিনা সমস্ত মুসলিমদের উপরে বার্মাতে জিহাদ করা ফরয হয়ে গেছে বলে জিহাদের ফতোয়া দেয়, পরে নিজেই সেই জিহাদ থেকে পালিয়ে থাকে।

৭. Yahudi o Christan ra Oikko boddho tai tara sokti sali. R mosalmanra oikko boddho noy bole tara dorbol.
উত্তরঃ কুরআনেএইজন্যই মতবিরোধ করা হারাম করা হয়েছে, উম্মতের ঐক্য চান মানুষকে সহীহ আকীদা ও শির্ক বেদাতমুক্ত আমলের দিকে দাওয়াত দিন। সঠিক ঈমান ও আমল উম্মতের ঐক্যের জন্য পূর্বশর্ত। শায়খ সালেহ আল-ফাওজানের বক্তব্য শুনুন –

https://www.youtube.com/watch?v=DR3nKeF937w

৮. Some Words About Fake Salafi - Sheikh Jashim Uddin Rahmani
এটা একটা ভিডিওর লিংক দিয়েছেন একজন, যেইখানে জসীম উদ্দিন #সালাফী আলেমদের সম্পর্কে জঘন্য মিথ্যাচার করেছেন। জসীম উদ্দিন নামের এক লোক এই ভিডিওতে মিথ্যা কথা প্রচার করেছে, সালাফী ওলামারা নাকি রাফা ইয়াদাইন না করলে, জোরে আমীন না বললে কাফের বলে। অন্ধ মুকাল্লিদ এই লোকটা কি জঘন্য মিথ্যাচার করেছে আলেমদের সম্পর্কে! রাফা ইয়াদাইন করা, আমিন জোরে বলা সুন্নত, না করলেও নামায হয়ে যাবে, কাফের হওয়ার প্রশ্নই আসেনা, কোন আলেম কোনদিন এইরকম গাজাখুরি ফতোয়া দেন না। তারপরেও হাওয়া অনুযায়ী কথা বলতে অভ্যস্ত এই জাহেল লোকটা নিজে না জেনে ওলামাদের ব্যপারে জঘন্য মিথ্যাচার করে বসল!"মিথ্যাবাদীদের প্রতি আল্লাহর লানত" – আল-কুরআন

আর কি আশ্চর্যের বিষয়, কতো মারাত্মক অন্ধভক্ত তৈরী হয়েছে জসীম উদ্দিনের, এইরকম খোলাখুলি মিথ্যা কথা বললো, আর তার মুরিদ কোনরকম যাচাই-বাছাই ছাড়াই সেটা এসে প্রচার করে বেড়াচ্ছে, আল্লাহু মুস্তায়ান!
৯. apnara je sob alem er puja koren tara tho America r saudi er kina golam tara ja sikhaiya dai tai bole r apni tader theke sune apni bolen... apni ulta palta bolle apnar gunah hobe amr ki tai valo moto study chara aisob boilen na...apnar kon alem ra ai sob niriho manus er pokke kotha bole hok kotha bole 1ta link den- r jassimuddin rahmani se hok kotha bolei tho ajke koste ase r apnar posonder alem ra arame gumacche r fotoa dicche- ai sunun hok kotha kake bole...
উত্তরঃ নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক, এটাই হচ্ছে জসীম উদ্দিন রাহমানী ভক্তদের আসল পরিচয় –তাদের ভুলগুলো ধরিয়ে দিলে জঘন্য গালি দেওয়া শুরু করে, কাফের ফতোয়া দেয়। 'আপনারা আলেমদের পূজা করেন' – ডাইরেক্ট মুশরেক বানিয়ে দিলো?? এরা না জানে ঈমান, আকীদা, না জানে তাওহীদ কি, শিরক কি? এইজন্যই কারো কথা মনমতো না হলেই তাকে #মুশরেক বানিয়ে দেয় এই ফতোয়াবাজ লোকেরা।
আপনি মিথ্যা অপবাদ দিয়েছেন আমাদের উপরে, আমাদের উপরে শিরকের অভিযোগ এনেছেন –আগে তোওবা করবেন, এর পরে আপনার অজ্ঞতাপ্রসূত যে প্রশ্ন, তার উত্তর দেওয়া হবে। আর যদি তোওবা না করেন, আমাদের উপর অন্যায় শিরকের অপবাদ দেওয়ার জন্য কাল কেয়ামতের মাঠে মোলাকাত বাকী থাকবে।
১০. vi josimuddin refaranes cara kota bole na. kintu apni refaranes cara josimuddin nie likcen ata tic noy.oner vul gule jante cai. jihad somporke jante cai.

উত্তরঃ সত্যি নাকি? বার্মাতে জিহাদের ডাক দিলো কোন রেফারেন্সের ভিত্তিতে, পরে নিজেই জিহাদের ডাক দিয়ে সেই জিহাদ থেকে পালিয়ে গেলো কোন রেফারেন্সের ভিত্তিতে?

চরমপন্থি জসিমউদিন রাহমানির হাকিকত ও সতর্ককরন??

সহীহ-আকিদা(RIGP) 5 months ago read online articles, অজ্ঞ ব্যাক্তির কাছে ঈল্ম নেওয়া সম্পর্কে, চরমপন্থি জসিমউদিন রাহমানি চরমপন্থি জসিমউদিন রাহমানির হাকিকত ও সতর্ককরন??

- চরমপন্থি জসিমউদিন রাহমানির হাকিকত ও সতর্ককরন??

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ!

প্রিয় পাঠকবৃন্দ,

আজ আপনাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিব বাংলাদেশী একজন চরমপন্থি ওলামায়ে' ছু জসীম উদ্দিন রাহমানীর সাথে, যাকে তার অন্ধ ভক্তরা "জিহাদী আলেম" বলে ডাকে! এদেশীয় জংগী সংগঠন আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের গুরু হিসেবে পরিচিত এই রাহমানির বক্তব্যের ভাষা ও চরিত্র, একজন আলেম হওয়াতো দূরের কথা সাধারণ একজন ঈমানদারের চরিত্রের সাথেও সামজস্যপূর্ণ নয়।এই লোকটা যত্রতত্র এককভাবে জিহাদের ঘোষণা সহ বহু মারাত্মক ফতওয়া দিয়েছেন যার ফলে তার ভক্তবৃন্দের মাঝে ব্যাপক উগ্রতা ফয়দা হয়েছে!

- জসীম উদ্দিন রাহমানী এদেশে খারিজি মতবাদ প্রতিষ্ঠা করার জন্য সর্বপ্রথম যেই সমস্ত আলেমগন তাকফিরী খারেজী মানহাজের বিরুদ্ধে সবচাইতে বেশি সরব তাদেরকে টার্গেট করে! একের পর এক সালাফি আলেমদের নামে মিথ্যা অপবাদ দেওয়া শুরু করে। এর দ্বারা তার উদ্দেশ্য ছিলো - সত্যিকারের আলেমদের ব্যাপারে মানুষের মনে বিদ্বেষ ও শত্রুতা সৃষ্টি করে দেওয়া, যাতে করে তারা এসকল আলেমদের কোন কথা না শুনে। আর সাধারণ মানুষ যদি আলেমদের কথা না শুনে, ইসলাম সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা না হয়, তাহলে মূর্খ ও বেদাতী লোকেরা নিজেদের মন মতো যা খুশি কোরআন হাদীসের অপব্যখ্যা করলেও তারা বুঝতে পারবেনা কোনটা সঠিক আর কোনটা ভুল।

এইজন্য বর্তমানে আমরা দেখতে পাই, কোরআন হাদীসের স্পষ্ট বক্তব্য দিয়ে কোন কিছু বললেও জসীম উদ্দিন রাহমানীর অন্ধ ভক্তরা শয়তান, কাফেরদের এজেন্ট, পা চাটা গোলাম, দরবারী, দালাল, মুনাফেক, আহলে খবিস ইত্যাদি নোংরা ভাষায় গালি দেওয়া শুরু করে। হয়তোবা, প্রমানসহ পোস্ট দেওয়ার পরেও এই পোস্টের কমেন্ট বক্সেও গালি-গালাজ শুরু করবে।

কোন ঈমানদারের নামে মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার শাস্তি সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

“যে ব্যক্তি কোন ঈমানদার সম্পর্কে এমন কিছু বর্ণনা করে যা তার মধ্যে নেই, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে জাহান্নামীদের ঘাম, রক্ত ও পূজের মাঝে রাখবেন, যতক্ষণ না সে যেই মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে তার দায় থেকে মুক্ত হয়।”

মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ।

একজন সাধারণ ঈমানদার সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলার শাস্তি যদি এই হয়, তাহলে যারা আলেম, যারা সত্যিকারের নবী-রাসূলদের ওয়ারিশ, তাঁদের সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলে মানুষকে আলেমদের থেকে দূরে সরানোর জন্য মিথ্যা তোহমত দেওয়া কত বড় জঘন্য কাজ হতে পারে?

যাই হোক,চরমপন্থি জসীম উদ্দিন রাহমানী জেনে-বুঝে সালাফী ওলামাদের সম্পর্কে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছেন তা দিনের আলোর ন্যায় স্পষ্ট!

একটি ওয়াজে এই কাজ্জাব দাবী করেছে সালাফী আলেমরা নাকি বুকে হাত না বাঁধলে,জোরে আমিন না বললে, রফউল ইয়াদাইন না করলে কাফের বলে! (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক)।

লিংকঃ -https://youtu.be/WW-2K9V7dko

জবাবঃ দুনিয়ার কোন আলেম, হোক তিনি আরবীয় অথবা উপমহাদেশীয় অথবা এদেশীয় কেউ ই ফিকহি বিষয় নিয়ে কাউকে তাকফির করেন নি! কেননা, এই আমলগুলো ছেড়ে দিলেও তা কুফুরির পর্যায়ভুক্ত নয়!

সালাফী আলেমের মতামত হল এই সুন্নাতগুলো ছেড়ে দিলেও আপনার ছালাত হয়ে যাবে তবে ছাওয়াবের তারতম্য হবে! অর্থাৎ যত সুন্নাত ছাড়বেন ততই ছাওয়াব কমতে থাকবে!

মূলত সালাফি আলেমদের সাথে শত্রুতাবশত তাঁদের নামে মিথ্যা কথা বলে জসীম উদ্দিন রাহমানী তার ভক্তদেরকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছেন। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রাহঃ সহ সমস্ত সালাফী আলেমরা নামাযে বুকে হাত বাঁধা, জোরে আমীন বলা, রাফউল ইয়াদাইন করাকে সুন্নত বলে ফতোয়া দিয়েছেন! কোন আলেমই এইগুলোকে নামাযের ফরয-ওয়াজিব বলেন নি। আর আমরা সকলেই জানি, নামাযের যেইগুলো শুধু সুন্নত, ফরয-ওয়াজিব নয়, সেইগুলো কেউ না করলেও তার নামায হয়ে যাবে, শুধু সওয়াব কম হবে। এইগুলো না করলে কাফের বলার প্রশ্নই আসেনা। একজন সাধারণ তালেবুল ইল্মও জানে এগুলা ঈমানের সাথে সম্পৃক্ত বিষয় নয়। অথচ, আলেমদের সাথে শত্রুতা ও নিজের অন্ধ জেদের কারণেই কি নিকৃষ্ট মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছেন কথিত এই জিহাদী আলেম(!)

❖ এছাড়া একই বক্তব্যে আরেকটি মিথ্যাচার করেছে তা হল- সালাফী আলেমরা নাকি আল্লাহর আইন যারা মানেনা তাদেরকে ডালাওভাবে অনুগত্য করার কথা বলেছেন, তাদেরকে কাফের বলেনা!!!

মুলত সত্যিকারের আলেমরা শরিয়াহ দিয়ে দেশ পরিচালনা না করলে ঢালাওভাবে কাউকে কাফের ফতোয়া দেন না। কারণ, আল্লাহতালা তাদের সবাইকে কাফের বলেন নি,বরং কাউকে কাফের বলেছেন, অন্যদেরকে (কবীরাহ গুনাহতে) লিপ্ত ফাসেক-জালেম বলেছেন। সুতরাং, আকীদা অনুযায়ী আল্লাহর আইন দিয়ে কেউ বিচার না করলে হতে পারে সে বড় কাফের, হতে পারে সে বড় পাপী ফাসেক, জালেম – কিন্তু ঢালাওভাবে কাফের বলা খারেজীদের লক্ষণ। কারণ, খারেজীরা ফাসেক, জালেম মুসলমানদেরকে কাফের বলে ফতোয়া দিতো।

ইনশা আল্লাহ এ বিষয়ে আমরা পরবর্তীতে

কোরআন ও হাদীসের রেফারেন্সসহ এই শতাব্দীর দুইজন স্বনামধন্য আলেমের ফতওয়া তুলে ধরব!

আমাদের দেশের একজন স্বনামধন্য আলেমেদ্বীন ডা খন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাংগীর রাহঃ খারেজীদের মুলৎপাটন ও জেএমবির মতো সন্ত্রাসী গ্রুপগুলোর বিরুদ্ধে ‘ইসলামের নামে জংগীবাদ’ নামক একটি বই লিখেন। যেহেতু জেএমবির মত খারিজি গ্রুপ গুলোর সাথে জসীম উদ্দিনের চিন্তা-ভাবনার মিল আছে, তাই সে আব্দুল্লাহ জাহাংগীর রাহঃকে ‘জাতীয় দালাল’ বলে গালি দিয়েছে।

লিংক – ১৭ মিনিট থেকে শুনুন-

http://taifaalmansurah.wordpress.com/.../attack-of-shaitan-t.../

❖ এছাড়া, চরমপন্থি জসীম উদ্দিন ‘রাহমানি "একজন দরবারী আলেমের বক্তব্যের প্রতিবাদ’ নামে একটা লেকচার দেয় আমেরিকান বক্তা নোমান আলী খানের বিরুদ্ধে। কেন জানেন?

নোমান আলী খান রাসুল সাঃ এর বিরুদ্ধে ইয়াহুদীদের বানানো সিনেমার প্রতিবাদে অনেক মুসলমানের মুসলিম দেশগুলোতে বেহুদা ভাংচুর ও রক্তপাতের বিরুদ্ধে কিছু কথা বলেছিলো কারণ ইয়াহুদীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে মুসলমান দেশে ভাংচুর আসলে মুসলমানদেরই ক্ষতি, কাফেরদের কোন ক্ষতি নেই, বরং মুসলমানেরা নিজেরাই নিজেদের সম্পদ নষ্ট করেছে দেখে তারা মুসলমানদেরকে নিয়ে হাসাহাসিই করবে। সেই লেকচারে সে সরাসরি নোমান আলী খানকে দরবারী আলেম, ইয়াহুদীদের দালাল, ইয়াহুদীদের চাইতে নিকৃষ্ট বলে ফতোয়া দিয়েছে!(আউজুবিল্লাহ) হতে পারে নোমান আলী খানের কিছু কথা সঠিক নয়, তাই বলে সে দরবারী (তাগুতের টাকা খেয়ে ফতোয়া পরিবর্তন করেছেন), ইয়াহুদীদের দালাল – এই কথা কেউ কোনদিন প্রমান করতে পারবে? কারো কথা আমার ভালো লাগেনা তাই বলে আন্দাজে মানুষের সম্পর্কে যারা মিথ্যা অপবাদ দেয় এমন ব্যক্তিকে যারা আলেম মনে করে – এদেরকে আল্লাহ হেদায়েত করুন এর চাইতে বেশি আর কি বলা যেতে পারে!!!

http://sahih-akida.simplesite.com/.../%E0%A6%9A%E0%A6%B0%E0%A...

1 জঙ্গিদের খোঁজে মোহাম্মদপুরে চলছে পুলিশের অভিযান

2 মুফতি জসিম উদ্দিন রাহমানীর প্রতিষ্ঠিত আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের নেটওয়ার্ক

3 আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের প্রধান জসিম উদ্দিন রাহমানি কারাগার থেকে সকল হত্যাকাণ্ডের নির্দেশনা দিয়ে থাকেন

4 কারাগারে বসেই হয় ব্লগার হত্যার পরিকল্পনা

5 এবিটির প্রধান মুফতি জসিম উদ্দিন রাহমানী কারাবন্দি থেকেই নির্দেশনা পৌঁছে দিচ্ছেন

জসীম উদ্দিন রাহমানী ভক্তদের কমেন্টের জবাব

জঙ্গি নেতা জসিম উদ্দিন রাহমানী, তামিম উদ্দিন আদনানী এবং

জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা গুরু মওদুদীর কয়েকটি ভ্রান্ত আকীদা

সহীহ-আকিদা(RIGP) 5 months ago read online articles, অজ্ঞ ব্যাক্তির কাছে ঈল্ম নেওয়া সম্পর্কে

জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা গুরু মওদুদীর কয়েকটি ভ্রান্ত আকীদা

[মওদুদী সাহেবকে ছোট করা উদ্দেশ্য না। সবাইকে জানিয়ে তা সংশোধনের জন্য এই পোস্ট! আল্লাহ আপনি মওদুদী সাহেবকে ক্ষমা করে দিন!]

——————————

জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা গুরু সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'তের দৃষ্টিভঙ্গি ও তাদের আকীদা-বিশ্বাসের পরিপন্থী যেসব মন্তব্য করেছেন সেগুলোকে মওদূদী মতবাদ বলে আখ্যায়িত করা হয়।

(১) আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে মওদূদী আকীদাঃ

আল্লাহ তা'আলা যালেম। কেননা যেক্ষেত্রে নর ও নারীর অবাধ মেলামেশা রয়েছে, সেক্ষেত্রে ব্যাভিচারের কারণে আল্লাহর নির্দেশ রজম প্রয়োগ করা নিঃসন্দেহে জুলুম। (তাফহীমাতঃ ২/২৮১)

(২) ফেরেশতাদের সম্পর্কে মওদূদী আকীদাঃ

ফেরেশতারা ঐসব মাখলূকের মত যাদেরকে গ্রীক, ভারত ও অন্যান্য অঞ্চলের মুশরিকরা দেব-দেবী স্থির করেছে। (তাফহীমাত)

(৩) নবীগণ সম্পর্কে মওদূদী আকীদাঃ

অন্যদের কথাতো স্বতন্ত্র, প্রায়শই পয়গম্বরগণও তাদের কুপ্রবৃত্তির মারাত্মক আক্রমণের শিকার হয়েছেন। (তাফহীমাতঃ ২/১৯৫)

❖ (৪) নবীজী(সাঃ) সম্পর্কে মওদূদী আকীদাঃ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষের উর্ধে নন এবং মানবীয় দূর্বলতা থেকেও মুক্ত নন। (তরজমানুল কুরআনঃ এপ্রিল ১৯৭৬)

আল্লাহ তা'য়ালার নিকট কাতর কণ্ঠে এই আবেদন করুন, যে কাজের দায়িত্ব আপনাকে দেওয়া হয়েছিল, তা সম্পন্ন করার ব্যাপারে আপনার দ্বারা যে ভুল ত্রুটি হয়েছে কিম্বা তাতে যে অসম্পূর্ণতা রয়ে গেছে তা যেন তিনি ক্ষমা করে দেন।

[তাফহিমুল কোরআন (বাংলা) ১৯শ খন্ড, ২৮০পৃ. মুদ্রনে ওরিয়েন্টাল প্রেস, ঢাকা ১৯৮০ ইং; কোরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষা(বাংলা) ১১২পৃ. ৮ম প্রকাশ, আধুনিক প্রকাশনী:জুন ২০০২]

(৫) কুরআনুল কারীম সম্পর্কে মওদূদী আকীদাঃ

"কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় এ শব্দগুলোর (ইলাহ, রব, দ্বীন, ইবাদত) যে মৌল অর্থ প্রচলিত ছিল, পরবর্তী শতকে তা ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত এক একটি শব্দ ব্যাপকতা হারিয়ে একান্ত সীমিত, বরং অস্পষ্ট অর্থের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে পড়ে।" এক পৃষ্ঠা পর লিখেন- "এটা সত্য যে, কেবল এ চারটি মৌলিক পরিভাষার তাৎপর্যে আবরণ পড়ে যাওয়ার কারণেই কুরআনের তিন চতুর্থাংশের চেয়েও বেশি শিক্ষা এবং তার সত্যিকার স্পিরিটই দৃষ্টি থেকে প্রচ্ছন্ন হয়ে যায়।"

(কুরআন কী চার বুনিয়াদী ইসতিলাহেঃ ৮-১০)

(৬) হাদীস সম্পর্কে মওদূদী আকীদাঃ

বুখারী শরীফে বর্ণিত হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও হযরত সারা (আঃ) এর ঘটনা সম্বন্ধে বলেন, "এটি একটি মিথ্যা নাটক।"

(রাসায়েল ও মাসায়েলঃ ৩/৩৬)

হাদীস তো কতিপয় মানুষ সুত্রে বর্ণিত হয়ে কতিপয় মানুষের কাছে পৌছেছে। কাজেই এসবের সত্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মিতে পারে না। বড়জোর ধারনা জন্মিতে পারে।

(তাফহীমাতঃ ১/৩৫৬)

(৭) উসূলে হাদীস সম্পর্কে মওদূদী আকীদাঃ

এ আধুনিক যুগে পূর্ব যুগের বাজে কথা কে শোনে?

(তরজমানুল কুরআন ৪র্থ সংখ্যাঃ ১১১)

(৮) সাহাবায়ে কিরাম সম্পর্কে মওদূদী আকীদাঃ

সাহাবায়ে কিরাম সত্যের মাপকাঠি বলে জানবে না এবং তাদের অনুসরন করবে না।

(দস্তুরে জামাতে ইসলামীঃ ৭)

❖ (৯) দাড়ি সম্পর্কে মওদূদী আকীদাঃ

হাদীসে শুধু দাড়ি রাখার হুকুম আছে। সুতরাং পরিমাণ যাই হোক হাদীসের উপর আমল হয়ে যাবে।

❖ (১০) তাকলীদ সম্পর্কে মওদূদী আকীদাঃ

আমার মতে দ্বীনী ইলমে বুৎপত্তি রাখেন এমন ব্যক্তির জন্য তাকলীদ (মাযহাবের অনুসরণ) শুধু না-জায়েয ও গোনাহ নয় বরং এর চেয়েও জঘণ্যতম।

(রাসায়েল ও মাসায়েলঃ ১/২৪৪)

❖ উপরোক্ত আকীদাসমূহ ছাড়াও মাওলানা মওদুদীর আরো অনেক ভ্রান্ত আকীদা রয়েছে। নমুনা হিসেবে মাত্র কয়েকটি উল্লেখ করা হল।

মওদুদী ফেতনা সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে হলে পড়ুন:

১. ইতিহাসের কাঠগড়ায় হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) -জার্স্টিস তাকী উসমানী (রশীদ কল্যান ট্রাস্ট)

২. মাওলানা মওদূদীর সাথে আমার সাহচার্যের ইতিবৃত্ত – মাওলানা মনজুর নোমানী (রহঃ) (ঐ)

৩. মওদূদী সাহেব ও ইসলাম -মুফতি রশীদ আহমাদ লুধীয়ানভী (রঃ) (দারুল উলুম লাইব্রেরী-৩৭,নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার)

৪. মওদূদীর চিন্তাধারা ও মওদূদী মতবাদ -ইজহারে হক ফাউন্ডেশান; প্রাপ্তিস্থানঃ (দারুল উলুম লাইব্রেরী-৩৭,নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার)

৫. ফিতনায়ে মওদুদীয়াত – মাওলানা যাকারিয়া (রহ.)

৬. ভুল সংশোধন -মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (রহ.)

৭. সতর্কবাণী -মাওলানা মোহাম্মাদুল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর (রহ.)

৮. হক্ক বাতিলের চিরন্তন দ্বন্দ্ব- আল্লামা আহমাদ শফী, হাটহাজারী।

৯. ঈমান ও আক্বীদা -ইসলামিক রিসার্স সেন্টার, বসুন্ধরা।

১০. ফতোয়ায়ে দারুল উলূম (আংশিক)

১১. বিদেশী ও স্বদেশী ফেরাকে বাতেলাহ

(আল-কাউসার প্রকাশনী, ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা)

-সংগ্রহীত পোষ্ট

[মওদুদী সাহেবকে ছোট করা উদ্দেশ্য না। সবাইকে জানিয়ে তা সংশোধনের জন্য এই পোস্ট! আল্লাহ আপনি মওদূদী সাহেবকে ক্ষমা করে দিন!]

——————————

জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা গুরু সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা’তের দৃষ্টিভঙ্গি ও তাদের আকীদা-বিশ্বাসের পরিপন্থী যেসব মন্তব্য করেছেন সেগুলোকে মওদূদী মতবাদ বলে আখ্যায়িত করা হয়।

(১) আল্লাহ তা’আলা সম্পর্কে মওদূদী আকীদাঃ

আল্লাহ তা’আলা যালেম। কেননা যেক্ষেত্রে নর ও নারীর অবাধ মেলামেশা রয়েছে, সেক্ষেত্রে ব্যাভিচারের কারণে আল্লাহর নির্দেশ রজম প্রয়োগ করা নিঃসন্দেহে জুলুম। (তাফহীমাতঃ ২/২৮১)

(২) ফেরেশতাদের সম্পর্কে মওদূদী আকীদাঃ

ফেরেশতারা ঐসব মাখলূকের মত যাদেরকে গ্রীক, ভারত ও অন্যান্য অঞ্চলের মুশরিকরা দেব-দেবী স্থির করেছে। (তাফহীমাত)

(৩) নবীগণ সম্পর্কে মওদূদী আকীদাঃ

অন্যদের কথাতো স্বতন্ত্র, প্রায়শই পয়গম্বরগণও তাদের কুপ্রবৃত্তির মারাত্মক আক্রমণের শিকার হয়েছেন। (তাফহীমাতঃ ২/১৯৫)

(৪) নবীজী(সাঃ) সম্পর্কে মওদূদী আকীদাঃ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষের উর্ধে নন এবং মানবীয় দূর্বলতা থেকেও মুক্ত নন। (তরজমানুল কুরআনঃ এপ্রিল ১৯৭৬)

আল্লাহ তা'য়ালার নিকট কাতর কণ্ঠে এই আবেদন করুন, যে কাজের দায়িত্ব আপনাকে দেওয়া হয়েছিল, তা সম্পন্ন করার ব্যাপারে আপনার দ্বারা যে ভুল ত্রুটি হয়েছে কিম্বা তাতে যে অসম্পূর্ণতা রয়ে গেছে তা যেন তিনি ক্ষমা করে দেন।

[তাফহিমুল কোরআন (বাংলা) ১৯শ খন্ড, ২৮০পৃ. মুদ্রনে ওরিয়েন্টাল প্রেস, ঢাকা ১৯৮০ ইং; কোরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষা(বাংলা) ১১২পৃ. ৮ম প্রকাশ, আধুনিক প্রকাশনী:জুন ২০০২]

(৫) কুরআনুল কারীম সম্পর্কে মওদূদী আকীদাঃ

"কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় এ শব্দগুলোর (ইলাহ, রব, দ্বীন, ইবাদত) যে মৌল অর্থ প্রচলিত ছিল, পরবর্তী শতকে তা ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত এক একটি শব্দ ব্যাপকতা হারিয়ে একান্ত সীমিত, বরং অস্পষ্ট অর্থের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে পড়ে।" এক পৃষ্ঠা পর লিখেন- "এটা সত্য যে, কেবল এ চারটি মৌলিক পরিভাষার তাৎপর্যে আবরণ পড়ে যাওয়ার কারণেই কুরআনের তিন চতুর্থাংশের চেয়েও বেশি শিক্ষা এবং তার সত্যিকার স্পিরিটই দৃষ্টি থেকে প্রচ্ছন্ন হয়ে যায়।"

(কুরআন কী চার বুনিয়াদী ইসতিলাহেঃ ৮-১০)

(৬) হাদীস সম্পর্কে মওদূদী আকীদাঃ

বুখারী শরীফে বর্ণিত হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও হযরত সারা (আঃ) এর ঘটনা সম্বন্ধে বলেন, "এটি একটি মিথ্যা নাটক।"

(রাসায়েল ও মাসায়েলঃ ৩/৩৬)

হাদীস তো কতিপয় মানুষ সুত্রে বর্ণিত হয়ে কতিপয় মানুষের কাছে পৌছেছে। কাজেই এসবের সত্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মিতে পারে না। বড়জোর ধারনা জন্মিতে পারে।

(তাফহীমাতঃ ১/৩৫৬)

(৭) উসূলে হাদীস সম্পর্কে মওদূদী আকীদাঃ

এ আধুনিক যুগে পূর্ব যুগের বাজে কথা কে শোনে?

(তরজমানুল কুরআন ৪র্থ সংখ্যাঃ ১১১)

(৮) সাহাবায়ে কিরাম সম্পর্কে মওদূদী আকীদাঃ

সাহাবায়ে কিরাম সত্যের মাপকাঠি বলে জানবে না এবং তাদের অনুসরন করবে না।

(দস্তুরে জামাতে ইসলামীঃ ৭)

(৯) দাড়ি সম্পর্কে মওদূদী আকীদাঃ

হাদীসে শুধু দাড়ি রাখার হুকুম আছে। সুতরাং পরিমাণ যাই হোক হাদীসের উপর আমল হয়ে যাবে।

(১০) তাকলীদ সম্পর্কে মওদূদী আকীদাঃ

আমার মতে দ্বীনী ইলমে বুৎপত্তি রাখেন এমন ব্যক্তির জন্য তাকলীদ (মাযহাবের অনুসরণ) শুধু না-জায়েয ও গোনাহ নয় বরং এর চেয়েও জঘণ্যতম।

(রাসায়েল ও মাসায়েলঃ ১/২৪৪)

উপরোক্ত আকীদাসমূহ ছাড়াও মাওলানা মওদুদীর আরো অনেক ভ্রান্ত আকীদা রয়েছে। নমুনা হিসেবে মাত্র কয়েকটি উল্লেখ করা হল।

মওদুদী ফেতনা সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে হলে পড়ুন:

১. ইতিহাসের কাঠগড়ায় হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) -জাস্টিস তাকী উসমানী (রশীদ কল্যান ট্রাস্ট)

২. মাওলানা মওদূদীর সাথে আমার সাহচার্যের ইতিবৃত্ত – মাওলানা মনজুর নোমানী (রহঃ) (ঐ)

৩. মওদূদী সাহেব ও ইসলাম -মুফতি রশীদ আহমাদ লুধীয়ানভী (রঃ) (দারুল উলুম লাইব্রেরী-৩৭,নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার)

৪. মওদূদীর চিন্তাধারা ও মওদূদী মতবাদ -ইজহারে হক ফাউন্ডেশান; প্রাপ্তিস্থানঃ (দারুল উলুম লাইব্রেরী-৩৭,নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার)

৫. ফিতনায়ে মওদুদীয়াত – মাওলানা যাকারিয়া (রহ.)

৬. ভুল সংশোধন -মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (রহ.)

৭. সতর্কবাণী -মাওলানা মোহাম্মাদুল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর (রহ.)

৮. হক্ব বাতিলের চিরন্তন দ্বন্দ্ব- আল্লামা আহমাদ শফী, হাটহাজারী।

৯. ঈমান ও আক্বীদা -ইসলামিক রিসার্স সেন্টার, বসুন্ধরা।

১০. ফতোয়ায়ে দারুল উলূম (আংশিক)

১১. বিদেশী ও স্বদেশী ফেরাকে বাতেলাহ

(আল-কাউসার প্রকাশনী, ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা)

-সংগ্রহীত পোষ্ট

তাকফীরী সালাফীর অন্বেষণে: জনৈক সেলিব্রিটির মিথ্যাচারের জবাবে কিছু কথা!

সহীহ-আকিদা(RIGP) 24 days ago read online articles

❖ তাকফীরী সালাফীর অন্বেষণে: জনৈক সেলিব্রিটির মিথ্যাচারের জবাবে কিছু কথা!

.পরম করুণাময় অসীম দয়ালু মহান আল্লাহ’র নামে শুরু করছি।

যাবতীয় প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক মহান আল্লাহ’র জন্য। যিনি বলেছেন,“ধ্বংস প্রত্যেক মিথ্যাবাদী পাপিষ্ঠের জন্য।” [সূরাহ জাছিয়াহ: ৭]

তিনি আরও বলেছেন, “হক এসেছে, আর বাতিল অপসৃত হয়েছে; বাতিল তো অপসৃত হওয়ারই ছিল।” [সূরাহ বানী ইসরাঈল: ৮১]

শতসহস্র দয়া ও শান্তি বর্ষিত হোক প্রাণাধিক প্রিয় নাবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’র প্রতি। যিনি বলেছেন, “তুমি হক (সত্য) বল, যদিও তা তিক্ত হয়।” [সাহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব, হা/২২৩৩; সনদ: সাহীহ লি গাইরিহী] অন্যত্র বলেছেন, “তুমি হক বল, যদিও তা তোমার নিজের বিরুদ্ধে যায়।” [সিলসিলাহ সাহীহাহ, হা/১৯১১; সাহীহুল জামি‘, হা/৩৭৬৯; সনদ: সাহীহ]

❖ .🙪প্রারম্ভিকা,

আহলুস সুন্নাহর উলামা- মাশায়েখ ,দাঈগণের প্রতি শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ এবং বাতিলপন্থী কর্তৃক

ভিবিন্ন মিথ্যাচার, তোহমত লাগানোর বিষয়টি বেশ পুরনো! এতদসত্ত্বেও হক্ব এবং বাত্বিলের লড়াই যুগ যুগ ধরে চলমান রয়েছে!

হক্বপন্থী উলামায়ে ক্বেরামের মানহানী করত: তাঁদের নামে মিথ্যাচার করে জীবনের অধিকাংশ সময়গুলো ব্যয় করা "বাত্বিল পূজারী", বর্ণচোরাদের

অপচেষ্টা

রুখতে ও তাদের বিষদাঁত ভেঙে দিতে সুন্নাহর অনুসারীগণ সদা সর্বদা তৎপর ছিলেন, আজও রয়েছেন এবং ভবিষ্যতেও থাকবেন। [ইনশা আল্লাহ].

পর-সমাচার এই যে, বেশ কিছুদিন ধরে একজন সেলিব্রেটি কলামিস্ট আহলে হাদিসদের উপর লাগাতার মিথ্যাচার ও অপবাদ দিয়ে যাচ্ছেন ! অতীতে তার ভিবিন্ন মন্তব্যগুলি আমরা নিছকই অজ্ঞতা ভেবে আমলে নেই নি কিন্তু সাম্প্রতি লক্ষ্য করছি ওই 'সেলিব্রিটি লিখক ' কর্তৃক আহলে হাদিসদের উপর এমন সব অপবাদ, মিথ্যাচার ছাপিয়ে দেয়া হচ্ছে যা সুদূর অতীতে আহলে হাদিসদের চরম শত্রুরাও দেয় নি! অত্যান্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এই মিথ্যুক কলমবাজ আহলে হাদিসদের "তাকফীরী" তকমা পর্যন্ত লাগিয়ে দিয়েছেন ! লা নাতুল্লাহি আলাল কাযিবিন।

বন্ধুগণ! চলুন আর দেরি না করে ভিবিন্ন সময়ে দেয়া

অসাধু কলামিস্টের অভিযোগগুলি অবলোকন করি:

❖ ◈প্রথম অভিযোগ:

সেলিব্রেটি লেখক সাহেব এক জায়গায় বলেন,

"আমি ছোট বেলা থেকে আল আমিন মসজিদের সালাত আদায় করি। আমি আহলে হাদিসদের সাথে থেকে বড় হয়েছি। বাংলাদেশে আহলে হাদিসদের একটা বড় অংশ হানাফি মাযহাবের অনুসারীদের মুসলিম মনে করে না। এটা কেমন আকিদা"!?

[কমেন্টবক্সে স্কিন শর্ট দ্রস্টব্য-১]

❖ ◈দ্বিতীয় অভিযোগ:

"খারিজি আকিদাহ আমি সবচেয়ে বেশি দেখেছি আহলে হাদিসদের মধ্যে, তারা নিজেরা ছাড়া অন্যদের 'অসহীহ আক্বীদাহ,' বলে পারলে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। [কমেন্টবক্সে স্কিন শর্ট দ্রস্টব্য-২]

.

◈তৃতীয় অভিযোগ:

অতি সাম্প্রতি এই লিখক সাহেব নিজ আইডিতে একটা আর্টিকেল পোস্ট করেন! এক জায়গায় লিখেন - "আহলে হাদিস দাবিদার ভাইদের একটা বড় অংশের ধারনা তারা ছাড়া আর কেউই মুসলিম না" [কমেন্টবক্সে স্কিন শর্ট দ্রস্টব্য-৩]

❖ আমাদের ভাই আব্দুল্লাহ যখন এর প্রতিবাদ করেন, তখন জবাবে ঐ সেলিব্রিটি কলামিস্ট বলেন," আমি আমার জীবনে আহলে হাদিসদের মধ্যে যত তাকফিরি দেখেছি, খুব ভায়োলেন্ট জিহাদিস্টদের মধ্যেও তত তাকফিরি দেখিনি"! আল ইয়াযু বিল্লাহ।

[কমেন্টবক্সে স্কিন শর্ট দ্রস্টব্য-৪]

❖ .◈পর্যালোচনা:

আহলেহাদীসদেরকে ‘তাকফীরী’ তকমা দেওয়ার বিষয়টি নতুন নয়। ইতঃপূর্বে বড়ো বড়ো ইমামদেরকেও এই ভয়ানক মিথ্যা তকমা দেওয়া হয়েছে। আসলে যারা সালাফীদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, তারাই মূলত এসব মিথ্যা কথা বলে পাবলিক টেরিটোরিতে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। ছুপা সালাফী বিদ্বেষীরাও সুযোগ বুঝে এ জাতীয় উদ্ধত কথাবার্তা প্রকাশ করে। অথচ আহলেহাদীসরাই তাকফীরীদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি তৎপর। তাকফীরীদের বিরুদ্ধে লেখালেখি ও বক্তৃতার মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারণা আহলেহাদীসদেরই বেশি।

তাকফীরীদের বিরুদ্ধে পূর্ববর্তী যুগ থেকেই ‘আলিমগণ বক্তব্য দিয়ে আসছেন। আমরা বর্তমান যুগের কিছু বিখ্যাত লিখনের কথা আলোচনা করি। ইমাম আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ), যিনি হলেন সালাফীদের চোখের মণি। তাঁর একটি বিখ্যাত বইয়ের নাম ‘ফিতনাতুত তাকফীর’ তথা ‘কাফির বলার ফিতনাহ’। এই বইয়ের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে সমকালীন বিশ্বের দুজন প্রখ্যাত ‘আলিমে দ্বীন—ইমাম ইবনু বায এবং ইমাম ইবনু ‘উসাইমীন (রাহিমাহুমাল্লাহ) বইটির টীকা প্রণয়ন করেছেন। এই বিখ্যাত বইটি বেশ কয়েকবছর আগে বাংলায় অনূদিত হয়েছে। আগ্রহীরা পড়ে দেখতে পারেন।

বাংলা ভাষায় কিছু মৌলিক রচনার কথা যদি বলি, তাহলে ড. মুযাফফর বিন মুহসিন সাহেবের ‘ভ্রান্তির বেড়াজালে ইক্বামতে দ্বীন’ বইটির কথা বলতে হয়। যে বইটির অন্তস্থ প্রবন্ধ মাসিক আত-তাহরীকে পর্বাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তীতে সেই প্রবন্ধ বই আকারে আত্মপ্রকাশ করে। অনুরূপভাবে তাকফীরের ভয়াবহতার ব্যাপারে একটি চমৎকার মৌলিক গ্রন্থ হলো উস্তায সাইফুদ্দীন বেলাল মাদানী বিরচিত ‘কুফরি ফতোয়া ও তার কুপ্রভাব’। এই বইটি বেশ কয়েকবছর আগে ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরি থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও তাকফীরের নীতিমালা সম্পর্কিত

একটি মৌলিক গ্রন্থ হলো উস্তায আব্দুল হামীদ ফাইযী আল-মাদানী সাহেবের 'কাফির বলার মৌলনীতি'। এই বইটি অনেক আগে থেকেই ইন্টারনেটে সহজলভ্য এবং তাওহীদ পাবলিকেশন্স থেকে বছর কয়েক আগে বেরও হয়েছে।

❖ এছাড়াও আহলেহাদীস দা'ঈগণ অনেক আগে থেকেই বক্তব্য ও সেমিনারের মাধ্যমে তাকফীরীদের ব্যাপারে সচেতনতা তৈরি করে আসছেন এবং এদের থেকে সতর্ক করছেন। এখন কথা হলো, কেউ নিজেকে আহলেহাদীস দাবি করল, আর দেদারসে লোকদেরকে তাকফীর করতে লাগল, তাহলে কি একথা বলা সমীচীন হবে যে, আহলেহাদীসরা তাকফীরী?! কখনোই সমীচীন হবে না। ধরুন, একজন দেওবন্দী দাবিদার অথবা কতিপয় দেওবন্দী দাবিদার তাদের বিয়েতে যৌতুক নিল। এখন কি আপনি একথা বলবেন যে, দেওবন্দীরা যৌতুক প্রথার ধারক ও বাহক?!
আল-'ইয়াযু বিল্লাহ।

❖ আবার ধরুন হানাফীদের একটি অংশ ভেরলভিদের মাথার তাজ এনায়েতুল্লাহ আব্বাসী [হাদাহুল্লাহ] প্রায় ডজন খানেক দাঈকে কাফির ফাতওয়া দিয়েছেন!
এখন কি আপনি ঢালাওভাবে একথা বলবেন যে, হানাফীরা তাকফীরী!? এটা তো পুরোই বে-ইনসাফী কথা। কিন্তু দুঃখজনক হলেও এটাই সত্য যে, কতিপয় অসাধু কলামিস্ট বলে বেড়াচ্ছেন যে,আহলেহাদীসদের অনেকেই তাকফীরী! আল-'ইয়াযু বিল্লাহ।

❖ সবচেয়ে হাস্যকর বিষয় হচ্ছে, আহলে হাদিসদের "তাকফীরী" প্রমাণের দলিল হিসেবে দু'চারজন মাজহুল আওয়ামকে [জনসাধারণকে] পেশ করেছেন এরা ! এই শ্রেণীর লোকগুলি এত বড় প্রতারক যে, পারলে আই. এস নেতা আবু বক্কর আল বাগদাদীকেও 'আহলে হাদিস' বলে চালিয়ে দিতো, যেমনটি বাংলা ভাইয়ের ক্ষেত্রে করেছিল!

❖ .ওহে বাতিলের ধ্বজাধারী! জেনে রাখো,
এদেশীয় আহলে হাদিসরাই যুগ যুগ ধরে খাওয়ারেজ, শিয়া-রাফেযী, জাহমিয়া, আশাআরী, মাতুরিদী, মুতাযিলা ইত্যাদি বাতিল মতবাদ ও ফিরক্বার পাশাপাশি ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র ইত্যাদি কুফুরী মতবাদগুলো রদ করার পাশাপাশি এসকল বিভ্রান্ত মতবাদ ও ফিরক্বার ব্যাপারে জাতিকে সর্তক ও সংশোধনের চেষ্টা করে করছেন, যা আজ অব্দি চলমান রয়েছে। এ মর্মে আহলে হাদীস আলিমদের লিখিত বই-পুস্তক, আহলে হাদিস আন্দোলন এবং জমঈয়তে আহলে হাদিস এর সাংগঠনিক কর্মপদ্ধতি, গঠনতন্ত্র ইত্যাদি সহ অসংখ্য বই-পুস্তক, লিখনী ও বক্তৃতায় তার প্রমাণ বহন করে! ছোট বড় মিলিয়ে উলামাদের শত শত লেকচার রয়েছে! আমি নিম্নে মাত্র কয়েকজন দাঈর দীর্ঘ আলোচনা সম্বলিত কয়েকটি লেকচার এর লিংক দিচ্ছি যা শ্রবণ করলে সম্মানিত পাঠকগন সহজেই বুঝতে পারবেন যে, আমাদের আলিমগণ খারেজী,তাকফীরীদের ব্যাপারে কতটা কঠোরতা অবলম্বন করেন!

❖ .• প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।
►লিংকঃ https://youtu.be/Ltw7g3K-Gak
• উস্তায আব্দুর রাক্বিব বুখারী।
►লিংকঃ
https://m.youtube.com/watch?v=OjB4anailDY&t=509
• উস্তায মতিউর রহমান মাদানী।
►লিংকঃ
https://m.youtube.com/watch?v=CLMig7ax7nc&feature=share
• ড. মুজাফফর বিন মুহসীন।
►লিংকঃ
https://youtu.be/FW3yklPv4V4
• উস্তায দুরুল হুদা [হাফিযাহুল্লাহ]
►লিংকঃ https://youtu.be/aFlMvCY87a4
• উস্তায আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাজ্জাক।
►লিংকঃ https://youtu.be/JaKcAFSJKes
• উস্তায আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাজ্জাক।
►লিংকঃ https://youtu.be/PdRvbLqmM34
• ড.মোছলেহ উদ্দিন ও ড. শাখাওয়াত হোসাইন।

▶লিংকঃ https://youtu.be/pLfWLRMaZK8

• সন্ত্রাস এবং জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে ইসলামী সম্মেলন: আহলেহাদিছ আন্দোলন (১ম পর্ব)

▶লিংকঃ https://youtu.be/7pfwWSvL3ts

• সন্ত্রাস এবং জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে ইসলামী সম্মেলন: আহলে হাদিছ আন্দোলন (২য় পর্ব)

▶লিংকঃ https://youtu.be/rkXyQI4w9zY

• উস্তায আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম

▶লিংকঃ https://youtu.be/qwe0PwlDPAI

• উস্তায আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম

▶লিংকঃ https://youtu.be/UA5WTUC-xZ4

❖ .সুতরাং, সাবধান! সতর্ক হোন। আহলে হাদিসদের উপর এমনসব মিথ্যা অপবাদ কেবলমাত্র বিদ'আতী ব্যক্তিবর্গ ছাড়া, কোনো সুন্নাহর অনুসারী দিতে পারেনা! তাইতো হাদীছশাস্ত্রের হাফিয,ইমাম আবূ হাতিম (রহিমাহুল্লাহ) [মৃত: ২৭৭ হি.] বলেছেন,

«علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر».

“বিদ‘আতীদের নিদর্শন হল আহলুল আছার তথা সালাফীদের আক্রমণ করা (বা তাদের নামে কুৎসা রটানো)।”

[📚ইমাম আবূ ‘উছামান আস্ব-স্ববূনী (রহিমাহুল্লাহ), ‘আক্বীদাতুস সালাফি ওয়া আস্বহাবিল হাদীছ; পৃষ্ঠা: ৩০৪]

.ইমাম আহমাদ বিন সিনান আল-ক্বত্বত্বান (রহিমাহুল্লাহ) [মৃত: ২৫৯ হি.] বলেন,

«ليس في الدنيا مبتدع، إلا وهو يبغض أهل الحديث».

“দুনিয়ায় এমন কোনো বিদ‘আতী নেই, যে আহলুল হাদীছদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে না।”

[📚ইমাম যাহাবী (রহিমাহুল্লাহ), সিয়ারু আ‘লামিন নুবালা; খণ্ড: ১২; পৃষ্ঠা: ২৪৬; ইমাম হাকিম (রহিমাহুল্লাহ), মা‘রিফাতু ‘উলূমিল হাদীছ; পৃষ্ঠা: ৪]

অতএব, "অধিকাংশ আহলে হাদিসই তাকফীরী কিংবা আহলে হাদিসদের একটা বড় অংশ খারেজী অথবা আহলে হাদিসরা নিজেদের ছাড়া আর কাউকে মুসলিম মনে করে না " ইত্যাদি অপবাদ লাগিয়ে দিয়ে অন্তরিস্থ বিদ্বেষ জাহির করার মাধ্যমে নিজেকে বিদ‘আতী বলে প্রদর্শন করবেন না। আমরা সকলের জ্ঞাতার্থে একথ সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে চাই যে, ঢালাওভাবে আহলে হাদিসদেরকে "তাকফীরী" বলাটা এত বড় জঘন্য অপবাদ যে, তা যদি কেউ সমুদ্রে পেলে দেয়, সমুদ্রের পানি পর্যন্ত দূষিত হয়ে যাবে! একমাত্র কাজ্জাব, মুনাফিক্ব কিংবা যিন্দিকদের দ্বারাই এমনসব জঘন্য "অপবাদ" লাগানো সম্বব"।

❖ .ওহে হক্বকে সাইনবোর্ড হিসেবে ব্যবহারকারী কাজ্জাব! আর কতদিন চলবে তোমার এহেন জঘন্য দুষ্কর্ম ? তোমার অন্তরে কি এতটুকু আল্লাহর খওফ নেই ? অন্তরে যদি নূন্যতম আল্লাহর ভয় থাকে, তবে এসব মিথ্যাচার ছেড়ে দিয়ে ভালো হও। নচেৎ তোমার জন্য অপেক্ষা করছে আল্লাহপ্রদত্ত ভয়াবহ শাস্তি। দু'আ করছি, আল্লাহ তোমাকে হিদায়াত দিন, আমীন।

.আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা- আমাদের সবাইকে

সুবেশধারী অসাধু কলামিস্টদের অনিষ্টকর কলাম থেকে হেফাজত করুন এবং আমাদেরকে আহলুস সুন্নাহ-র উলামায়ে ক্বেরামের ইত্তেবাহ এবং তাদের উপর বাত্বিলপন্থীদের আরোপিত ভিবিন্ন মিথ্যা অভিযোগ খন্ডনের তাওফীক্ব দান করুন। [আ - মীন]

———————————❒ লেখক:

❖ আখতার বিন আমীর। [আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা লেখককে উত্তম প্রতিদান দিন -আ-মীন]

মিযানুর রাহমানির আল আযাহারির গোমরাহী কিছু বিভ্রান্তি...

সহীহ-আকিদা(RIGP) 4 months ago read online articles
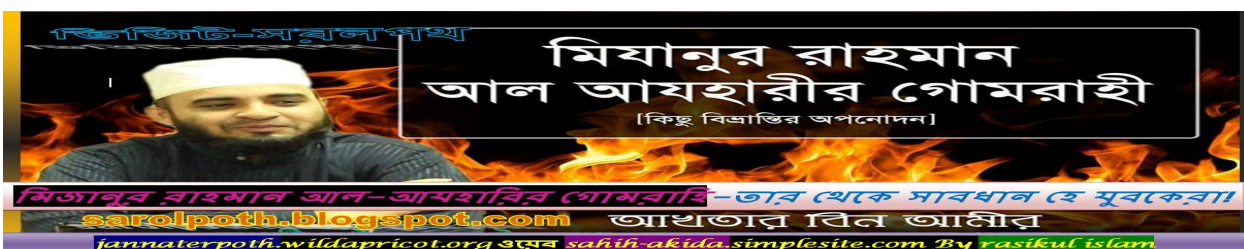
আসসালা-মু 'আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা-র জন্য,

যিনি বলেছেন “ধ্বংস প্রত্যেক মিথ্যাবাদী পাপিষ্ঠের জন্য।” [সূরাহ জাছিয়াহ: ৭]

এবং অসংখ্য সলাত ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বশেষ নাবী ও রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি, যিনি বলেছেন : مَنْ يَقُلْ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

“আমি যা বলি নি তা যে আমার নামে বলবে তার আবাসস্থল জাহান্নাম।” [বুখারী, আস-সহীহ ১/৫২]

- আহলুস সুন্নাহর উলামা- মাশায়েখ ,দ্বায়ীগণের প্রতি শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ এবং বাতিলপন্থী কর্তৃক
- বিভিন্ন মিথ্যাচার, তোহমত লাগানোর বিষয়টি এক্কেবারে নতুন নয় বরং তা বেশ পুরনো! এতদসত্ত্বেও হক্ব ও বাত্বিলের লড়াই যুগ যুগ ধরে চলমান রয়েছে!
- সকলের জ্ঞাতার্থে সুস্পষ্টভাবে একথা জানিয়ে দিতে চাই যে,আমরা যেকোন ভ্রান্ত ফিরক্বা,দল, মতবাদ বা ব্যক্তির বিরোধিতা করি শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে! এক্ষেত্রে কারো সাথে আমাদের ব্যক্তিগত দ্বন্ধ নেই বললেই চলে! আমরা যখন কোন বিরোধী মতবাদের বা দ্বায়ীর সমালোচনা করি অথবা উলামায়ে'ছু দের ভ্রান্তির বিরুদ্ধে কলম ধরি, তখন সেটা নিজের মনের খায়েশ মেটানোর জন্যে নয় বরং সুন্নাহ নির্দেশিত পথেই এর প্রতিবিধান করি।

 [আল্লাহ তাওফিক্ব দাতা]

✍ উস্তাযুল আ-লিম, ইমাম আব্দুল আ'জিজ বিন বাজ রাহি'মাহুল্লাহ বলেন -

“হক্বপন্থী লোকেরা যদি কোনটা সত্য আর কোনটা মিথ্যা,সেই কথা বর্ণনা না করতো, তাহলে ভ্রষ্টতার শিকার হয়েছে এমন লোকেরা তাদের ভুলের উপরেই থেকে যেত। তখন সাধারণ লোকেরা অন্ধভাবে সেই ভ্রষ্টতার অনুসরণ করতো। সুতরাং যারা সত্য জেনেও চুপ করে ছিলো,লোকদের পথভ্রষ্ট হওয়ার পাপ তাদের উপরেও পড়তো।”

 📚 [মাজমু ফাতাওয়াঃ ৩/৭২]

আমরা আজকে সুরেলা কণ্ঠের বক্তা মিজানুর রাহমান আল আযহারী [হাদাহুল্লাহ] নামক এক ব্যক্তির কয়েকটি বিভ্রান্তিকর বক্তব্যের পর্যালোচনা করব! [ইনশা আল্লাহ]

 ▶ বক্তব্য - (এক),

"বিতির নামায তিনটি নিয়মে পড়া যায়! আমরা হানাফিরা যে পদ্ধতিতে বিতির নামায পড়ি তার আম দলিল রয়েছে! মৌলিক তিনটি পদ্ধতির যেকোনো একটি দিয়ে বিতির নামায পড়ুন কিন্তু বিভ্রান্তি সৃস্টি করা যাবেনা!

আমরা কেউ তাবলীগ জামাত করি, কেউ জামাতে ইসলামী করি, কেউ চরমোনাই পীরের মুরিদ, কেউ হেফাজতে ইসলাম, কেউ কাওমী, কেউবা আলিয়া কিন্তু এই ভূখন্ডে আমাদের দাড়িওয়ালা,টুপিওয়ালাদের মাঝে রয়েছে শতবছরের ঐক্য! এইজন্যই দাওয়াতের নামে, সহিহ হাদিসের নামে, ইসলামের নামে এদেশের ঐক্য আপনারা নষ্ট করবেন না! এই ঐক্য নষ্ট করার কোন অধিকার আপনাদের নাই! অতএব, এই ভূখন্ডে কঠিন ইসলাম প্রচার করা আপনাদের দরকার নেই!

 লিংকঃ

https://www.youtube.com/watch?v=FMKgSZTO1p4&t=9s

[মুলভাব সংক্ষেপিত]

 ⬖পর্যালোচনাঃ

প্রথমত, বিতির নামায তিনটি নয় দুইটি নিয়মে পড়ার বিশুদ্ধ বর্ননা পাওয়া যায় হাদিসে! এদেশের হানাফী-রা যে পদ্ধতিতে বিতির নামায আদায় করেন তার পক্ষে কোন গ্রহনযোগ্য দলিল পাওয়া যায় না।

- দ্বিতীয়ত, বক্তা অভিযোগ করেন " সহিহ হাদিসের নামে নাকি সমাজে বিভেদ তৈরি করা হচ্ছে"! বিশুদ্ধ দ্বীনের দাওয়াতের কারণেই নাকি তাদের শতবছরের কথিত ঐক্য বিনষ্ট হচ্ছে"!

- আমি পাঠকদের কাছে জানতে চাই - কখন,কবে, কোথায় এদেশীয় ভিবিন্ন ফিরকাবন্দী ওয়ালাদের ঔক্য ছিল?দেওবন্দীদের একাংশের কাছে পীর পন্থীরা সবসময়ই ভ্রান্ত ছিল,আবার মুল ধারার দেওবন্দীদের কাছে জামাতীরা পথভ্রষ্ট এমনকি মওদুদী সাহেবকে রদ্দ করে তারা শত শত বই পর্যন্ত রচনা করেছেন! কওমীদের একাংশ ফুলতলীদের পিছনে নামাজ পড়ে না,জামাতীদের কাছে চরমোনাই হল পথভ্রষ্ট , দেওয়ানবাগী সর্বমহলে গোমরাহ,কওমী আর আলিয়ার দ্বন্দ্ব বহু পুরানো,এইতো গতবছরই ব্রেরলভীদের সাথে দেওবন্দীদের খুনাখুনির ঘটনা ঘটে,কিছুদিন আগেও তাবলীগের দুই গ্রুপের খুনাখুনির ঘটনাগুলি জাতীয় পত্রিকার শিরোনাম হয়েছিল! হ্যায়াতিদের কাছে মামাতিরা বিভ্রান্ত আবার মামাতিদের কাছে হ্যায়াতি!

এবার আপনিই বলুন -- এ সমাজে ঐক্য কখন ছিল?

মোদ্দা কথা হল - বক্তা সাহেবকে তার জাহালতের উপর ক্রন্দন করা উচিত এইজন্য যে, তিনি আজও ঐক্যের মানদণ্ড সম্পর্কেই ওয়াকিবহাল নন! কেননা ফিক্বহি 'মাসআলা - মাসায়েল 'কখনো ঐক্যের ভিত্তি হতে পারেনা!

পাঠকদের জেনে রাখা জরুরী যে এই বক্তা সাহেবগন কিছু ভাল কথার আড়ালে ভিবিন্ন মনভোলানো যুক্তি ও বচন দ্বারা আহলে সুন্নাহর বিরোধীতা অত:পর নিজ হস্তের কলম কিংবা মুখের বচন দ্বারা আহলে সুন্নাহর গর্দান উড়িয়ে দিয়ে বাতিল পন্থীদের রসদ জোগায়!

▸ বক্তব্য - (দুই)

'মুসা আলাইহিস সালাম যখন লোহিত সাগরে নিজ হাতের লাঠি দিয়ে আঘাত করলেন তখন সেখানে একটি "ব্রিজ" তৈরি হয়েছিল!

▶ লিংকঃ

https://www.youtube.com/watch?v=vJt7l4K04Hg

[মুলভাব সংক্ষেপিত]

পর্যালোচনাঃ

ইতিহাসবিদদের গ্রন্থ থেকে লোহিত সাগরে 'ব্রিজ' তৈরি হওয়ার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না! বরং একটি রাস্তা তৈরি হয়েছিল [কিন্তু সেটা ব্রিজ নয়] এমন বর্ননা পাওয়া যায়! সুতরাং বক্তার উল্লিখিত দাবিটা মিথ্যা ও বানোয়াট!

▸ বক্তব্য - (তিন) ,

নিম্নোক্ত ভিডিও-তে রাসূল ﷺ-এর দেহের গড়নের বর্ননা দিতে গিয়ে বক্তা সাহেব বলেন -"আল্লাহর রাসূল ﷺ- এর বডি ছিল সিক্স পেক! যুবক ভাইয়েরা, তোমরাও সবসময় এমনভাবে ফিট থাকবা" !

▶ লিংকঃ

https://www.youtube.com/watch?v=-wipigAEb14&t=2s

[মুলভাব সংক্ষেপিত]

পর্যালোচনাঃ

কোরআন,হাদিস কিংবা সাহাবায়ে কেরামের কওল তো দূরের কথা, কোন জাল হাদিস দ্বারাও এমন আজগুবী বর্ণনা ছাবিত হয়নি! তাছাড়া যে রাসূল ﷺ-এর চুলায় কোন কোন সময় আগুন পর্যন্ত জ্বলতো না, উপোস দিনাতিপাত করেছেন মাঝেমাঝে, সেই রাসূল ﷺ-এর কিনা 'সিক্স পেক' ছিল !!!

আপনারা যারা জিম করেন তারা নিশ্চয়ই জানেন 'সিক্স পেক' বডি বানানো কতটা কষ্টসাধ্য এবং সময়সাপেক্ষ ব্যাপার! তাছাড়া রাসূল ﷺ এর শরীরিক গড়ন সম্পর্কে মানুষকে এরকম বর্ননা কোন সাহাবী দেন নি অথচ উনারা তাকে সরাসরি দেখেছেন।

অতএব, বক্তার উক্ত বক্তব্যটি বিভ্রান্তিকর, মনগড়া এবং বানোয়াট।

▸ বক্তব্য - (চার)

দুটি প্রশ্নোত্তর রয়েছে নিম্নোক্ত ভিডিওতে!

১. কোন ব্যক্তি মারা গেলে যেয়াবাত, চল্লিশা খাওয়ানো কি জায়েজ?

- ২. মৃত ব্যক্তির পাশে বসে কোরআন মাজিদ পড়া ও খতম দেওয়া কি সাওয়াবের কাজ?
- উত্তরে বক্তা মিজানুর রাহমান আল আযহার সাহেব বলেন,
- ১.আপনি [৪০ শা] খাওয়ান! খাওয়াতে দোষ নেই! মৃত ব্যক্তির রুহের মাগফিরাতের জন্য খাওয়ালে মাইয়াতের

- গুনাহ আল্লাহ মাফ করবেন! কিন্তু খাওয়াবেন মিস্কিনদেরকে,এয়াতিমদেরকে কারণ তারা বেশি হক্বদার! কিন্তু এখনকার চল্লিশাতে মিস্কিনদের জায়গা হয়না বরং পয়সা ওয়ালারা এসে লাইনে বসে থাকে! অথচ দরকার ছিল আপনার আব্বা মারা গেছে তাই কোন এতিমখানায় একটি গরু দান করে দেন, তারা খেয়ে দোয়া করবে!
- ২. কোরআন তেলোয়াত করতে পারবেন! কারণ হাদিসে এসেছে মুমূর্ষু ব্যক্তির সামনে 'সুরা ইয়াসিন' তেলোয়াত করলে তার মৃত্যু যন্ত্রণা হাল্কা হয়!
- ৩. অতিরিক্ত হিসেবে তিনি এখানে আম্নাজান খাদিজা রাদিআল্লাহু আনহা-র কবরে সাওয়াল-জাওয়াব সংক্রান্ত একটি ঘটনা বর্ণনা করেন (রেফারেন্সবিহীন)।

তিনি বলেন -আম্মাজান খাদিজা রাদিআল্লাহু তাআলা আনহা-দাফন করার পর আল্লাহর রাসূল ﷺ- উনার কবরের পাশে দাড়িয়ে রইলেন,কবরের তিনটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য! এমতাবস্থায় জিবরাইল (আঃ) এসে বলল, খাদিজার জবাব স্বয়ং আল্লাহ দিবেন, আপনি চলে যান! অতপর তিনি বাড়ী ফিরে গেলেন!

 ▶ লিংকঃ

https://www.youtube.com/watch?v=rWS3gURhhCs

[মুলভাব সংক্ষেপিত]

 পর্যালোচনাঃ

১. মৃত ব্যক্তির জন্য ভোজ,চারদিনা,চল্লিশা,যেয়াবত করা সুস্পষ্ট বিদায়াত! এটি আল্লাহর রাসূল ﷺ এর সুন্নাহ দ্বারা সাবস্ত হয়নি! পরবর্তী লোকেরা এই রেওয়াজ চালু করেছে!

২. শ্রোতার প্রশ্ন ছিল "মৃত্য ব্যক্তির পাশে বসে কোরআন তেলোয়াত,খতম করা যাবে কিনা" অথচ বক্তা সাহেব মুমূর্ষু রোগীর পাশে বসে 'সুরা ইয়াসিন ' পড়ার দলিল দিয়ে সেটাকে জায়েজ বানিয়ে দিচ্ছেন! মুমূর্ষু রোগী আর মৃত ব্যক্তি কি এক হল?

তারপরও চলুন দেখি মুমূর্ষু রোগীর পাশে বসে "সুরা ইয়াসিন" পড়ার হাদিসটি বিশুদ্ধ কিনা!!!

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

قُرِىءَ مَرِيْضٍ وَأَيُّمَا مَرَّةً عَشَرَةَ اثْنَتَىْ الْقُرْآنَ قَرَأَ كَأَنَّمَا الْأَجْرِ مِنَ وَأَعْطَي لَهُ اللهُ غَفَرَ اللهُ بِهَا يُرِيْدُ (يس) قَرَأَ مَنْ ρ اللهِ رَسُوْلُ قَالَ قَالَ كَعْبٍ بْنِ أُبَيِّ عَنْ (ب)
وَيُصَلُّوْنَ نَازَتَهُجَ وَيَتَّبِعُوْنَ وَغَسْلَهُ قَبْضَهُ وَيَشْهَدُوْنَ لَهُ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ فَيُصَلُّوْنَ صُفُوْفاً يَدَيْهِ بَيْنَ يَقُوْمُوْنَ أَمْلاَكٍ ةُعَشَرَ حَرْفٍ كُلِّ بِعَدَدِ عَلَيْهِ نَزَلَ (يس) سُوْرَةُ عِنْدَهُ
نَّةِالْجَ مِنَ بِشُرْبَةٍ الْجَنَّةِ خَازِنِ رِضْوَانُ يَجِيْئَهُ حَتىَّ رُوْحَهُ الْمَوْتِ مَلَكُ يَقْبِضْ لَمْ الْمَوْتِ رَاتِسَكْ فِىْ وَهُوَ (يس) سُوْرَةَ قَرَأَ مَرِيْضٍ وَأَيُّمَا دَفْنَهُ وَيَشْهَدُوْنَ عَلَيْهِ
. رَيَّانٌ وَهُوَ الْجَنَّةَ يَدْخُلَ حَتىَّ الْأَنْبِيَاءِ حِيَاضِ مِنْ حَوْضٍ إِلَى يَحْتَاجُ وَلاَ رَيَّانٌ وَهُوَ فَيَمُوْتُ فِرَاشِهِ عَلَى وَهُوَ فَيَشْرِبَهَا

উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য সূরা ইয়াসীন পাঠ করবে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন এবং তাকে প্রতিদান দান করবেন, যেন সে দশবার কুরআন তেলাওয়াত করল। কোন অসুস্থ ব্যক্তির কাছে সূরা ইয়াসীন তেলাওয়াত করা হলে তার উপর প্রত্যেক অক্ষরের পরিবর্তে দশজন ফেরেশতা নাযিল হয়। তারা তার সামনে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে তার জন্য দু'আ করেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করেন; যান কবয ও গোসল করার সময় উপস্থিত থাকেন, জানাযার সাথে গমন করেন। ছালাত আদায় করেন এবং দাফন কার্যে উপস্থিত থাকেন। মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতর এমন ব্যক্তির উপর যদি সূরা ইয়াসীন পাঠ করা হয়, তবে 'মালাকুল মাউত' ততক্ষণ তার রূহ কবয করবেন না, যতক্ষণ জান্নাতের তত্ত্বাবধায়ক জান্নাতের পানীয় না নিয়ে আসেন। অতঃপর বিছানায় থাকা অবস্থায় তাকে তা পান করাবেন। ঐ ব্যক্তি তখন পরিতৃপ্ত হবে। এমনকি নবীদের হাউযের পানিরও সে প্রয়োজন মনে করবে না। অবশেষে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তখনও সে পরিতৃপ্তই থাকবে।

তাহক্বীক : এটি ডাহা মিথ্যা বর্ণনা। এর সনদে উইসুফ ইবনু আতিইয়াহ নামে একজন মিথ্যুক রাবী আছে। এছাড়া সুওয়াইদ নামেও একজন দুর্বল রাবী আছে।

সোর্সঃ [ছা'লাবী ৩/১৬১ পৃঃ; সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৬৩৬]

উল্লেখ্য যে, সূরা ইয়াসীন সম্পর্কে যত ফযীলত বর্ণিত হয়েছে, সবই যঈফ কিংবা জাল। ছহীহ কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না।

সোর্সঃ [সিলসিলা যঈফা হা - ৬৬২৩-৬৬২৪]

অতএব, ,মৃত ব্যক্তির পাশে সারিবদ্ধভাবে বসে কোরআন খতম করা নব আবিস্কৃত বিদায়াত! বক্তা এখানে হক্ব (সত্য)- কে পাশ কাটিয়ে বিদাআতের দিকে সুস্পষ্ট আহবানকারী বলেই প্রতীয়মান হয়েছে!

- ৩. 'স্বয়ং আল্লাহ তাআলা,আম্মাজান খাদিজা রাদিআল্লাহু তাআলা আনহা-র কবরের (৩টি) প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন ' এটা ভিত্তিহীন - জাল কথা।

- নোটঃ এরকম আরো ভুরি ভুরি বক্তব্য রয়েছে, যেখানে উক্ত বক্তা সাহেব জাল,দ্বইফ হাদিস বর্ননা, বিদা'আতের দিকে আহবান করা , সুন্নাহপন্থীদের সাথে শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ করা , কুতুব,বান্না,মওদূদী সাহেবের প্রশংসাসহ বেশকিছু আপত্তিজনক,মিথ্যা, মনগড়া বক্তব্য দিয়েছেন!
- ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সিরিন রাহিমাহুল্লাহ-র একটি সতর্কবাণী দিয়েই শেষ করছি! তিনি [রাহিমাহুল্লাহ] বলেছেন,
- إنَّ هذا الـ علم دیـ ن ؛ ف انظروا عمَّن تـ أخذون دیـ نکم
- নিশ্চয় এই ইলম দ্বীনের অন্তর্ভূক্ত। সুতরাং লক্ষ্য রেখো! কার নিকট থেকে তুমি তোমার দ্বীন গ্রহণ করছো।
- আল্লাহতালা উক্ত বক্তার ফিতনা থেকে সকলকে হিফাযত্ব করুন - [আ-মীন]

আপনাদের শুভাকাঙ্ক্ষী,

আখতার বিন আমীর।

Mizanur Rahman al-Azharhi misunderstood some misunderstanding ...

অজ্ঞ ব্যক্তির কাছে ঈল্ম নেওয়া সম্পর্কে

বিশেষ-দ্রষ্টব্যঃ- যদি কোন মাজ-হুল ব্যাক্তির কোন তথ্য পাওয়া যায়। তাহলে ,আপডেট দেওয়া হবে। বা কারো কাছে গুরুত্ব-পূর্ণ প্রবন্ধ থাকলে জানাবেন।

আপনি চাইলে -Whatapps-Facebook-Twitter-ব্লগ- আপনার বন্ধুদের Email Address সহ অন্য Social Networking- ওয়েবসাইটে শেয়ার করতে পারেন-মানবতার মুক্তির লক্ষ্যে ইসলামের আলো ছড়িয়ে দিন। "কেউ হেদায়েতের দিকে আহবান করলে যতজন তার অনুসরণ করবে প্রত্যেকের সমান সওয়াবের অধিকারী সে হবে, তবে যারা অনুসরণ করেছে তাদের সওয়াবে কোন কমতি হবেনা" [সহীহ্ মুসলিম: ২৬৭৪]-:-admin by rasikul islam নিয়মিত আপডেট পেতে ভিজিটকরুন -এই ওয়েবসাইটে - https://sarolpoth.blogspot.com/ (জানা অজানা ইসলামিক জ্ঞানপেতে runing update),<> - https://rasikulindia.blogspot.com (ইসলামিক বিশুদ্ধ শুধু বই পেতে, পড়তে ও ডাউনলোড করতে পারবেন).

আপনাদের সহযোগীতায়

রাসিকুল ইসলাম (ভারত)

আপনাদের সামনে নিয়ে আসব-মেন সার্ভার,(পছন্দ মত)’কাজ চলিতেছে’ সেরা-১ নং-সহীহ-বিশুদ্ধ ওয়েবসাইট

নিজস্ব সার্ভার মাত্র।একদম বিনামুল্যে- পরিষেবা,দোয়া করিবেন সকলে। আমাদের জন্য-

https://rasikulindia.blogspot.com (ইসলামিক বিশুদ্ধ শুধু বই পেতে)